সাক্ষাৎ-দর্পণ

নাটক।

"Ill fares the land, to hastening ills a prey."

(Goldsmith.)

কলিকাতা।

২২১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্

দ্বৈপায়ন যন্ত্রে

শ্রীযদুনাথ রায়কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সন ১২৭৮ সাল।

বিজ্ঞাপন।

অস্মদ্দেশে সচরাচর যে উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া নাটকাদি লিখিত হইয়া থাকে, আমি সে প্রথা অবলম্বন করি নাই। তবে যে সকল ভয়ানক দোষ ও বিগর্হিত আচার ব্যবহার বর্ত্তমান বঙ্গ-সমাজে প্রচলিত আছে, এই 'সাক্ষাৎ-দর্পণ' নাটকে তাহাই সাধ্যানুসারে বর্ণন করিলাম। পরন্তু এই পুস্তকের অনেক স্থলে ইংরাজি কথা ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহার কারণ এই যে, আধুনিক অবস্থাতে এদেশের লোকেরা যে প্রকার কথা কহিয়া থাকেন, কথিত নাটকে তাহার যথার্থ অনুকরণ করিতে চেষ্টা করাই আমার উদ্দেশ্য। অপরন্তু অনেক নাটকে পদ্য এবং সুদীর্ঘ শব্দ ব্যবহার করিতে দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহা অস্বাভাবিক বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছি। এক্ষণে এই নাটক দ্বারা বঙ্গ-সমাজের যে কতদূর উপকার হইবেক, তাহা আমি বলিতে পারি না; তবে যদি কিয়ৎ-পরিমাণেও পাঠকগণের তৃপ্তিকর হয়, তাহা হইলে পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

কলিকাতা
২১ শে আশ্বিন
সন ১২৭৮ সাল

নাটোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

ক্রমিক

পুরুষ।

হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। হরিহর চট্টোপাধ্যায়। হলধর বন্দ্যোপাধ্যায়। রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য	প্রতিবেশী ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ।
কালীকুমার	হরিহর বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র।
সুবোধ	ঐ...কনিষ্ঠ পুত্র।
কেদার	হলধর বাবুর পুত্র।
দোয়ারি	রামনারায়ণের পুত্র।
প্রসন্ন এবং পরাণ	সুবোধের বন্ধুদ্বয়।
তারক বাবু	একজন ব্রাহ্ম।
মন্মথ এবং বিন্দু বাবু	তারকের বন্ধু।
ঘোষজ	হরিশ বাবুর বাটীর কর্ম্মচারী
নিমে এবং পেঁচো	ভৃত্যদ্বয়।
প্রথম মাতাল এবং দ্বিতীয় মাতাল –	

স্ত্রীলোক।

মোক্ষদা	হরিহরের ভার্য্যা।
কামিনী	ঐ প্রথম কন্যা।
নলিনী	ঐ দ্বিতীয় কন্যা।
বামাসুন্দরী	রামনারায়ণের বিধবা কন্যা।
কুসুম	কালীর ভার্য্যা।
কাদম্বিনী	ঐ ভগিনী।
মনোমোহিনী ও থাকমণি	প্রতিবেশিনী।
হরকালী	বেশ্যা।
লক্ষ্মী	হরিহর বাবুর বাটীর দাসী।
ভব	হরকালীর দাসী।

—০:—:০—

অশুদ্ধ শোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
নাট্যোল্লেখিত ব্যক্তিগণ।			
কালিকুমার		হরিহর বাবুর জেষ্ঠপুত্র	হরিশ বাবুর জেষ্ঠপুত্র
১	১৬	ষ্টকিং	ষ্টিকিং
১	১৭	ষ্টকিং	ষ্টিকিং
১	২১	ষ্টকিনের	ষ্টিকিনের
৯	৬	জিজ্ঞাসিলে	জিজ্ঞসিলে
১৫	২২	"ইমপাটিলেণ্ট"	"ইমপাটিনেণ্ট"
১৬	৫	"ট্রাবেল্"	"ট্র্যাভেল"
১৬	৯	।	?
১৬	১২	কেমন,	কেদার।
১৬	১২	"ট্যাট্"	"টিট্"
১৬	১৪	"ট্যাট"	"টিট্"
১৬	১৫	"দোর্ভডিজা"	"দেডিজার্ভ"
১৬	১৫	"ট্রেটমেণ্ট"	"ট্রিটমেণ্ট"
১৭	১৫	কাহার	কার
১৭	১৫	তাহার	তার
ঐ	ঐ	তাহার	তার
ঐ	২৫	স্বীয়	তার
২০	২৫	কোলে	কোল

		ঘৃণা,	ঘৃণা হলো
২৮	৪।৫	আমার ইচ্ছাও নাই বিবাহ কর্ত্তে।	আমার বিবাহ কর্ত্তেও ইচ্ছা নাই
২৮	৫।৬	হইয়াছে	হয়েছে
২৮	৬	তাঁহাদের	তাঁদের
২৭	২৩	সরস্বতি	ভগবতি
৩১	৯	আলোকে	আলোটে
৩১	১৪	দিয়েছে	দিলে
ঐ	১৬	দিয়েছে	দিলে
৩২	৪	মিমস	সিম্‌স
৩৯	৭	বলে জানাতে	বলা যায় না।
৩৯	২০	(ঘুর্ণায়মান)	০
৪১	১০	গাছি	গাছা
৪২	২১	সম্”	স্যাম”
৫২	৬	হরিণী যুবক	যুবতী হরিণী
৫২	৭	থেকে	দেখে
৫২	১৯	এত তার	এত কি তার
৫৯	২০	কড়	মড়
৬১	৭	চক্ষুর	চক্ষের
৬২	২৫	ভুমি	তুমি
৬৮	৪	আমাদের	তোমাদের
৬৯	১	জানিতে পারে	জানিতে কি পারে
৬৯	৯	দেখে	দেখি
৭৫	১২	একটী	একটীও

৭৩	১৯	(মুবোধের প্রস্থান)	
৮২	৪	মীত বর	নীত বর
৮৮	২৬	কেন	কেন
৯৪	১০	দেখ দেখি	দেখ দিকি
৯৪	১৩	করো	কোরো
৯৫	৮	রাত্রি গেল	রাত্তির গেল
৯৫	২১	মনস্কাম	মনস্কামনা
১০৯	৩	এসে চারি	এসে আমার মনের চারি
১১১	১৮	বর্দ্ধমান	বর্দ্ধমানে
১১২	৫	যেতাম;	যেতাম
১১২	১২	গেলে পরে তোমার	গেলে তোমার
১১২	২০	ঢুকলে	ঢোকে
১১২	২০	ফেলিয়া	ফেলিয়া আর
১১৫	২১	ভুমি	ভুমি

সাক্ষাৎদর্পণ নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথমগর্ভাঙ্ক।

কলিকাতা হরিশ বাবুর বৈঠকখানা।

বাবু আসীন।

(সাংসারিক্ খরচের হিসাবাদি সম্মুখে)

হরিশ। (স্বগত) হুঁঃ। এ ব্যাটাদের আর কিছু না, কেবল্ ফাঁকি দেবার পন্থা। ওরে নিমে,

নেপথ্যে। আজ্ঞে যাই।

(নিমের প্রবেশ।)

হরিশ। একবার তামাক্ দে ; আর ওম্নি ঘোষ্জাকে ডেকে দে।

(নিমের প্রস্থান।)

হরিশ। (স্বগত) ছেলে বাবুদের বাবুয়ানা চাল্ দেখে, আর বাঁচা যায় না। ষ্টিক, ষ্টকিং, রুমাল্ নইলে বাবুদের বেরোনো হয় না। আবার হাপ্ ষ্টকিং! হাপ্ ষ্টকিং পায় দেওয়া নয়্তো ; যেন পায় একটু ন্যাক্ড়া জড়ান। এ ন্যাক্ড়া জড়িয়ে যে কি হয়, তাতো বল্‌তে পারিনে। আমাদেরত এক কাল ছিল। আম্‌রাও ইয়ং বেঙ্গল্ ছিলাম। এ হাপ্ ষ্টকিনের নামও তো কখন শুনিনি। যিনি পেটে

খেতে পান্ না, তিনিও কোঁচার ফুলটী ধোরে হাপ্ ষ্টকিং পোরে বেড়ান্। কিছু হোক্ আর নাই হোক্, ইংরেজদের মুল্লুক্ হোয়ে, ছেলেগুলো বয়ে গেল। ছেলেদের বিদ্যেত বড়। আকাঁড়া বিদ্যে, কিন্তু অনুষ্ঠানটুকু বিলক্ষণ। মাসে মাসে স্কুলের মায়িনে দেও, নতুন্ নতুন্ বই দেও, কাপড় দেও, জুতো দেও, চাদর দেও, তার পরে ছেলে বড় হলো, হয়ে মদ্ মাংস খেতে আরম্ভ কল্লেন্। বাপ্ মার প্রতি শ্রদ্ধা নেই, ভক্তি নেই, আর ভয়ানক্ গোঁয়ার হয়ে উঠ্লেন্! সকলকেই তৃণবৎ বোধ কোর্ত্তে লাগ্লেন। গেল গেল, সংসার গেল !!! আর হবেই ত, এইতো কলির প্রথম বইতো না, আরো কত কি হবে !!! (জৃম্ভণ)

(ঘোষজার প্রবেশ)

ঘোষ। মশাই, আমাকে কি ডেকে ছিলেন্?

হরিশ। হাঁ, হাঁ, এতক্ষণ হচ্ছিল কি?

ঘোষ। আজ্ঞে, বাজারের খরচটা চুকয়ে দিচ্ছিলাম্।

হরিশ। (ঘোষজার প্রতি হিসাবের ফর্দ্দ নিক্ষেপ করত)
ওটা কি লিখেছ?

ঘোষ। (চস্মা গ্রহণ করত) আজ্ঞে এটা মেজো বাবুর হাপ্ হাপ্—

হরিশ। হা লুম্! ওটা নয়, ওটা নয় : ওখানে বোসে কেবল্ হাপ্ প্ কোচ্ছেন্, ওটাত "হাপ্ ষ্টিকিং"। ওর নিচেটা পড়ো।

ঘোষ। (চস্মার দ্বারা স্পষ্টরূপে দৃষ্টিপাৎ করত)—আজ্ঞে ওটা পাল্কিভাড়া, ছ—আনা।

হরিশ। কার্ পাল্কি ভাড়া?

ঘোষ। কেন, আপনার।

হরিশ। কবেকার ?

ঘোষ। কাল্‌কে আপিশ যাবার্‌।

হরিশ। আ-মোলো! আমি কাল্‌ পেট্‌ কাম্‌ড়ানর জ্বালায় ছট্‌পট্‌ করিছি! আমার প্রাণ নিয়ে টানাটানি! ব্যাটা বলে কি না "আপনার আপিশ যাবার" !!

ঘোষ। আজ্ঞে। বিষ্ণু! ভুল হোয়েছে, বড় বাবুর চোর-বাগানে যাবার পাল্কি ভাড়া।

(নিমের প্রবেশ)

হরিশ। হ্যাঁ রে নিমে, কাল্‌ বড় বাবু পাল্কি চোড়ে চোর-বাগানে গিছ্‌লো ?

(ঘোষজার নিমের প্রতি ইঙ্গিত)

নিমে। (মস্তকের কেশ কুন্তয়ন্‌ করিতে করিতে) আজ্ঞে আজ্ঞে, আমিত ছিলেম্‌ না!

হরিশ। "ছিলেম্‌ না কি রে" ? সমস্ত দিন আমার পেটে তেল্‌ জল দিয়েছিস্‌। আবার ব্যাটা বলে 'ছিলেম্‌ না।'

নিমে। আজ্ঞে, সে যে সকালে।

হরিশ। তবে, বড় বাবু কখন্‌ গিছ্‌লো ?

ঘোষ। আজ্ঞে বিকেলে।

(ঘোষজার প্রতি গুপ্তভাবে ইঙ্গিত করিতে করিতে নিমের প্রস্থান।)

ঘোষ। (পুনরায় কিছুক্ষণ পরে) আজ্ঞে গয়লার দুধের হিসেব্‌টা একবার দেখ্‌তে হবে।

হরিশ। দুদের না জলের ?

ঘোষ। আজ্ঞে আজ কাল্‌ এই রকমই সর্ব্বত্র।

হরিশ। সর্ব্বত্র কি রে ? এই হলধর বাবুদের বাড়ীতে ত খাসা দুদ দেয়। তারা পয়সা দেয়; আর আমরা কি পয়সা দিইনে ?

ঘোষ। সে দিন্ মশাই যে দুদ খেয়ে এসেছেন, সে অনেক অনুসন্ধান কোরে এনেছিল। কারণ, ওদিন দুজন পাঁচ-জনকে নিমন্ত্রণ করেছিল।

হরিশ। বটে, এতো ভয়ানক পাগল্ হে! তা হবেই ত, নিজে ঘোষ। গয়লা কখনো গয়লার নিন্দে করে!—শুঁড়ীর সাক্ষী মাতাল্।

(হরিহর বাবুর প্রবেশ)

হরি। কি হচ্ছে হরিশ্ দাদা?

হরিশ। এস ভাই এস। এই সব্ গয়লা ব্যাটাদের কথা হচ্ছিল। ব্যাটারা এক সের দুদে, দুসের জল দেয়।

হরি। ও কথা ভাই, আর বলোনা। সব জায়গায় সমান্। এমন্ কি, শুন্‌তে পাই, ব্যাটারা, দুসের চার সের বেশী দর-কার হলে, ভাঁড়ে না থাকলেও ভয় খায় না। পাৎকোর ধারে গিয়ে, গাই দুয়ে দেয়!!

ঘোষ। আজ্ঞে যা বোল্লেন্, তা যথার্থই বটে।

হরিশ। সে রকম্ তদারক কল্লে, আর এ রকম্ হয় না।

ঘোষ। তদারক্ মশাই করাত বড় সহজ নয়। যদি বাড়ীতে জল্ মেশালে!

হরিশ। আমি তোমার কথা শুন্‌তে চাইনে। যা বল্লেম্ তাই কোরো।

ঘোষ। আজ্ঞে, তবে এখন আমি নিচেয় গিয়ে, বাজার খরচটা চুকিয়ে দিইগে।

(ঘোষের প্রস্থান)

হরি। ওহে! বিয়ের বড় গোল্ হোচ্ছে।

হরিশ। কেন, গোল্ কি?

হরি। গোল্ কি জান, হলধর বাবু, যে গহনা দিতে চাচ্ছেন্

তাতে ত কোন মতেই সম্মত হওয়া হয় না। তিনি বলেন্, "আমি সমুদয় গহনা দিব—কেবল বালা, সিঁতি, আর পাঁইজোর তিনি দেবেন„। আবার বলেন, "বিবাহেতে অধিক ব্যয় কর্ত্তে পারবেন্ না"। আমার, বরাবর ইচ্ছে ছিল যে, নলিনীর একটু ঘটা কোরে বিবাহ দিব। কেন না, এইবার হোলেই আমার হলো। আর একটা কথা, (মৃদুস্বরে) হলধরবাবুর ছেলেটীর চরিত্রের বিষয়, যে প্রকার শুন্‌লেম্; তাতে ত আমার একটুও ইচ্ছা নাই, যে তার সঙ্গে নলিনীর বিবাহ দিই। সে নাকি এক-বার খ্রীষ্টান্ হোতে গিয়েছিল। আরও শুনেছি, মদ্ মাংস চলে। তার নাকিকিছুই অখাদ্য নাই! কিছুই অকার্য্য নাই! একে, কামিনীকে দিয়ে, আমি যে ভুগ্‌ছি; তাত আর বোলে জানান যায় না। বল্‌বো কি দাদা! মেয়েটার বিবাহ পর্য্যন্ত যামাই একেবারে বাড়ী পরিত্যাগ কোরেছে!! আর অখাদ্য ভোজন, বেশ্যা গমনেরত কথাই নাই! তা ভাই, এবার আমার বিলক্ষণ বহুদর্শীতা হোয়েছে। "আর নেড়া বেল তলায় যাবে না"। তবে বিধির নির্ব্বন্ধ কিছুই বলা যায় না। এ দিকে, মেয়েটীও যোগ্যা হয়ে উঠেছে। আর ত রাখাও যায় না।

হরিশ। তবে জেনে শুনে ওখানে সম্বন্ধ স্থির করে ছিলে কেন?

হরি। আমার শাশুড়ী, হলধর বাবুর পিসী হন। তাঁরির জেদে ওখানে সম্বন্ধ হয়। আর শুনেছিলাম অনেক গহনা দেবে। আমার পরিবারেরও নিতান্ত ইচ্ছে যে, ঐ খানে বিবাহ হয়। কেবল এই সকল কারণেই কথা বাত্রা হয়। কিন্তু

যখন পষ্ট দেখ্‌ছি সকল বিষয় ফক্কা, তখন আর কেমন কোরে রাজী হই?

হরিশ। তবে এখন্ কি করা স্থির হলো?

হরি। আচ্ছা, সুবোধের সঙ্গে কেন এটা হোক্ না? আমারদের চিরকালের বন্ধুত্ব। এই জন্যই আমার নিতান্ত ইচ্ছে; তোমার কোন ছেলের সঙ্গে আমার মেয়েটীর বিবাহ হয়। তা হলে আমাদের পুরাতন সৌহৃদ্দ্য আরও বদ্ধমূল হয়। (হরিশের হস্তধারণ পূর্ব্বক) "তা আমার এই কথাটী রাখ্‌তে হবে!"

হরিশ। দেখ ভায়া, আমাকে তোমার এত কোরে বোল্‌তে হবে না। আমারও কম ইচ্ছে নয়, যে তোমার কন্যা, আমার পুত্রের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে বদ্ধ হোয়ে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে। কিন্তু ভাই কি করি, আমার ছেলে টা বড় বদ্। আমি যত তার বিবাহের সম্বন্ধ করি, সে ততই তার প্রতিবাদী হয়। আর দেখ, কালাকে ত, আমি ত্যেজ্যপুত্র করিছি। সেটার মুখও দর্শন করি না। সুবোধ ছোঁড়াকে ভালবাসি। ওর যাতে মন্দ হয়, কি অসুখ হয়, তাত আমি কোন প্রকারে কর্ত্তে পারিনে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌বো। তার যদি ইচ্ছে হয়, আমার কোন বাধা থাক্‌বে না।

হরি। সে কি দাদা! তুমি কি ভেবেছ, সুবোধ তোমার কথা অবহেলা কোর্‌বে! সে তেমন্ ছেলে নয়। তার মত বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ ছেলে, আজ্ কাল্ পাওয়া ভার। আর আমার বোধ হয় যে, তার সম্পূর্ণ ইচ্ছে যে নলিনীর সঙ্গে বিবাহ হয়। কেন না, আমি দেখ্‌তে পাই, প্রায় সে, নলিনীকে পড়ায়, ও উপদেশ দেয়। প্রায় একত্রে থাকে। বিশেষ, নলিনীও নিতান্ত মন্দ দেখ্‌তে নয়।

হরিশ। আরে ভায়া; আমি কি জাহাজ্ থেকে নেবে এলেম্, যে তুমি ঐ কথা বোল্ছো। আমি সুবোধের এতো সম্বন্ধ কোরেছিলাম; কিন্তু তোমার মেয়ের মত পাত্রী, আমি একটীও পাইনি। তা সে যা হোক্, আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছে যে, সুবোধের সঙ্গে নলিনীর বিবাহ হয়।

হরি। দেখ হরিশ্ দাদা, আজ্ যেন আমি, ধড়ে প্রাণ পেলেম্। আমার যে আজ্ কি শুভ দিন, তা বোলে জানাতে পারি না। আমার বরাবর ইচ্ছে, নলিনী তোমার পুত্রবধূ হয়। কেবল আমার শাশুড়ী মাগী, আর পরিবারের জন্যে এত দিন্ ইচ্ছে প্রকাশ কর্ত্তে পারিনি। যা হোক্, এখন্ জগদীশ্বর আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন্।

হরিশ। আমারও যে কি সৌভাগ্য, তাও আমি বল্তে পারিনে। যেমন আমার সুবোধ নলিনী তার উপযুক্ত পাত্রী। ফলতঃ নলিনীর সঙ্গে সুবোধের সম্বন্ধ নিতান্ত বাঞ্ছনীয়।

হরি। তবে পত্রাপত্র কোরে, একটা দিন কেন ধার্য্য করা যাক্ না?

হরিশ। হান্ কি?

হরি। (পঞ্জিকায় অন্বেষণ করত দৃষ্টি পূর্ব্বক) এই মাসের পঁচিশে তারিখে দিন্ ভাল আছে।

হরিশ। আজ্ পাঁচুই! তা হলে একটু, হটাৎ হয়না? কেন না উদ্যোগ কর্তে হবে। সুবোধের বিবাহ, আমার যেমন তেমন করে সমাধা কর্ত্তে ইচ্ছা নেই।

হরি। পত্র করা বই ত নয়। তাতে ত আর বিশেষ কোন উদ্যোগের আবশ্যক নেই। তার আর কি, এখনও কুড়ি দিন সময় আছে।

হরিশ। (উচ্চৈস্বরে) নিমে, তামাক দে যা। (নেপথ্যে, আজ্ঞে যাই) (হরি হরের প্রতি) না আমি বল্‌ছিলাম্ কি জান, সুবোধের যদি এত শীঘ্র বিবাহ কর্ত্তে না ইচ্ছে হয়।

(নিমের তামাক্ লইয়া প্রবেশ)

হরি। (ধূমপান পূর্ব্বক) যদি বিবাহ কর্ত্তেই হলো; তা হোলে দু চার মাস্ অগ্র পশ্চাতে কোন এসে যায় না। তার জন্যে তুমি ভেবো না। সুবোধ তোমার কথার অন্যথা কখনই কর্‌বে না।

হরিশ। আচ্ছা যা ভাল হয়, তাই কর।

হরি। বিবাহটা কোন্ মাসে স্থির করা যায়?

হরিশ। যদি এই মাসের পঁচিশে তারিখে পত্র করা স্থির হয়, তবে আর মাস নাগাৎ দেখা যাবে!

হরি। বেশ্ কথা। "শুভস্য শীঘ্রং" (কিঞ্চিৎ বিলম্বে) তবে এখন উঠি। স্নানটান্ করা যাক্‌গে। বিশেষ গিন্নীকে খবরটাও দেওয়া যাক্। আর শীতকালের বেলা, না দেখ্‌তে দেখ্‌তেই বেলা হয়ে পড়ে।

(হরি হরের প্রস্থান)

হরিশ। নিমে তেল নিয়ে আয়। (নিমের তৈল লইয়া পুনঃ প্রবেশ) (তৈল মর্দ্দন করিতে করিতে স্বগত) হরিহর ভায়া ত, বিবাহের স্থির কোরে গেলেন্। তা—আমারও নিতান্ত অমৎ নাই মেয়েটীও মন্দ নয়—বেশ্ স্বাকারা—আর খুব্ স্বল্প ব্যায়েও কাজটা নির্ব্বাহ হতে পারে। কিন্তু সুবোধের যে রকম ভাব দেখ্‌ছি, তা ত বিলক্ষণ। ও ছোঁড়া যে কি ভেবেছে, তা কিছুই বলা যায় না। বিবাহ যেন তার বাঘ্—না ভালুক্! কাম্‌ড়াবে নাকি! (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক) ভাল-দেখা যাক্! (গাত্রোত্থান)

প্রথম অঙ্ক।

নিমের প্রবেশ।

নিমে। (চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করতঃ) বড়মানুষের আঁস্তাকুড়ও ভাল। এই বাবু উঠে গেলেন, আমি দিব্যি কোরে ফুলেল তেল মাখ্‌ছি। বাবু এই সিদিনে আট টাকা দিয়ে কাপড় কিনে-ছেন, দুমাস বাদে নিমচাঁদের। কোঁচাতে নেগিয়ে একটু ফাঁসিয়ে রাখবো, পরে জিজ্ঞাসিলে বল্‌ব পুরোণো কাপড় ছিঁড়্‌বে না! ছেলে বাবুরো সুখে থাকু, জুতোর ভাবনা নেই। আর বাড়ীতে খাওয়ান দাওয়ান জাগ যজ্ঞী হোলেত কথাই নেই। দশটী জোড়া জুতোর কাজ্ করবো। আজ কাল কিছু খদ্দেরের অভাব নেই। মাজারি গোচ অনেক বাবু আছেন, পুরোণো জুতো অথচ গোরার বাড়ীর হওয়া চাই, খুঁজে বেড়ান।

(নেপথ্যে—নিমে) আঃ এই আবার হায়্‌লে উঠ্‌লেন!

(উচ্চৈঃস্বরে) আজ্ঞে যাই।

। নিমের প্রস্থান।

(যবনিকা পতন।)

০✻০ —

দ্বিতীয়গর্ভাঙ্ক।

হরিহর বাবুর বাটীর অন্দর গৃহ।

(সুবোধ ও নলিনী আসীন)

সুবোধ। (নলিনীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক) ওটা এমনি কোরে ঘুরিয়ে নিয়ে এস, দেখো যেন হাত্ কাঁপে না, আবার ঐ অক্ষরটা লেখ। হ্যাঁ এই বার হয়েছে। আচ্ছা, এখন লেখা থাক্। দুকুর বেলা ভাত্ খেয়ে এক সেলেট লিখে রেখো, আমি বৈকালে এসে দেখ্‌ব। এখন আমি যাই। আমার স্কুলে যাবার বেলা হলো।

নলিনী। আমার পড়া বলে দেবে না?

সুবোধ। তবে শীগ্‌গির পড়ে নাও।

নলিনী। আমি শীগ্‌গির পড়্‌তে পারিনে। তুমি আর একটু খানি কেন বসোনা; (পুস্তক লইয়া) "আই, এম, আপ"।

সুবোধ। আমি উপরে আছি।

নলিনী। "হি ইজ ইন"।

সুবোধ। তিনি ভিতরে আছেন্।

নলিনী। কি মানে "তিনি"?

সুবোধ। 'হি' মানে তিনি।

নলিনী। 'উই, গো, ইন'।

সুবোধ। আমরা ভিতরে যাই।

নলিনী। কি মানে "আমরা"?

সুবোধ। 'উই' মানে আমরা।

নলিনী। 'উই, ডু, গো'।

সুবোধ। আমরা গমন করি।

নলিনী। 'ইট, ইজ, এন, অক্স'।

সুবোধ। ইহা হয় এক বলদ।

নলিনী। 'ইট মানে কি'।

সুবোধ। ইট্ মানে ইহা।

নলিনী। "ডু নট্ পিঞ্চমি"।

সুবোধ। আমাকে চিম্‌টী কাটিওনা।

নলিনী। (হাস্য করতঃ) কি মানে "চিমটী"।

সুবোধ। "পিঞ্চ"। মানে আচ্ছা আজ এই পর্য্যন্ত তুমি মুখোস্থ কর; যদি তুমি পার তা হলে আবার নতুন পড়া দেব। আমি এখন যাই। অনেক দেরি হোয়ে গেল।

[সুবোধের প্রস্থান।

হরিহর বাবুর প্রবেশ।

নলিনী। বাবা! আজকে কেমন এক মজা পড়েছি। আচ্ছা, বলদিকি, "ডু নট্ পিঞ্চ" মানে কি!

হরি। (নলিনীকে ক্রোড়ে লইয়া) কেন, তোর সুবোধ দাদা কি বলে দিয়েছে।

নলিনী। সুবোধ দাদা ঠিক্ বলে দিয়েছে, "পিঞ্চ' মানে কি জান। 'পিঞ্চ' মানে (অঙ্গুলীদ্বারা নির্দ্দেশ করতঃ) চিম্‌টী ই, বাবা! সুবোধ দাদা 'বলেছেন আমার ইংরিজী বইতে অনেক মজার মজার গল্প আছে"। আমি এই বার অবধি খুব পড়্‌বো। পড়লে, কেমন সব ভাল ভাল গল্প শিখ্‌বো। আর সুবোধ দাদা আমাকে পড়াবে।

মোক্ষদার প্রবেশ।

হরি। (হাসিতে হাসিতে) ওগো, তোমার মেয়েযে, বিবি হোয়ে

পড়্‌লো দেখ্‌ছি! ও বলে 'কেবলি ইংরাজি বই পড়্‌বো'। তা ওর এক জন সাহেবের সঙ্গে বিয়ে না দিলে তো নয়!

মোক্ষদা। ওলো! তোর দিদি এয়েছে, তোকে ডাক্‌চে, যা।

নলিনী। দিদি এয়েচে! আমি যাই গো।

| নলিনীর প্রস্থান।

মোক্ষদা। সত্যি সত্যি বিয়ের কি হলো।

হরি। আর কি হবে, তিনি কিছুই দেবেন না, আর বিয়েতে খরচ কত্তে চান্ না, তবে সেখানে বিয়ে কেমন কোরে হোতে পারে।

মোক্ষদা। সেখানে যেন না হলো, বিয়ে ত হওয়া চাই—। আইবুড়োত রাখ্‌তে পারবে না। কতকাল আর রাখ্‌বে। আর রাখ্‌লে যে লোকে নিন্দে করবে। বিয়ে দিলে যে এত দিনে দু ছেলের মা হতো!

হরি। (ঈষৎ রুষ্ট ভাবে) রাখ্‌তে না পারো, না হয় হাত্ পা ধরে জলে ফেলে দাও। ঘর বর দেখ্‌তে হবে।

মক্ষদা। আমি কি তাই বল্‌চি! আমি বল্‌চি কি, বলি আর এক বার কেন তাঁর কাছে যাও না। গয়না টয়নার কথা গুণো এক বার তোলগে না, গয়না তিনি কি দিতে চান।

হরি। খালি "বালা, সিথী, আর পাঁইজোর"।

মোক্ষদা। তাতে কেমন কোরে হবে! মেয়ের বিয়ে যেমন কোরে হোক্, আশ্চে মাসের ভিতর দিতেই হবে।

হরি। আমি এক কাজ করেছি। হরিশ বাবুর কাছে এই কথা তুলে, সুবোধের সঙ্গে যাতে এই কর্ম্মটী হয় তারির বিশেষ অনুরোধ করে এসেছি।

মোক্ষদা। তা কোরেছ, কোরেছ, কিন্তু আমি শুনিছি সুবোধ নাকি ব্রহ্মজ্ঞানী। আবার নাকি কোথায় সভায় যায়,

সে খানে সকল জাতের সঙ্গে খায়! তা যদি হয়; তা হোলেতো সকলে আমাদের এক ঘোরে কর্‌বে।

হরি। তা হোক্। আজ কাল্ সকলেই ব্রহ্মজ্ঞানী হচ্চে। ব্রহ্মজ্ঞানী হলেই কি সকলের সঙ্গে খেতে হয়, সমাজে কি আর সকলে খেতে যায়। সেখানে পরমেশ্বরের গান হয়, আর উপাসনা হয়। এই আমি ত সে দিন সমাজে গিয়াছিলাম। তাতে কিছু দোষ নেই।

মোক্ষদা। আচ্ছা, এরা গয়না গেঁটে কি দেবে। ভালো না দিলেতো, আমার এমন চাঁদপানা মেয়ে দেব না।

হরি। ওগো! তুমি বঝো না। হরিশ বাবু যে ধনী, তা কে না জানে? শুনেছি ওর বড় ছেলেকে চরিত্র মন্দ বোলে দেখ্‌তে পারেন না। কেউ কেউ বলে, তাকে ত্যজ্য পুত্র করেছে। তা যদি হয়, তা হলে আর ভাবনা কি? এখন যদি ভাল গয়না টয়না না দেয়, নাই দিলে। পরেত সবি ওর।

মোক্ষদা। তুমি কি বল! গয়না না দিলে দেবে কি? লোকে বল্‌বেই বা কি? "অমন বড় মানুষের ঘরে দিলে, মেয়েটার গাটাও ঢাক্‌তে পাল্লে না! মরণ আর কি! টাকা নিয়ে বুঝি ধুয়ে খাবে! তা বাবু আমি লোকের খোঁটা সইতে পার্‌বো না।

হরি। ওগো! তা হবে তা হবে। তার জন্যে আর এত ভাবনা কি। হরিশবাবু গহনা না দেয়, আমি দেব।

মোক্ষদা। আচ্ছা তুমি যে, এখানে সম্বন্ধ স্থির কচ্ছো, হলধর বাবু তা জানেন।

হরি। যদি না জেনে থাকেন, ক্রমে জান্‌তে পারবেন। তিনি কি না আগে বল্লেন "সমুদায় গহনা দেবো, বিয়েতে খরচ

করবো”। এখন কি না বলেন “আমি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। সমুদায় গহনা দিতে পারবো না। অল্পই দেব। আর কোন রূপে শুভ কার্য্যটী নির্ব্বাহ কোরে বউ ঘরে আন্‌বো। তিনি কি মনে করেন, তাঁর ছেলের সঙ্গে ভিন্ন, আমার মেয়ের আর বিবাহ হবে না! তা সে যা হোক; আমি সেখানে আর যাব না। হরিশবাবুর সঙ্গে পাকা কথা হয়েছে। এই মাসের ২৫এ পত্র। তুমি এখন দেখগে খাওয়া দাওয়ার কি হলো না হলো; আমি স্নান করে আসি।

[হরিহর ও মোক্ষদার প্রস্থান।

(যবনিকা পতন।)

দ্বিতীয় গর্ব্ভাঙ্ক সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

হলধর বাবুর বাটী।

কেদার বাবুর বৈটকখানা।

(কেদার ও কালি আসীন।)

কালি। তার পর কি হলো?

কেদার। তার পরতো সে সাহেব টিকিট কিন্‌লে, আমিও কিন্‌লাম। তার সঙ্গে আমার আলাপ ছিল, তোমাকে বলেছি, আমার ইচ্ছাও ছিল দুজনে এক গাড়িতে উঠি। তাই সে যে গাড়িতে উঠেছিল, আমিও সেই গাড়িতে

উঠতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু এক বেটা জমাদার আমাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে বল্লে " তোম্ কেয়া সাব্কা সাৎ এক্ গাড়ীপর যানে মাংতা? দোসরে গাড়ীপর যাও।" আমারত ভয়ানক রাগ হলো। তার পর সেই সাহেব চৌকীদারকে এক লাতিমেরে আমাকে গাড়ীর ভিতর আস্‌তে বল্‌লেন। সন্ধের সময়, সে বর্দ্ধমানে নেবে গেল। বর্দ্ধমান থেকে দুজন বাঙ্গালী উঠ্‌লো। আমারদের গাড়ীতে সাহেব নাই বলে রাত্রিতে আলো দিলে না। যদিও আমাদের সেকেন্‌ক্ল্যাস। তার পর রাৎ আট্‌টার সময় (কোন্ ষ্টেশনে আমার মনে হচ্চে না) দুজন ইংরেজ আমারদের গাড়ীতে উঠ্‌লো। উঠিই বল্‌চে " তোমরা সব এক কোণে চুপ্‌টী করে বোসে থাক্‌বে, আর যতক্ষণ পর্য্যন্ত না অনুমতি করবো, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঠোট খুলতে পারবে না।" আমি বল-লাম কেন তোমরাও টিকিট কিনেছ আমরাও কিনেছি, আমরা কেন চুপ্ কোরে বোসে থাকবো? একজন বাঙ্গালী আমাকে বল্‌তে লাগ্‌লেন। চুপকরো চুপ্‌করো। এখুনি প্রাণটা হারাবে। আর একজন বাঙ্গালী সাহেব্‌দের বল্‌লেন " দিস ফেলো সিমস ভেরি ইমপার্টিনেণ্ট" এই সব শুনে একজন সাহেব আমাকে এক ঘুশো মারলে। আমিও রুকে দাঁড়িয়ে ছিলেম। এমন সময়ে আর একজন সাহেব এসে ছাড়িয়ে দিল। তার পর বেটারা মদের বোতল খুল্লে, আর যে বাঙ্গালী আমাকে " ইম্‌পার্টিনেণ্ট " বোলেছিল তাকে ড্রিঙ্ক কর্‌তে " রিকোয়েষ্ট " কল্লে। সে বল্লে " তুমি আমার মনিব। ইংরেজ মাত্রয় আমাদের মনিব। তোমরা যা মনে কর, তাই কর্‌তে পারো। কিন্তু আমি কখন "ড্রিঙ্ক করিনি; আমাকে অনুগ্রহ কোরে ক্ষমা কর"। গোরা

ব্যাটা বল্লে "ইউ মাস্ট ড্রিঙ্ক" এই বোলে তার গলা টিপে খানিক "র ব্রাণ্ডী" খাইয়ে দিলে, দিতেই বাঙ্গালী ভায়া চোক্ কপালে তুলে সারা হোয়ে যান্। আর সাহেব ব্যাটাদের হাসি। তার পর "নেক্স্ট ষ্টেসনে" আমি 'গার্ডকে বল্লাম' আমি এ গাড়ীতে থাক্‌বো না। গার্ড আমাকে আর এক গাড়ীতে উঠিয়ে দিলে, গাড়ীতে যেতে যে কষ্ট। আমিত সেই পর্য্যন্ত প্রতিজ্ঞা করেছি আর কখন "ট্রাবেল্" করবো না।

কালি। তুমি বুঝি বেনারস্ পর্য্যন্ত গিচ্‌লে।

কেদার। হ্যাঁ, কিন্তু আর আমার বেড়াবার ইচ্ছা নাই।

কালি। তাই তো হ্যাঁ, এব্যাটারা কি কিছুই কেয়ার ন্যায় না! কেমন, বল্‌বো কিহে! সাহেবদের সঙ্গে এমনি 'ট্যাঁট্ করে যেন ও ব্যাটারা তাদের স্লেভস্। আর বাঙ্গালীদের যেন ওদের স্লেভসের মত ট্যাঁট করে। আর তাও বলি বাঙ্গালীরে "দোভ্ডিজা নোবেটার ট্রিটমেণ্ট" বাঙ্গালীরা এমনি 'কাউয়ার্ডস,যে ওদের হাজার বল্লেও কথা কয়না,কিন্তু নরমের উপর সম্পূর্ণ রোখ। এই মনে কর, এই নেটিব কনেষ্টেবিল গুলো ইংরেজ দেখলেই পালায়, আর বাঙ্গালী দেখ্‌লেই ঘাড়ে চড়ে, সে দিন আমার একটি ফ্রেণ্ড, আমার কাছে গল্প কল্লে যে, সে আর দুটি ফ্রেণ্ডস্ রাত্রে 'কোন ইন্‌ভিটেসন্ থেকে আসছিল পথের মধ্যে একটা গোরার সঙ্গে ঝগড়া হলো। সে ব্যাটা বিনি অপরাধে তাদের মারতে লাগলো। আর তারা 'চৌকিদার চৌকিদার' কোরে চেঁচাতে লাগল্। কোন ব্যাটা কনেষ্টেবেল এগুলো না। তার পর গোরাবেটা চলে গেলে, একজন চৌকিদার এসে জিজ্ঞাসা কল্লে "কি হয়েছে"। তারা বল্লে "তুই থাক্‌তে।

আমাদের মেরে গেল ; তুই কিছু বল্লিনে ? তোর নামে আমরা রিপোর্ট কর্‌বো। তোর নম্বর কত বল্।” এই বলে তার নম্বর দেখ্‌তে চাইলে, সে তাদের এক ধাক্কা দিয়ে বল্লে “চলা যাও”। তারাও তাকে এক ঘুসো মেরেছিলো। সে অমনি ‘হুঁ’ করে চীৎকার করে উঠল। শব্দ শুনে আরো তিন বেটা চৌকিদার এল ; এসে তাদের মার্ত্তে মার্ত্তে পুলিসে নিয়ে গেল। তাদের সঙ্গে যে টাকা কড়ি ছিল, সমুদায় কেড়ে নিলে। একজনের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল। সমস্ত রাৎ তাদের গারোদে রেখে দিয়ে, সকালে এক এক টাকা জরিবানা করে ছেড়ে দেয়। কিন্তু চৌকিদার বেটারা যে, তাদের বিনি অপরাধে অতো মার্‌লে, তাদের কিছুই হলোনা। আমার বোধহয় ইংরেজ্‌রা প্রতিজ্ঞা করে বসেছে যে, যাতে আমাদের অপমান হয় তাই করবে। আর বাঙ্গালীরাও প্রতিজ্ঞা করে বোসেছে যে, ইংরেজেরা অপমান কল্লে তারা কথাটীও কবেনা। সকাল বিকাল গালাগাল দিলেও ওরা ঠোঁট নাড়্‌বেনা। বাঙ্গালীদের কেবল নরমের উপরই চাপ। কেবল দলাদলি ঢলাঢলি নিয়ে আছেন, মোকদ্দমা মামলায় খুব প্রিয়, সে কথার লড়াই কিনা, আর আইনের লড়াই। তাতে যদিও সর্ব্বস্বান্ত হয় বটে কিন্তু রক্তপাত হয়না। আদৎ লড়াইতে এগোন্ না।

কালি। “বাট্ ষ্টিল্ উইয়ার নেটিভস্”।

কেদার। দেখ কালি, আমি যদি নিজে বাঙ্গালী না হোতাম, তা হলে আমি কখন বাঙ্গালী জাতির উপর একটা কথাও কইতাম না। কারণ তাহলে আমি ওদের বিষয়ে মাথা গরম করা অনাবশ্যক আর অনুপযুক্ত মনে কর্‌তাম্। কিন্তু আমি নাকি নিজে বাঙ্গালী, তাই আমি বাঙ্গালীদের

দুঃখে দুঃখিত হই। আমার বোধহয় আজ্‌পর্যন্ত কি বাঙ্গালা, কি ইংরেজ, কারো কাছে অপমান সহ্য করিনি। এই জন্য আমার বিষয়ে আমার ভাববার বিশেষ কারণ নেই। কিন্তু আমি প্রত্যহ স্বচক্ষে দেখি, যে আমার সঙ্গে যাদের সঙ্গে রক্তের সম্বন্ধ, যাদের এক দেশীয় বলে স্বীকার কত্তে হয় তারা এরূপ পদে পদে প্রতি মুহূর্ত্তে বিদেশীয়দের দ্বারা অপদস্ত হোচ্ছে; আর সেই অপমান ঘাড় হেঁট কোরে সহ্য কোচ্ছে; তাতেই আমার এমন দুঃখ হয়, আর রাগ হয়। যেদিন শুনি কোন বাঙ্গালী; ইংরেজ কি কারো কাছে অবমানিত হয়েছে, সেদিনে আমার ভাল কোরে আহার হয়না, সে রাত্রিতে আমার ভাল কোরে নিদ্রা হয় না। আমরা কি চেষ্টা কর্‌লে এর নিবারণ কর্‌তে পারিনে! স্বাধীন্ হোতে পারিনে! রাজকীয় সাধীনতার কথা আমি বল্‌চিনে। আমাদের নিজের "ইন্‌ডিভিজুএল্" স্বাধীনতা বজায় রেখে যদি চল্‌তে পারি, তাহলেও যে দেশের অনেকটা মান থাকে। বেরালের ন্যাজ মাড়ালে, কি কুকুরকে লাতি মার্‌লে, তারাও শোধ নেবার চেষ্টা করে। কিন্তু আমাদের বাঙ্গালী-ভায়ারা (যাঁরা মনুষ্য জাতির মধ্যে গণ্য) দু কুড়ি এক কুড়ি লাল ঘুশো খেলে, ক্রন্দন ব্যতীত ঠোঁট নাড়েন না। আর হয়ত মনে মনে গাল্ দ্যান, কি শাঁপ্ দ্যান। কি জন্যেই যে এত ভয়, তাওত বল্‌তে পারিনে।

কালি। ইংরেজ্‌দের জোরে পারে না বোলেই এত ভয়।

কেদার। জোরে পারে না বোলে তাদের কাছে অপমান হবে?

কালি। আরে! সে যা হোক্, ওসব কথা ছেড়ে দাও। আমরা যদি আজ্‌কে এখানে হাজারো বোকে মরি,

তাহলেও তুমি ভেব না, এতে কোন উপকার হবে। বাঙ্গালীরা আজকেও যেমন; কালও তেম্নি থাক্‌বে।

কেদার। দেখ কালি! এ বিষয়ে আমাদের দেশের জন্যে আমার যত কষ্ট হয়, তা আমি বোলে জানাতে পারিনে। তুমি আমাকে অনেক সময় জিজ্ঞাসা কর, "তুমি কেন এত ভাব"? তার প্রধান কারণ এই যে, সমস্ত দিন্ রাত্ আমি যেন প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে পাই, আমাদের দেশ অধীনতায় পীড়িত হয়ে দিবানিশি হাহাকার কোচ্ছে! সকলেরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা কোচ্ছে! কিন্তু কেউ কর্ণপাৎ কোচ্ছে না। হায়! কবে যে আমাদের দেশ এসব থেকে মুক্ত হবে, কবে আমরা ভিন্ন জাতির কাছে অহঙ্কার কোরে পরিচয় দেব, যে আমরা ভারতবাসী; আর আমাদেরই এই ভারতবর্ষ!

কালি। তোমার মত কজন বাঙ্গালী আছে? তুমি যেন এই সকল কথা ঘরের ভিতর বোলে পার পাচ্ছো, কিন্তু অন্য লোকের কাছে বল্লে তোমাকে হেঁসে উড়িয়ে দ্যায়।

কেদার। তা না হলে এতক্ষণ আমি ঘরে একলা বোসে এ সকল কথার আন্দোলন কর্‌ত্তেম না। গলিতে গলিতে, বাজারে বাজারে, রাস্তায় রাস্তায় এই সকল কথা বোলে বেড়াতাম। কিন্তু আমি নাকি জানি বাঙ্গালীদের মধ্যে আজো কুসংস্কার প্রভৃতি অনেক দোষ আছে। আর তারা নাকি আমার ভাব্ বুঝ্‌তে পার্‌বে না, কাজে কাজেই আমাকে হেঁসে উড়িয়ে দেবে। কিন্তু আমার মনে মনে ভারি ক্লেশ হয়। আমি সম্পূর্ণরূপে এ সকল ভাব দমন কর্‌তে পারিনে, তাই কখনো কখনো প্রকাশ করি।

(দোয়ারির প্রবেশ)।

দোয়ারি। কিহে! কিসের ঝগ্‌ড়া?

কালি। না ঝগড়া নয়, একটা কথা হচ্ছিল।

দোয়ারি। নাও নাও, তোমাদের গম্ভীর চাল্ রেখে দাও। মদ্ টদ্ আছে বল্‌তে পার?

কালি। তুমি যে একেবারে আগুন খাগির মত আশ্চো দেখ্‌তে পাই!

দোয়ারি। আগুন না আগুন না, মদ্ বোলাও। দেখ ভাই। আজ্ কলুটোলার ভিতর দিয়ে আশ্চি, দেখিনা ভিড়্ যে হয়েছে, তা আর বল্‌বার কথা নয়! গাড়িতে আর লোক জনে একেবারে ঠেসে গিয়েচে।

কেদার। ওঃ! আজকে যে কেশব সেন বিলাত থেকে এলো।

কালি। কেশব সেন খৃষ্টান হয়েচে নাকি?

কেদার। বিলক্ষণ! খৃষ্টান হবে কেন!

দোয়ারি। আরে তুমি জান না। আমি একবার উঁকি মেরে দেখেও এলাম কি না, ঠিক খৃষ্টানের মত সাজ্।

কালি। না, অমন সাজ্ কেশব বাবু আগেও এখানে পর্‌তেন। কিন্তু আমি শুনেছি যে, কেশব বাবু "ইউনিটেরিয়ন্সদের" মত্ ফলো করেন্।

কেদার। না তা নয়। কিন্তু এ কথা বল্‌তে হবে বটে যে, উনি বাইবেলের এতো প্রশংসা করেছেন (যা করা উচিত ছিল না)। যা শুনে ইংরেজ্‌রা ওঁয়ার উপর সন্তুষ্ট হয়ে ছিল। উনি যদি বাইবেলের অতো প্রশংসা, আর ক্রাইষ্টকে প্রায় পরমেশ্বরের মত তুলনা না করতেন, তাহলে বোধ হয় উনি যত আদর পেয়েছেন, তার অর্দ্ধেকও পেতেন্ না।

কালি। উনিত স্পষ্ট বলেছেন, "ক্রাইষ্ট পরমেশ্বর"!

কেদার। উনি যে ক্রাইষ্টকে গড্; তা বলেন নি। কিন্তু যে দেশের লোক তাই বিশ্বাস করে, সে দেশে যদি বলা হয়, ক্রাইষ্ট মনুষ্য

অপেক্ষা প্রধান ছিলেন, ঈশ্বর কেবল তাঁকে পৃথিবীর উন্নতির জন্যে পাঠাইয়াছিলেন। এ সকল কথা বল্লেই তাদের মনে বিশ্বাস হতে পারে যে, উনি খৃষ্টান্। কিন্তু যথার্থ বল্‌তে গেলে, যে ক্রাইষ্টের মত ধর্ম্মের জন্য সমুদায় বিসর্জ্জন কর্‌তে পারে, সে সাধারণ লোক অপেক্ষা মহৎ। আর যারা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে, সে সকলেই ঈশ্বরপ্রেরিত। কেশববাবু কোন অন্যায় কথা বলেন নাই। কিন্তু কেউ কেউ বলে উনি অনেক্‌টা ইংরাজদের মন রাখবার জন্য সম্পূর্ণ স্পষ্ট করে আপনার মনের ভাব প্রকাশ করেন নাই। এ কথা কতদূর পর্য্যন্ত সত্যি, তা যারা ঐ সকল কথা বলে, আর কেশববাবুই জানেন।

কালি। সে যা হোক্, কিন্তু এ কথা কেউ অস্বীকার কর্‌বে না যে এক কেশববাবু আর ব্রাহ্মধর্ম্ম হয়ে, পাদ্রি বেটাদের অন্ন মারা গেল।

কেদার। ও কথা তুমি বল্‌তে পার না। কেন, এখন কি খৃষ্টান হচ্চে না?

কালি। কৈ এখন ত প্রায় শোনা যায় না।

কেদার। কেন এই আমি সে দিন শুন্‌লাম, চুঁচ্‌ড়াতে দু জন "কন্‌ভার্ট" হয়েছে।

দোয়ারি। সে যা হোক্, আমাদের রেভারেণ্ট কালাচাঁদ কোথায় গেল?

কালি। কালাচাঁদ, দিন কতক কি রঙ্গটাই কর্‌লে! প্রত্যেক বারে "ব্রাহ্মইজ্‌মের এগেন্সটে লেক্‌চার" দিত। বেঁটে ছোট্ট ঘাড়টি নেড়ে কত মজাই কত্তো। দোয়ারি! মনে আছেহে, কালাচাঁদ যে বারে বল্লে "ব্রাহ্মরা কেবল পেণ্ডুলামেরমতন দোলে"। সে বার কি হাঁসানটাই হাঁসিয়ে ছিল। হি—হি-হি

কেদার। সে যা হোক কিন্তু রেভারেণ্ট কালাচাঁদ একজন সাধারণ লেক্‌চরর্‌ নয়। ওঁর মত ইংরাজি কটা বাঙ্গালীতে জানে?

দোয়ারি। নে কেদার, তোর আর গোঁড়াম কত্তে হবে না আমি যদিও ইংরাজি ভাল জানিনে, আর বল্‌তে পারিনে কে ভাল, কে মন্দ লেক্‌চারার। কিন্তু সকলেইত বলে, কেশব সেনের মত ইংরাজি বল্‌তে কেউ পারে না। শুনেছি রাণী নাকি ওর সঙ্গে আপনি ইচ্ছে করে দেখা করেছিল আর ও লেক্‌চার দিয়ে একেবারে বিলাত্‌ গরম্‌ করে তুলেছিল!

কেদার। আমার বোধ হয় কালাচাঁদ যদি বিলাতে যেতো তাহলেও রাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারত।

দোয়ারি। সুধু রাণী ওর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তো এমন নয়; ওকে বেঙ্গলে ফিরে আস্‌তে দিত না। একেবারে চির-কালের জন্যে লণ্ডনের চিড়িয়াখানায় রেখে দিত।

কালি। আচ্ছা কেদার! তোমার কি এখনো খৃষ্টানিটীতে বিশ্বাস আছে?

কেদার। আমার ওতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস নাই; কিন্তু সকল ধর্ম্মের চেয়েও ঐ ধর্ম্ম সত্যি বোধ হয়।

দোয়ারি। তোরা যে ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে পাগল হলি দেখ্‌ছি! তোদের আবার ধর্ম্মের প্রতি এত মন হলো কবে? ব্রান্‌ডি থাকে ত নিয়ে আস্‌তে বল। নিছক শুষ্ক কথা ভাল লাগে না। আজ্‌কে আবার এক ছিটেও গুলি টানা হয় নি।

কেদার। দোয়ারি! তুমি গুলিটা ছেড়ে দাও।

দোয়ারি। কেন বল দেখি! গুলির মত নেসা কি আর আছে নাকি?

কালি। আহা কি নেসা! চক্ষু ক্রমে ভিতরে ঢুকচে, পেট ক্রমে নাইখোগুলের নিচে অবধি ফুলচে, হাত পাগুলি টেনে ছিড়ে ফেলা যাচ্চে। মরে যাই আর কি!

দোয়ারি। আচ্ছা বাবা! এই ত এক জন ভদ্রলোক রয়েছে, এঁকে জিজ্ঞাসা কর না কেন, আমার শরীর কি এত মন্দ?

কেদার। না ভাই, গুলিটা খাওয়া বড় মন্দ, ওতে শরীর একবারে খারাপ হয়ে যায়। ওর চেয়েও একটু একটু মদ খাওয়া ভাল।

দোয়ারি। যে যা ভালবাসে সে তারি সুখ্যাৎ করে। তুমি যে বলচো মদ খাওয়া ভাল, তবে আমাকে বলতে হলো। (যদিও দুঃখের বিষয় আমিও একটু একটু লাল জল নিতান্ত অপছন্দ করিনা) আচ্ছা বলদেখি, পিলে, জগ্‌দ্‌, আমরক্ত এসকল, গুলি খেলে হয়, না মদ খেলে হয়?

কালি। মদখেলেই যে, পিলে জগৃদ হয়, তার মানে নেই। তা যদি হতো, তাহলে ইংরেজদের ভিতর কেহই জগৃদ্ ছাড়া থাকতনা।

কেদার। তাবলে তুমি যদি এখন্ নিছক্ সমস্ত দিন রাৎ ব্র্যাণ্ডি খাও, তাহলে কি তোমার ব্যায়রাম হবেনা? কিন্তু ডাক্তারেরা পর্য্যন্ত বলে, "অল্প পরিমাণে মদ্ খেলে ভাল বই মন্দ হয়না"।

দোয়ারি। তা আমি জানিনে, কিন্তু মদতো কেউ ভাল বলেনা। আর তাও বলি, খেতে গেলে অল্প খাওয়া যায় না। কিন্তু সে যাহোক্, গুলি খাওয়াত আমি কোন রকমে মন্দ বল্‌তে পারিনে।

কালি। আরে ছিঃ! ভদ্রলোকে গুলি খায়!

দোয়ারি। বাবা, তোমার সঙ্গে এর পর তর্ক করাযাবে, এখন

যদি কিছু থাকে তাহলে নিয়ে আস্‌তে বলো, আমারত বোকে বোকে গলা শুকিয়ে কাট্‌ হয়েছে।

কেদার। ওরে পেঁচো — (নেপথ্যে — আঁজ্ঞে যাই)।

কালি। তবে দোয়ারি! এখন কোথাহতে আগমন।

দোয়ারি। যেখান থেকে আগমন হয়ে থাকে। আজকে একবার মনে কর্‌চি ত বাড়ী যাব।

কালি। বাড়ী?

কেদার। তোমার বাড়ীর যে ভারি সৌভাগ্য দেখ্‌চি! স্ত্রীকে মনে পড়েছে নাকি?

দোয়ারি। রক্ষে কর মা! যে "জহরের" হাতে পড়িছি, তা-হলে কি সে আমাকে আস্ত রাখ্‌বে! ছুঁড়ি যেন আমায় কি করেছে! যথার্থ বল্‌চি, এত টাকা দি, তবু বেটির কিছু-তেই মন ওঠেনা। টাকার জন্যে ভারি খেঁচ্‌খেচানি লাগিয়েছে। তাই একবার বাবার কাছে গিয়ে কিছু টাকা নিয়ে আস্‌তে হবে।

কেদার। আচ্ছা তোমার বাপ্‌, টাকা দেবার সময় কিছু বলেন না?

দোয়ারি। তার ভেতরে অনেক কথা আছে। বরাবরিত মার কাছ-থেকে লুক্‌য়ে টাকা নিতাম, তারপর একদিন বেশীটাকার দরকার হওয়াতে বাবার লোহার সিন্দুক্‌টা ভেঙ্গেছিলাম।

কেদার। তার পর, তার পর!

দোয়ারি। ভেঙ্গে দুহাজার টাকার একটা তোড়া বের করে নিই। বাবা টের পেলেন, পেয়েত ভারি রাগ করলেন। আমাকে ধরতে হুকুম্‌ দিলেন। আমিত আস্তে আস্তে পিট্টান দিলাম। তার পর মা, অনেক করে বাবাকে বুঝিয়ে বল্লেন যে, যান আমাকে কিছু না বলেন। তার পর বাবা বল্লেন যে "আমি ওকে মাসে ১০০ টাকা করে খরচ দেব, কিন্তু

ও ষ্যান আমার বাড়ীতে ঢোকেনা, আর আমার সুমুখে বেরোয় না।" সেই পর্য্যন্ত আমি বাড়ী থেকে বিদায় লয়েছি, আর টাকার অভাব নেই, সুখেরো অভাব নেই; কিন্তু আজ কাল্ নাকি ১০০ টাকাতে কিছু হয় না, তাই একবার পিতা মহাশয়ের সঙ্গে দেখা কত্তে হবে।

কালি। আচ্ছা যখন ঐ ঘটনা হয়, তখন তোমার বিয়ে হয়েছিল ?

দোয়ারি। হঁ্যা, বোধহয় মাসখানেক বিয়ে হয়েছিল।

(পেঁচোর তামাক্ লইয়া প্রবেশ।)

কেদার। ওরে পেঁচো, কাল্‌কে যে বাক্সটা এসেছে, তাই থেকে টুটো ব্রাণ্ডি নিয়ে আয়। আর ফল্ টল্ কিছু নিয়ে আয়।

(পেঁচোর প্রস্থান)

আচ্ছা দোয়ারি ! আমি শুনেছি তুমি নাকি বিবাহপর্য্যন্ত আদতে তোমার স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করনি, একি সত্যি ?

দোয়ারি। সত্যি নাতো কি ? সেই বিবাহের সময় যে চার চক্ষুর মিলন হয়েছিল, সেই পর্য্যন্ত--

কালি। আচ্ছা, বিবাহের রাত্রি তুমি কেমন "এন্‌জয়" করেছিলে ?

দোয়ারি। আঃ ! সে আর জিজ্ঞাসা করোনা। তখন গুলিটা কিছু অধিক খেতাম। বিয়ে কর্‌তে বেরবার আগেত বাড়ীতে কশে দুচার ছিটে টেনে গিয়েছিলাম। তার পর ত ঢুল্‌তে ঢুল্‌তে সভায় গিয়ে বসলেম্। সকলে আবার আমাকে "কোয়েস্‌চন" জিজ্ঞাসা করে, আমিত কিছুতেই উত্তর কর্‌লেম না। আর জানিনে যে, কি উত্তর কর্‌ব, তার পরত ভাই শুন্‌লেম্, রাৎ দুকুর একটার সময় লগ্ন। আমারত পিলে অম্‌নি চম্‌কে উঠ্‌লো। সভায় চারি দিকে লোক, এক ছিটে

গুলি খাওয়া দূরেথাক, এক ছিলিম তামাকও খাওয়া ভার! তার পর কত কষ্টে লগ্ন উপস্থিত হলো। ছাল্‌না তলায় আমাকে দাঁড করালে। আর ভাগ্‌গিশ নাপিত বেটার সঙ্গে শড়্‌ ছিল, তাই চার চক্ষুর মিলনের সময়, নাপিত বেটা ধাঁ করে আমাকে এক ছিটে গুলি সেজে দিলে। বোধ হয় আগে থাকতে সেজে রেখেছিল। আর বেটা চাদরখানা বেশ্‌ করে আমার মাথায়, আর কোণের মাথায় মুড়ি দিয়ে দিলে। যদি কেউ দেখে বোলে, খুব মুখখাস্ত করে গালাগালি দিতে লাগ্‌লো। গালাগালির ভয়ে কেউ এগুলো না। আমিত বেশ্‌ করে শোষটান্‌টী টেনে নিলেম। তবে একটু সুস্থির হই। তারপরে অন্য অন্য স্ত্রীলোকদের সঙ্গে যে মজা, সে আর কি বল্‌বো। শেষে প্রদীপটা নির্বান পর্য্যন্ত হয়েছিল! সেই পর্য্যন্ত আমার এক খুড়্‌শাশুড়ীর সঙ্গে ভারি ভাব হয়ে যায়। সকলে টের পেয়েছিল যে, বাবা আচ্ছা জামাই!

কেদার। আচ্ছা বাসর ঘরে কি এমন মন্দ ব্যবহার হয়? ভদ্র-লোকের স্ত্রীদের চরিত্র কি এমন মন্দ? আমার্‌ত বিশ্বাস হয় না।

দোয়ারি। আমি কি তোমাকে মিথ্যা করে বল্‌চি!

কালি। আমি যতদূর জানি (কেন না আমারও একসময় বিবাহ হয়,) আর আমিও বাসর ঘর "এন্‌জয়" করিছি। কিন্তু আমি বল্‌তে পারি যে, বাসর ঘরে যে সকল স্ত্রীলোক যায়, সকলেরি যে চরিত্র মন্দ, তা নয়। কিন্তু তাও বলি, তাঁদের ভিতর অনেকে ফোচ্‌কে থাকে, আর কারো কারো চরিত্র মন্দ।

কেদার। আমাদের দেশের এ রকম বিবাহের প্রথা শুনলে,

বিবাহের প্রতি ঘৃণা জন্মে। আমি এই পর্য্যন্ত "প্রমিস্" কর্‌লেম যে, আর বাঙ্গালী মতে বিবাহ কর্‌বোনা।
(এই বলিয়া বিছানার উপর এক ঘুসো)

দোয়রি। এঃ এঃ ও কালি! কেদার টা নিতান্ত খেপেচে? ওতে আর পদার্থ নেই। (কেদারের প্রতি) বাসর ঘরে কেউ কেউ একটু আমোদ্‌ করে বোলে, তুমি কিনা একেবারে বাঙ্গালী বিয়ে কর্‌বে না! তুমি বাবা, এত সতি হলে কবে? এইতো পরশু দিন মুক্তার কাছে গিয়ে বিলক্ষণ মজা করে এলে, তাতে বুঝি দোষ নেই, আর ভদ্র ঘরের স্ত্রীলোকদের ভিতর একটু আদ্‌টু আমোদ কর্‌তেই যত দোষ।

।পেঁচোর বোতল লইয়া প্রবেশ।।

কেদার। দেখ দোয়ারি! তুমি বকোনা। তোমার মন যেমন, তুমি ভাব সকলেরি সেইরূপ। তুমি অন্য লোকের মনের ভাব বুঝ্‌তে পার না। আমি যদি কোন বেশ্যালয়ে যাই, (আমি জানি যে সে কাহার স্ত্রী নয়, তাহার স্বামী নাই) আর নাই যাই, তাহার চরিত্র কখন ভাল থাকবে না। আমার স্ত্রী নাই যে, অন্য স্ত্রীলোকের নিকট গেলে আমার স্ত্রীর প্রতি "অন্‌ফেৎফুল" হওয়া হবে, কিম্বা আমার স্ত্রী মনে দুঃখু পাবে। আর আমাদের মনে "ন্যাচুরেলি" যে সকল "এ্যাপিটাইটস্" আছে, তাদেরও "স্যাটিস্‌ফ্যাকশান্" চাই। আর যদিও আমি অন্য স্ত্রীলোকের নিকট না যাই, তথাপি আমার মনকে সম্পূর্ণরূপে মন্দ ভাব থেকে বিরত রাখ্‌তে পারি না। আর আমার মতে মনে ভাবা, আর কর্ম্ম করা প্রায় সমান। কিন্তু তাই বোলে, যে ব্যক্তি কোন নির্ব্বোধ অবলাকে ঘর থেকে, স্বায় স্বামীর কোলে থেকে, তার মা, বাপ, ভাই, বোন্ সকলের কাছ থেকে,

বার কোরে নিয়ে যায়, সমাজ থেকে জন্মের মত বিদায় লও-য়ায়, আর পরিণামে তাকে ত্যাগ করে, এমন ভয়ানক পামর পাশণ্ডের মুখোদর্শনও কর্‌তে নেই। যাহারা এমন কর্‌তে চেষ্টাও পায়, তাহারা ভদ্রলোকের মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। যেমন পাগ্‌লা কুকুর, পাগ্‌লা শেয়াল দেখ্‌লে, সকলে মেরে ফেল্‌বার চেষ্টা পায়, সেইরূপ এমন ভয়ানক লোক, সমাজের মধ্যে থাকিলে তাহাকেও সেইরূপ যত্নের সহিত সমাজ থেকে দূরকরে দেওয়া সকলেরি উচিত। আর এক কুলটা স্ত্রীলোকের সহিত বিবাহ অপেক্ষা, চিরকাল আইবড় থাকা সহস্রগুণে ভাল।

দোয়ারি। (কেদারের মাথায় থাব্‌ড়াতে থাব্‌ড়াতে) বস্‌ বস্‌ থামো বাবা, অত্যন্ত ভ্রান্ত হয়েছ। একটু জিরোও। কালি! কেদার আমাদের দ্বিতীয় কেশবসেন, কিম্বা "রেভা-রেণ্ট" কালাচাঁদ হয়ে পড়েছে!

কেদার। যাও যাও, দোয়ারি! তুমি ঠাট্টা করোনা, তোমার ঠাট্টা আমার ভাল লাগেনা। আমি যা বল্‌ছি, তা তুমি কি বুঝবে?

দোয়ারি। আমরা ভাই মুখ্‌খু সুখ্‌খু মানুষ। আমরা তোমার "লেকচার" কেমন করে বুঝ্‌বো বল।

কালি। যাক যাক ওসব কথায় কাজ নেই, এখন একটু গ্রেপের জুস্‌ পান করে মনকে শীতল করা যাক্‌।

(তিনটি গ্লাস পূর্ণ করিয়া কালি দণ্ডায়মান হইয়া)

যদিও আমরা দেখ্‌ছি যে, কেদার বিবাহ করবেনা, "প্রমিস" করিয়াছেন, তবুও আমরা নাকি জানি হরিহর বাবুর সুন্দরী কন্যা নলীনীর সঙ্গে অত্যন্ত অল্প দিনের মধ্যে বিবাহ হবে।

সেইজন্যে আমি কেদার বাবুর বিবাহের "অনারে ড্রিঙ্ক" করি, "এ প্রস্‌পারাস্ ম্যারেজ্-টু মিষ্টার কেদার" !

(কেদার ব্যতীত সকলের মদ্যপান)

কেদার। আমি জানি; সে বিবাহ হবে না। আমার ইচ্ছা ও নাই, বিবাহ কর্ত্তে। কিন্তু আমার দুই বন্ধুর বিবাহ হইয়াছে। আমি তাঁহাদের স্ত্রীর "হেল্‌থ্‌ড্রিঙ্ক"করি।

কালি। এইত বাবা, এদিকে বিবাহ করবেনা, বাঙ্গালী স্ত্রীলোক পছন্দ হয় না, আমাদেরো পছন্দ হয় না, কিন্তু আমাদের স্ত্রীকে তুমি বেসত পছন্দ কর!"বাইরনেরপ্রিন্সিপাল"কি জান "লাভ্ নট্ইওর নেবার্স, বাট্লাভইওর নেবারস ওয়াইভ্স।"

কেদার। "অল্ অনার ডিউ টু দি ফেয়ারার সেক্স।"

দোয়ারি। আর ইংরাজি কাজ কি বাবা, বঙ্গালা কথা কও। যা দুটো একটা বুঝ্‌তে পারি।

কালি। ওহে পাঁটা টাঁটা কিছু আছে ?

কেদার। প্রস্তুত নেই, বলত "অর্ডার" করে দিই।

দোয়ারি। সে কাজ্ নেই, তুমি মোছলমানের দোকান থেকে কিছু কাবাব্ আন্‌তে বলো। তা নাহলে পাঁটা তয়েরি কত্তে রাত্তির দুকুর হবে।

কেদার। কালি, তোমার কাবাব্ খেতে কোন "অব্জেক্সন"নেই ?

কালি। না "অবজেক্সন" নেই ; কিন্তু মোছলমান বেটারা পাঁটার নাম করে প্রায় গরু দেয় !

দোয়ারি। তুই বাবা, ওঠ. তোর মদ্ খেয়ে কাজ নেই। মা সরস্বতি খাবিনাত খাবি কি ? খাবি খাবি ?

কালি। খাবি খেয়ে কাজনেই, আর একটু একটু মধু ঢাল।

(দোয়ারি সকলকে ঢালিয়া দিয়া, সকলের সহিত

(গ্লাসে গ্লাসে ঠেকাইয়া মদ্যপান।)

কেদার। পেঁচো, মোছলমানের দোকান্ থেকে চার আনার কাবাব নিয়ে আয়।

[পেঁচোর প্রস্থান।

কালি। কেদার! তুমি ভাই বেস "সার্ভেণ্ট" পেয়েছ। আমাদের বাড়ীর চাকরগুলো পাঁটা পর্য্যন্ত ছোঁয় না! কি ছোট লোক, কি ভদ্র লোক, আজ্‌কাল কেউ বড় জাৎ মানেনা। কিন্তু এক একজন এখনো এমন হিঁদু আছে যে তারা দূর্গা নাম না লিখে জল খায়না।

কেদার। ক্রমে ক্রমে সকলি লোপ্ পাবে। সকলে টের পেয়েছে যে ইংরেজরা ক্রমে তেত্রিশ কোটি দেবতাকে একেবারে ভারতবর্ষ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। কাজে কাজেই লোকেরা দেখচে দেবতাদের পূজা করা, কেবল অরণ্যে রোদন!

দোয়ারি। তবে তোমার মতে হিন্দুধর্ম্ম কোন কাজের নয়?

কেদার। হ্যাঁ; ছেলেদের পুতুল খেলাবার কাজে আসতে পারে।

দোয়ারি। তুমি হিন্দুধর্ম্মের কি বোঝো?

কালি। তোমরা ততক্ষণ ঝক্‌ড়া কর, আমি সেই অবকাশে গলাটা একটু ভিজিয়ে নেই।

কেদার। হিন্দুধর্ম্ম মিথ্যা এ "প্রুভ" করা এত সহজ, যে আমি তোমার সঙ্গে ও "সাব্‌জেক্ট" তর্ক করা "ওয়ার্থ হোয়াইল" না মনে করে, কালির মতে মত দিয়ে যাতে "বটল" শাগ্‌গির "ফিনিস্‌ট" হয়, তাতে আমি যত্নবান হলেম।

দোয়ারি। আমার একলা বকা নিতান্ত পাগ্‌লামি, ভেবে আগে থাকতে আমার গ্লাস পরিপূর্ণ করলেম।

(সকলে "ব্রাভো ব্রাভো" সকলের মদ্যপান) পেঁচোর চাট লইয়া প্রবেশ এবং কল্‌কে লইয়া প্রস্থান।।

দোয়ারি। সে দিন ভারি মজা হয়ে গিয়েছে।

কালি। কি রকম?

দোয়ারি। সে দিন আমি কালেজ ষ্ট্রিটের কাছ দিয়ে আস্‌চি, দেখিনা অনেক লোক একত্র হয়ে এক জন সাহেব আর এক জন বাঙ্গালীকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। আমি মনে কল্লেম, কাণ্ডখানা কি দেখ্‌তে হবে। এই মনেকরে একজনের বগলের ভিতর দিয়ে দেখি না, যিনি সাহেব তিনি হাত পা নেড়ে চক্ষুঃ আকাশ দিকে করে বল্‌চেন, "আইস ভেড়া টিড়ি গণ টোমাডেড় অণ্ডকাড় হইটে, আলোকে লইয়া যাই। টোমড়া কুসংস্কাড়-কূপে পড়িয়া খোঁড়া হইয়া গিয়াছ। আইস তোমাদের পায়ের ব্যথা ভাল করি"। সাহেব যখন এই সকল কথা বল্‌ছেন, তখন গোটাকত মুটে মজুর সাহেবের দুই চক্ষেঃ দুই মুটো ধুলো দিয়েছে আর রেভারেণ্ট বাঙ্গালী যিনি ছিলেন তাঁর টুপি কেড়ে নিয়ে মাথায় এক মুটো ধুলো মাখিয়ে দিয়েছে, আর সকলে "হরিবোল হরিবোল" বলে চিৎকার করে চলে গেল।

কেদার। তুমি কেন তাদের এমন ব্যবহার কর্ত্তে বারণ কর্‌লেনা?

দোয়ারি। কাদের বারণ কর্ব্বো?

কেদার। কেন রাস্তার লোকদের?

দোয়ারি। এটা কোথাকার পাগোল হে! আমি বারণ কল্লে কি এত রগোড় হতো?

কালি। তুমি যদি বারণ কর্ত্তে, তা হলে তোমাকেও খৃষ্টান ভেবে, তোমার মাথায় ও চোকে ধুলো দিতো।

দোয়ারি। তার আর ভুল আছে। যে মরে, সে মর্‌বে। আমার মাথা ব্যথায় দর্‌কার কি?

কেদার। তোমার কি "লজিক্"! তুমি বোলে নয়, প্রায় সকল

বাঙ্গালীই তোমার মতো "থিঙ্ক" করে।

দোয়ারি। যারা তোমার মত পাগোল, আর যারা খৃষ্টান্‌দের গোঁড়া, তারাই তোমার মত ভাবে।

কালি। "ডোয়ারি, ইওর আরগুমেণ্ট মিমস টু বি ভেরি রিজনেবেল্‌, দেয়ার ফোর ইউ মাষ্ট প্লীজ মি ইন্‌ এ গ্ল্যাস অফ্‌ ব্র্যাণ্ডী"। কালি এবং দোয়ারির মদ্যপান।

কেদার। (স্বগত) আমার এদের "কম্প্যানী" তে "মিকস" করা উচিত নয়। এরা একটাও ভাল "থট এপ্রিসিএট্‌" করতে পারে না। এরা খালি মদ খাবে, মাতলামী করবে এই জানে। পৃথিবীর মন্দ ব্যতিরেকে, ভাল করতে জানে না। এদের "বিস্‌ট" বল্লেও বলা যায়, মানুষ বল্লেও বলা যায়। ভদ্র লোকের যে কি "ডিউটি" কিছুই জানে না। এদের কোন "প্রিন্‌সিপল্‌" নেই। যাদের "প্রিন্‌সিপল" নেই, যারা সমস্ত দিন রাত "ব্যাড থট্‌স্‌" "ব্যাড একসন্‌স" নিয়ে আছে, যাদের মন "হেল্‌" লের চেয়েও "ডার্ক" আর "টেরিবল্‌"; তাদের সঙ্গে কোন ভদ্র লোকের বেড়ান উচিত নয়! আমি কি "আন্‌ফরচুনেট" কি "মিজারেবল" যে এমন "কম্প্যানি" তে আমাকে "মিক্‌স" করতে হয়। আর কি সেই ছেলেব্যালাকার "কম্প্যানিয়ন্‌স" পাব? আর কি ছেলেব্যালাকার "সিম্‌প্লিসিটি" আর "থট্‌ লেসান্স" আমার মনকে শীতল করবে? (দীর্ঘনিশ্বাস)

কালি। কি হে! তুমি যে দুই তিন গেলাস খেয়েই নিঝ্‌ঝুম্‌মেরে গেলে। আর একটু খাওনা? (মদের গ্ল্যাস কেদারের মুখের নিকট দেওন) এবং কেদারের মদ্যপান।

"ওএল" কেদার! তোমার বিবাহের কি হলো?

কেদার। আমার বিবাহ করবার ইচ্ছা নাই। বাবাকেও আমি

করেছি যে, বিবাহ করা আমার পক্ষে এখন ভাল নয়!

দোয়ারি। আমার শালির সঙ্গে না তোমার বিবাহর সম্বন্ধ হচ্চে?

কেদার। হচ্ছিল বটে, কিন্তু এখন সে সম্বন্ধ ভেঙ্গে গিয়েছে।

কালি। তুমি বিবাহ কর্বেনা কেন?

কেদার। আমি বিলাতে যাব।

কালি। বিলাতে যাবে? (সকলের গ্লাসে মদ ঢালিয়া)" হ্যাপি সাক্‌সেস্‌ টু ইওর আন্‌ডার টেকিং"

(সকলের মদ্য পান)

দোয়ারি। আর কেন বাবা বিলাতে মত্তে যাবে। এখানে কি "ইংলিষ্‌ লেডিস্‌" নাই?

কেদার। সকলেই কি বিলাতে "ইংলিষ্‌ লেডিস্‌" এর জন্যে যায়?

দোয়ারি। তার আর ভুল আছে!

কালি। (সকলের গ্ল্যাস পূর্ণ করিয়া) "লং লিভ্‌ আউয়ার হ্যাপি ব্র্যাইড্‌ গ্রুম্‌ এ্যাণ্ড ইংলিষ ব্র্যাইড" (সকলের মদ্য পান)

দোয়ারি। বাবা! কে "থিয়েটার" শুন্‌তে যাবে বল?

কেদার। কোথায় "থিয়েটার" হবে?

কালি। যোড়াসাঁকর "থিয়েটার" কিন্তু আচ্ছা! এত "থিয়েটার" শোনা হয়েছে, কিন্তু অমন জম্‌কাল্‌ "থিয়েটার" কোথাও শোনা হয়নি।

দোয়ারি। যা বল যা কও, কিন্তু আমারত "থিয়েটার" ভাল লাগেনা। তাও বলি, নাটক ভাল না হোলে "থিয়েটার" ভাল হবে কেমন করে? এখনকার নাটক সকল প্রায় এক প্রকার। এখন

দে'বে, "স্ক্রীন্" উটতেই একজন নট আর নটী উপস্থিত। নট বল্লেন, প্রিয়ে একটী গীত গাওত। প্রিয়ে একটু কাকুতি মিনতির পর অমনি "ই-ই-করে সুর ধর্লেন।

কালি। "ও ইয়েস্ ও ইয়েস্" "পার্ ফেক্টলি রাইট্"। দোয়ারি। "হিয়ার হিয়ার"।

কেদার। আবার দেখ, সকল নাটকেই একটু একটু কবিতার বুকনি আছে। নাটক লেখবের "অব্জেক্ট" হচ্চে, যা যথার্থ ঘটে তাই রিপ্রেজেণ্ট করা। মুখে মুখে কেহই কখন "পইটি্তে" কথা কয় না। আর প্রায় সকল নাটকেই একটী করে বিদুষক লেগেই আছে। দুই একখানি ছাড়া এখনকার প্রায় সকল নাটকই পাগলামি!

দোয়ারি। "হিয়ার হিয়ার! অতএব এস সকলে এক এক ঢোক অমৃত পান করা যাক। (সকলের মদ্যপান)

দোয়ারি। কে "থিয়েটার" দেখ্তে যাবে বল?

রাগিণী সুরট্ মোল্লার তাল খেমটা।

কালি। "করুনা ময়ি মা—তোমায় ভাতে দিয়ে খাব।"

কেদার। টিকিট কোথায়?

কালি। "তেল চাইনে নুন চাইনে—চট্কে মট্কে খাব"

দোয়ারি। (দণ্ডায় মান হইয়া) নাচিতে নাচিতে এবং হস্ত নাড়িতে নাড়িতে) "করুণা ময়িমা—তোমায় ভাতে দিয়ে খাব।

(কালি এবং দোয়ারি) "তেল চাইনে নুন চাইনে চট্কে মট্কে খাব"

কেদার। (স্বগত) এরাত সকলে তয়েরি হয়েছে দেখ্ছি।

দোয়ারি। প্রিয়ে নটী! একবার সভায় এস, তোমার সঙ্গে সকলে আলাপচারি কর্‌বেন।

কালি। (চাদর খানি ঘোমটার মত করিয়া মাথায় দিয়া, দোয়ারির দাড়ি ধরিয়া) কি বল্‌ছো প্রাণ?

দোয়ারি। প্রি-প্রি-প্রিয়ে! তুমি এই সভাতে ভদ্র লোকদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর, একটী গীত গাও।

কালি। ই-ই-ই—

কেদার। ওহে! তোমরা পাগল হলে নাকি?

কালি। "রোম্যান্‌স্‌ কাণ্ট্রিমেন, এ্যাণ্ড লভারস্‌" আমার ফ্রে-ফ্রে ফ্রেণ্ড" যা বল্লেন, আমি তাতে সেকেণ্ড কল্লেম।

দোয়ারি। হিয়ার! হিয়ার! অর্ডার! ডিজর্ডার! আমি ওতে "থার্ড" কল্লেম।

কেদার। ওহে! তোমরা "থিয়েটার" দেখতে যাবেনা?

দোয়ারি। ও ইয়েস্‌! আমি যাব।

কেদার। দোয়ারি! যদি "থিয়েটার" দেখতে যাওয়া যায়, তা হলে টিকিট কোথায়?

দোয়ারি। আমি দেব, তোমার কিছু ভাবনা নাই চাঁদবদনি!

কেদার। কৈ, দ্যাও দেখি?

দোয়ারি। তো- তো -মায় আমি-স-সব দিতে পারি। এই নাও -টিকিট নাও--এই নাও আ-আমার চা-চাদর নাও; এই নাও আ-মার ষ্টিক্‌ নাও এই নাও আ-আমার কা-কাপড় নাও।

(উলঙ্গ হইতে উদ্যত)

কেদার। "হোয়াট্‌স্‌ দ্যাট্‌" "হোয়াট্‌স্‌ দ্যাট্‌" চল চল সকলে উঠ। দেরি করে গেলে "সীট্‌" পাওয়া যাবে না। (স্বগত এদের বিদেয় কত্তে পাল্লে বাঁচা যায়।

কালি। আ—আমি হরকালির কাছে যাবো, আমাকে-তো তো-তোমরা ছেড়ে দাও।

কেদার। আচ্ছা চল হরকালির কাছে যাই। কিবলো দোয়ারি?

দোয়ারি। বেশ্ বেশ্! অতএব আমি ফিরিয়ে নেই আমার বস্‌বরে স্থান।

কেদার। আবার বস্‌লে কেন হে?

দোয়ারি। আমি বা--জহরের কাছে যাব।

কেদার। আচ্ছা তাই চল, বসে থাক্‌লে আর কি হবে? (কেদার কালিকে ধরিয়া উত্তোলন এবং সকলের গাত্রোত্থান)

(সকলের গমন এবং দোয়ারির গীত।

"হরিবোল হরিবোল বোলে কে যায় নদের বাজার দিয়ে"

(যবনিকা পতন।)

- ০⊂⊃০(*)০⊂⊃০ -

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

[চোরবাগান হরকালির গৃহ।

হরকালি এবং তাহার মাতা আসীন।

হরকালির-মাতা। আমি যা বলি তাত তুই শুন্‌বি নে! তোর আপনার কথাই বেম্মান্তর। কথায় বলে "আমি মরি ঝি ঝি করে, ঝি মরে ভাতার ভাতার করে" তাই হয়েছে তোর।

হর। কি কর্ব্বো তাই বল না কেন? আমি অমন সুধু সুধু মুখ নাড়া সইতে পারি নে।

হর-মা। কেন? মুখে কি কথা নেই, বল্‌তে পারনা আমার এটা-ওটা—চাই? এই কত দিন ধরে মনে কচ্চি কালি ঘাটে গিয়ে একবার মার মুখখানি দেখি। এ আজপর্য্যন্ত আর হলো না! তুই যদি মুখ ফুটে না বলিস্‌, আমি বল্‌বো নাকি? আজ দশ টাকা চেয়ে নিস্‌।

হর। তার কাছে যদি টাকা না থাকে?

হর-মা। টাকা না থাকে? ওমা আমি কোথায় যাব! এমন পাগল মেয়ে কেউ কখন দেখেচো গা! কালি বাবু তোকে রেখেচে। ব্রজগোপাল কেবল ফাঁকি দিয়ে রোজ রোজ মজা করে যায়। যদি সে কালে ভদ্রে দু পাঁচ টাকা না দিতে পার্‌বে, তবে তার এখানে আসার কি প্রয়োজন? তুই কি কেবল ভূতের ব্যাগার খাট্‌বি নাকি? দেখ্‌ হর! তুই যদি অন্য লোকের কুমন্ত্রণা শুনে আমার কথা তাচ্ছল্যি করিস্‌, তা হলে তোর দুঃখে শেয়াল কুকুর কাঁদ্‌বে। কথায় বলে "গুরুর কথা না শুন্‌লে কানে, প্রাণ যাবে তোমার হেঁচ্‌কা টানে" তুই দেখিস্‌, দেখিস্‌!

হর। আচ্ছা আজ না হয় কাল্‌কে বল্‌বো।

হর-মা। এর আবার আজ্ কাল কি? টাকা নেই টাকা চাবি, যে দিতে পার্‌বে সে থাক্‌বে। যে না দিতে পার্‌বে, সে পথ দেখ্‌বে। তোর ঢং দেখ্‌লে লোকের গায় জ্বর আসে। বুড় মাগি হলি এখনো আক্কেল হলো না?

হর। হেঁগো হেঁ—আমি বুড়ো, তোমার মত যুবতী ত আর নেই? আমার যা ভাল বোধ হয়, তাই আমি কর্‌বো, তুই যা।

হর-মা। বলি হেঁলা হর! তোর যে বড় চোপা হয়েচে দেখ্‌চি? আমাকে অমন করে বলিসনে, মুখে কুড়িকিষ্টি বেরুবে?

হর। কি বল্লি? মুখে কুড়িকিষ্টি বেরুবে? হেঁলা সর্ব্বনাশি? তুই জানিস্‌নে তুই কে? আমি যদি তোর পেটে হতেম, তা হলেও তুই আমাকে অমন শক্ত শক্ত কথা বল্‌তে পাত্তি-স্‌নে। তুই কি না চাক্‌রাণি! হলি ছোট লোক, ছোটজাত। আমার এম্‌নি পোড়া কপাল যে, তোকেও আমার মা বল্‌তে হয়!!

হর-মা। আচ্ছা বাবু আচ্ছা, তোমার ঘর শংসার নিয়ে তুমি থাকো, আমি চল্লেম। কিন্তু বাবা তোমার নাকের জলে চকের জলে হবে! (হরকালির মাতার প্রস্থান)

হর। (স্বগত) কি আশ্চয্যি! আগে মনে করেছিলেম যে কত সুখে থাক্‌বো, কত টাকা রোজ্‌গার কর্ব্বো। নিত্তি নিত্তি নতুন মজা কর্‌বো। কিন্তু সে সকল চুলোর দোরে গেল! এখন কিনা যে মাগী চাক্‌রাণি ছিল, তার লাতি ঝাঁটা খেতে হচ্চে! কিন্তু কি কর্‌বো আমার দোষ নেই। বিয়ে হলো একটা বুড়োর সঙ্গে। বচর ফিরে আসতে না আস্‌তেই বুড়ো গেল মরে! বাপের বাড়ীর লাঞ্ছনার আর শেষ

রইল না; একটা চাকরের সঙ্গে হেঁসে কথা কয়েছিলাম বোলে, দাদা মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দিয়ে ছিলেন। তাতেই এই নাপ্‌তেনি মাগির কুহকে পড়ে আমি এই পথ নিলেম। এখন কি না একে মা বলতে হচ্চে, ওর গালাগালি সহ্য কর্‌তে হচ্চে! কবে যে এ ছার কপালে পোড়া আগুণ লাগ্‌বে, তা আর বল্‌তে পারিনে। এখুনি এই, এর পরে যে কপালে আরো কত কি আছে, তাও বলে জানাতে পারিনে। (দীর্ঘ নিশ্বাস) (আরশি লইয়া কিয়ৎক্ষণ পরে) আমার চেহারা খানা নিতান্ত মন্দ নয়। যদিও একটু কাল বটে, কিন্তু কৃষ্ণও ত কাল ছিলেন, তবে কেমন করে অত গোপিনীর মন হরণ করেছিলেন! আমার নাকটি বেস যদিও একটু ছোট্ট আর অল্প মোটা বটে, কিন্তু যেমন মুখ তাতে মানিয়ে গিয়েছে। মুখ চোকেরত কথাই নেই চোক একটু ট্যারা, কিন্তু স্ত্রীলোকের ডান চোক ট্যারা হওয়া সুলক্ষণ। সে যাহোক, আমার কি খাসা চুল! যদি মাথাঘসা দেওয়া তেল মেখে মদ্ধের চাড্‌ডি চুল না উঠে যেতো, তাহলে কি খাসা দেখ্‌তে হতো! হঠাৎ যদি আমাকে কেউ দ্যাখে, তাহলে নিশ্চয় মোহিত হয়ে যায়। তা না হলে কালি বাবু আমাকে দেখা পর্য্যন্ত, একেবারে পাগলের মত হয়ে যায়! আমাকে চোক (ঘুর্ণায়মান) ঘুরালে কিন্তু চমৎকার দেখায়। (চক্ষুঃ ঘুর্ণায়মান) মা মাগি বলে কি না আমি বুড়ো হইছি! তিরিশ, বত্রিশ, বচরে কেউ কখন আবার বুড়ো হয়? তাতে আবার স্ত্রীলোকের বয়েস!

নেপথ্যে-এই--এই-হর-ও-ও কালি এই ও-দ-দ-দরজা খোল্?—

হর। কেগা? এযে ভারি রঙে এসেছে দেখ্‌চি! কে বল, তবে দরজা খুলে দেব?

নেপথ্যে - "ইউ ষ্টুপিড্"— আমি-আমি আমরা।

হর। তুমি কে? তোমরা কে?

নেপথ্যে। (বিকট স্বরে) "তুমি কে - তোমরা কে!" তোমার ভাতার —

হর। কালি বাবু?

নেপথ্যে। (বিকট স্বরে) "কালি বাবু!"

হর। আর কে?

নেপথ্যে - (অন্য এক স্বরে) কু-উ-উ —

হর। (দ্বার উদঘাটন করিয়া) উটি কে? কোকিল পাকি নাকি?

(দোয়ারি, কালি, এবং কেদারের প্রবেশ।)

দোয়ারি। (কু-কু-করিতে করিতে হরকালির সম্মুখে মুখোব্যাদন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান)

হর। কালি বাবু! এটীকে কোথাথেকে ধরে নিয়ে এলে? রাজেন্দ্র মল্লিকের চিড়িয়াখানা ত কাছেই আছে, এমন যায়গা থাকতে এখানে নিয়ে এলে কেন? যদি কিচ কিচ্ কোরে আঁচ্ড়ায়, কাম্ড়ায়, তা হলে শিক্‌লি কোথায় পাব?

দোয়ারি। আর শিকলিতে কায নেই বাবা! তোমার রূপেতে অধীন্‌কে এম্‌নি বেঁধেচো যে, যদিও কিচ্ কিচ্ করি তাহলে তোমার ঐ শ্রীচরণে পড়েই কর্ব্বো!

হর। মরি মরি তোমার বালাই নিয়ে মরি!

দোয়ারি। শাঠ্! ষষ্টির দাস, বাবাঠাকুরের দাস, মা ঠাকুরের দাস। অমন কথা বল্‌তে আছে? তুমি মলে এত রাত্তিরে আমরা কার কাছে মর্ত্তে যাব? (পদধুলী হরকালির মাথায় অর্পণ করিয়া) চিরজীবী হও। আমার বগোলে যত চুল তত তোমার প্রমাই হোক্। হাতের নোয়া ক্ষয় যাক্।

হর। মরণ আরকি! এতো ভাল জ্বালাতন করলে গা! রাস্তার যত ধূলকাদা মাথায় দিলে!

দোয়ারি। বাবা! আমি ব্রাহ্মণের ছেলে, তাতে কোন দোষ নেই।

হর। ব্রাহ্মণই হও, আর শুদ্দুরই হও; তা বলে আমার মাথায় ধূলো কাদা দেবে? আমার মাথা কি আঁস্তাকুড়? যেমন রূপ তেমনি গুণ!

দোয়ারি। কেন মন্দটা কি দেখ্‌লে? আমাকে কি পছন্দ হয় না? (মুখোব্যাদন করতঃ হরকালির দিগে আগমন)

হর। সর সর। আমার অমন রূপ হলে আমি এক গাছি দড়ি আর কলসি নিয়ে ডুবে মত্তেম।

দোয়ারি। তবে তুমি এখনও বসে আছ কেন?

কালি। আঃ দোয়ারি কি করিস? হর ব্র্যাণ্ডি বোলাও। জল্‌দি ব্র্যাণ্ডি বোলাও।

হর। বেস্ ত তয়ের হয়েছো, আর ব্র্যাণ্ডি কাজ কি?

কালি। না, না, ব্র্যাণ্ডি বোলাও।

হর। (উচ্চৈস্বরে) ও ভবি! ভবি! মাগি গেল কোথায়? (দ্বারের নিকট গমন পূর্ব্বক, উচ্চৈস্বরে) ওলো ভবি—ও ভবি। মাগি মরেছে। তোমরা বোসো আমি তাকে ডেকে নিয়ে আসি। (হরকালির প্রস্থান)

কেদার। কালি, তোমার কি পছন্দ! এ যে ঠিক জ্বোলার পেৎনি। একে আবার তুমি মাইনে দিয়ে রেখেছ?

কালি। আরে দূর! কালো হলে কি হয়? বাবা—

দোয়ারি। মুখে আগুণ তোমার।

(হরকালির প্রবেশ)

কালি। "কাম্ এ্যাণ্ড সিট্ বাই মি"।

হর। আ মলোরে!

কেদার। কি হয়েছে?

হর। দেখুন দেখি মশাই! মাগিকে রাখা অবধি দেখ্লামনা যে, কোন দিন এক ডাকে উত্তর দিলে: আর যদিও কখন উত্তর দ্যায়, তা হলে য্যান কাম্‌ড়ে খেতে আসে! মাগির ঠ্যাকারে মাটিতে পা পড়েনা। অনেক অনেক চাকরাণি দেখিচি, বাবু এমন বজ্জাৎ মেয়ে মানুষ কোনখানে দেখিনি।

কেদার। এখন এক্‌বার তাকে ডাক, তামাক দিয়ে যাগ। তোমরা যে মদ আস্তে বল্‌চো, এখন মদ পাবে কেন? এত রাত্তিরে যে, সমুদায় দোকান বন্ধ হয়ে গিয়েছে?

কালি। "ওঃ নো"!

দোয়ারি। এত দিন কোল্‌কাতায় থেকে বুঝি এ জান না?

কেদার। কি বল দিকি?

দোয়ারি। সকল দোকানেই একটা কোরে প্রাইভেট্‌ দরজা থাকে, সেই খানে দু এক জন লোক নিয়ত দাঁড়িয়ে থাকে। যদি কেউ মদ নিতে যায় কি খেতে চায়, তাকে আস্তে ২ সেই দরজা দিয়ে নিয়ে যায়।

কেদার। প্রাইভেট্‌ দরজা খোলা থাকে না দেওয়া থাকে?

দোয়ারি। দেওয়া থাকে। বাইরের লোকেরা ইসারা কল্লেই অম্‌নি ভেতর থেকে এক জন খুলে দেয়।

কেদার। "ওপ্‌ন্‌ সি সম্‌" নাকি?

দোয়ারি। প্রায়।

কেদার। আচ্ছা পুলিষে এর কিছু জানে?

দোয়ারি। কেন জান্‌বে না? ইনিস্‌পেক্টারদের সুমুক দিয়ে "কে ডাকে কে ডাকে" বোলে রাত্রে বিক্রি করে, ওরা কিছুই বলে না।

কেদার। তবে আমাদের দেশের পুলিষ তো চমৎকার! কেবল পীড়নের সময় তৎপর!

দোয়ারি। বাবা চুপ কর। আমাদের ও সকল কথায় কাজ নেই।

(ভবর প্রবেশ।)

ভব। কি আজ্ঞে হবে বলো?

কালি। এক বোতোল দু নম্বরের একুশা নিয়ে এস। এই দুটো টাকা ন্যাও।

(ভবর প্রস্থান)

দোয়ারি। এক ছিলিম তামাক দিতে বল্লেনা?

হর। আর ওমাগিকে ডেকে কাজ নেই। আমি তামাক সাজ্‌ছি।

(হরকালির কল্‌কে লইয়া প্রস্থান)

দোয়ারি। আমার ত নেশা সব ছুটে গিয়েছে।

কেদার। আমার ত নেশা প্রায় হয়নি।

কালি। "ও ইএস্‌"। আমারও নেশা আদতে নেই।

(হরকালির কল্কে লইয়া প্রবেশ।)

দোয়ারি। চাবুক্‌ লাগান যাক্‌ বাবা!

(ধুম পান)

কেদার। ও হে চাটের কি হবে বল দিকি?

হর। আমার কাছে গোটা কত নেবু আছে দিচ্চি।

কালি। তাতে হবে না। আমার খিদে পেয়েচে, কিছু জল খাবার চাই।

কেদার। আচ্ছা তোমরা বোসো, আমি নিয়ে আশ্চি।

কালি। চল সকলে যাই।

দোয়ারি। বেশ কথা।

(কালি, দোয়ারি এবং কেদারের প্রস্থান।)

হর। (স্বগত) পুরুষ মানুষ কেমন স্বাধীন জাৎ! যারা এসেছিল, বোধ হয় সকলের ঘরে স্ত্রী আছে, কিন্তু তবুও কেমন মজা কর্‌চে। (কিয়ৎক্ষণ পরে) পান গুলো সাজি, আবার বাবুরা এখুনি আস্‌বে (*পান সাজিতে সাজিতে গীত*)

রাগিণী বাহার বাগেশ্বরী—তাল আড়াঠেকা।

বল সখি অরসিকে কি জানে প্রেমধন হায়!
মুখে কি বলে সকলে অনুভবে বোঝা যায়।
কোথায় এ শোনা যায়, অবলা মুখ ফুটে কয়,
প্রেম করিব আয় আয়, শুন্‌লে সখি হাঁসি পায়॥

(নেপথ্যে। সাবাস্‌ বাবা! সাবাস্‌!

(অন্যস্বরে)। প্রাণ কেড়ে নিয়েছ বাবা!

হর। এলে?

(নেপথ্যে)। হেঁ-বা-দ-দরজা-খো-খোল!

(হর কর্ত্তৃক দ্বার উদ্ঘাটন) দুই মাতালের প্রবেশ।

হর। তোমারা কেগো?

১ম মা। আমরা বিদেশী বাবা। তোমার কাছে আজ অতিথ হলেম।

হর। তোমরা বাবু এখান থেকে যাও। আমার মানুষ এখনি আস্‌বে। সে এলে আর রক্ষে রাখ্‌বে না

২য় মা। বাবা! সেকি তোমার মানুষ, আর আম্‌রা কি তোমার এঁড়ে?

হর। সত্যি সত্যি তোমরা শীগ্‌গির যাও। ঐ তারা আশ্‌চে বুঝি!

১ম মা। বাবা! তোমাকে একলা রেখে যে আম্‌রা যেতে পারিনে?

(নেপথ্যে) "কোন্ হায় রে, শূয়ার কি বাচ্ছা! আবি মুণ্ডু লেঙ্গে রও শালে"।

(দোয়ারি, কালি, এবং কেদারের প্রবেশ)

১ম মা। কে বাবা তোমরা?

কালি। তুই শালা কে? তুই আমার ঘরে আসিস্ তোর এত বড় যোগ্যতা! হর, এরা এলো কেমন করে?

হর। তোমার নাম করে দরজা ঠেল্‌তে লাগ্‌লো, আমি ভাবলেম বুঝি তোমরা এলে। তাই দরজা খুলে দিলেম। তার পর দেখি না, দুই নব কার্ত্তিক এসে উপস্থিত!

২য় মা। মেয়ে মানুষ রসিক আছে বাবা!

দোয়ারি। পাজি অন্তজ্, ছোট লোক বেটারা! এখনও বল্ উঠ্‌বি কি না? এখনও বল!

১ম মা। চোপ্‌রাও শালে! তুই জানিস নে আমি কে! আমি টেলিগ্রাপ্ আপিসে কর্ম্ম করি, কুড়ি টাকা মাইনে পাই, তুই আমাকে গালাগালি দিস্! তোর প্রাণে একটুও যে ভয় নেই দেখ্‌চি! আম্‌রা কাঁসারি পাড়ার ছেলে। ডাক্-সাইটে নাম বাবা। মেচোবাজার থেকে সোনাগাছি পর্য্যন্ত সব বেটির সঙ্গে আলাপ, আমাদের সঙ্গে আবার চালাকি! (তাকিয়া ঠেসান দিয়া শয়ন)

দোয়ারি। তবে কেদার, বেটাদের একবার শামচাঁদ দেখান যাগ?

কেদার। ওরা ছোটলোক, ওদের মেরে কি হবে? আর আম্‌রা তিন জন ওরা দু জন বই ত নয়, মনে কল্লেই মারা যায়। আর ওরা এম্‌নি মাতাল হয়েছে যে, দাঁড়াতে পার্চ্চে না। (মাতালদের প্রতি) বলি তোম্‌রা উঠে যাও না, গোল কর্‌চো কেন?

২য় মা। হা! হা! ওরে ভগা! এ শালা বলে কি রে? ওঠ্‌তো একবার বোনাই বলে ছাড়াই। (সকলের মারামারি)

হর। ওমা কি হলো! ওমা কি হলো! ওগো তোমরা আর ওদের মেরো না।

২য় মা। পাহারা ওয়ালা, পাহারা ওয়ালা! মেরে ফেল্লে রে, যাই!

১ম মা। ওরে আমি ছুতোর। তেলিগ্রাপ আপিসে কর্ম্ম করিনে। বাবা আমায় ছেড়ে দে, আমি যাচ্চি যাচ্চি! মলুম মলুম!

দোয়ারি। বাহার শালা বাহার! বাহার শালা বাহার!

কালি। (দ্বারের পাস হইতে) মারো বেটাদের। "ষ্ট পিড্‌ র‍্যাস্‌কেল্‌স্‌"!

(দুই মাতালের পলায়ন)

কেদার। ভারি আপদ্‌!

দোয়ারি। দেখ দিকি! ছোট লোকের গালাগালি কি সহ্য হয়?

কেদার। কালি গেল কোথায়?

কালি। (এক কোন হইতে) বেটারা কি গিয়েছে?

(সকলের হাস্য)

কেদার। তারা গিয়েছে। তুমি এখন ওর ভেতর থেকে বেরিয়ে এসো।

কালি। আমি আর একটু হলেই বেটাদের মেরে ফেলেছিলেম আর কি। কিন্তু মিছে মিছি ছোট লোকদের সঙ্গে মারা মারি কর্ব্বো, তাই একটু আড়ালে দাঁড়িয়েছিলেম।

দোয়ারি। এক বেটার চোকে এমনি এক ঘুশো মেরেছি, বোধ হয় তাঁর আর সে চোক দিয়ে তাকাতে হবে না।

কালি। আমিও বড় কশুর করিনি। এক বেটা যেই দরজার কাছে এসেছে, অমনি দরজার ফাঁক দিয়ে তার পেটে এমনি ঝেঁটার কাটি দিয়ে প্যাঁক করে ফুটিয়ে দিয়েছি যে, বেটা অমনি "বাপ্‌রে" করে ঘরের ভেতর থেকে দৌড়ে পালিয়েছে।

দোয়ারি। আমার ত নেশা একেবারে ছুটে গিয়েছে।

কালি। ওহে দরজা টা দিয়ে বোস, বেটারা এসে আবার উৎপাৎ কর্ব্বে।

দোয়ারি। এবার এলে কি বেটাদের আস্তো রাখ্‌বো?

কেদার। দোয়ারি! তোমার শরীর ঐ, কিন্তু সাহস আছে ত?

দোয়ারি। আর ভাই ঐ কাজ করে বুড় হলেম। মারা মারি ত হচ্চেই। সে যা হোক কিন্তু ঐ বুঝি ভব আশ্চে, প্রাণটা ঠাণ্ডা করি।

(ভবর প্রবেশ।)

ভব! এই নাও বাবু। এত রাত্তিরে কি পাওয়া যায়! কত হাঁকা হাঁকি, ডাকা ডাকি করে তবে এনেছি। আর দরকার হলে কিন্তু বাবু আমি আস্তে পার্ব্বো না।

হর। তুমি মদ আস্তে পার্ব্বে না, কোন কাজ কর্ত্তে পার্ব্বে না; তবে তোমার মুখ দেখ্‌তে তোমাকে রাখা হয়েছে নাকি?

ভব। না রাখ্‌তে চাও আমাকে জবাব দাও, আমি চলে যাই। তা বলে আমি এত রাত্তিরে শুঁড়ির দোকান আর ঘর কর্ত্তে পারি নে।

হর। আচ্ছা এই নে তোর মাইনে নে।

[বাক্স খুলিয়া টাকা দিতে উদ্যত]

কেদার। আঃ! তুমিও কি খেপ্‌লে? ও বুঝতে পারিনি একটা কথা বলেচে বলে কি রাগ কর্ত্তে হয়?

ভব। দেখ দিকিন্ বাবু, যখন তখন উনি বলেন "তুই বেরো"। তা কল্‌কাতার সহরে গতোর থাক্‌লে চাক্‌রির অভাব নেই।

দোয়ারি। আর সে সকল কথায় কাজ নেই, বাছা এখন তুমি এক ছিলিম তামাক সেজে নিয়ে এসো।

(ভবর কল্‌কে লইয়া প্রস্থান)

কালি। ওহে তবে বোতলটা খোলা যাগ?

দোয়ারি। তা আর বল্‌তে! আমারত তেষ্টায় ছাতি ফেটে গেল!

কালি। হর! কাক্‌ইস্ক্রুপ কোথায়?

হর। (আলমারি হইতে বাহির করিয়া) এই নাও।

কালি। (বোতল খুলিয়া) গ্ল্যাস কোথায়?

হর। ঐযে তাকের ওপর, হাৎবাড়িয়ে নাও। (ভবর কল্‌কে দিয়া প্রস্থান)

কালি। "অল্‌রাইট"! (গ্ল্যাসে ঢালিয়া) হর, একটু মদ যে খেতে হবে!

হর। আমি মদ খাইনে।

কালি। একটু খেতেই হবে।

হর। আমি কখন খাইনি কেমন করে খাব?

দোয়ারি। আরে বাবা কেঁড়িলি কর কেন? খেয়ে ফেল না।

হর। এ তো তোমাদের মন্দ কথা নয়! আমি কখন খাইনি, খাব কেমন করে? আর যদি নেশা হলো।

কালি। না, নেশা হবে না, এক সিপ্ খাও।

দোয়ারি। বলে--"চিরকাল গেল ছেলে খেয়ে আজ বলে ডান্" আমাদের সঙ্গে তোমার আর চালাকি কর্ত্তে হবে না। ছে-নালি রেখে দাও, ঐ টুকু সোনা হেন মুখ করে খাও, তার পর তোমাকে আর কেউ জেদ কর্ব্বে না।

হর। ওতে বাবু শরীর বড় খারাপ করে। কত স্ত্রীলোক মদ খেয়ে একেবারে বয়ে গিয়েছে।

কালি। "হিয়ার! হিয়ার! (করতালি)

দোয়ারি। আমি চল্লুম। (গমনোদ্যত)

কেদার। আরে বোসোনা। হয়েছে কি?

দোয়ারি। না আমি চল্লুম। (গাত্রোত্থান)

কেদার। বোসো বোসো।

দোয়ারি। আরে না আমি বোস্‌বো না। সেই অবধি বকে বকে আমার মুখে ফেকো পড়্‌লো, আর বল্‌ছি আমার মৌতাৎ হয়েছে। তা না শুনে মাগি লেক্‌চার দিতে লাগ্‌ল, আর মিন্‌সে বগোল তুলে হাততালি দিতে লাগ্‌ল। এমন বেল্লিকদের সঙ্গে আমি এয়ারকি দিতে চাইনে।

কেদার। আরে না না তুমি বোসো। আমরা এই বারেই আরম্ভ করে দেবো। হরকালি তবে তুমি একটু খাও। যদি না ইচ্ছে হয় তবে খেয়ে কাজ নেই।

কালি। তুমি না খেলে আমরা কেউ খাবো না।

হর। সত্যি সত্যি বাবু আমি মদ খাইনে। তা যেকালে তোমরা সকলে জেদ করচো আমি খাই, কিন্তু আর আমাকে খেতে জেদ করোনা। (মদ্য পান করিয়া) গামছাটা দ্যাও।

কালি। (গামছা লইয়া) এই নাও। এক কোয়া কমলা নেবু খাও। "নাউ দোয়ারি ইট্‌স ইওর টার্ণ"।

দোয়ারি। "গুড হেল্‌ত"।

কেদার। (হরকালির দিকে তাকাইয়া) "আই ড্রিঙ্ক ইওর হেল্‌ত"।

হর। তোমরা বাবু বাঙ্‌লা করে বল। আমি ইংরিজি জানিনে। গালাগাল্‌ দিচ্চ কি ভাল কথা বল্‌ছ, আমি কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌চিনে।

কালি। বেটারা রম্‌ মিশিয়েছে। আদত জিনিস দেয়নি।

হর। রাত্রে কি ভাল জিনিস পাওয়া যায়?

দোয়ারি। মেয়ে মানুষ! তোমার ঘরে বাঁয়া তবলা আছে?

হর। বাঁয়া তবলা থাক্‌বে না ত ঘর করি কি নিয়ে।

কালি। আমার মেয়ে মানুষের ঘরে যন্তর নেই, তুমি জিজ্ঞাসা কর্‌লে কেমন করে?

দোয়ারি। তবে নিয়ে এস একটু আমোদ প্রমোদ করা যাগ্‌। কিন্তু আর একটু খেয়ে নিলে ভাল হয়।

কালি। (মদ্য ঢালিয়া) হর খা ভাই।

হর। আবার কেন? "নড়ে চড়ে বুঝি বুড়ির পোঁদে হাত?"

কালি। হর একটু খা।

হর। মদ না খেলে বুঝি মজা হয় না। গাও বাজাও আমোদ কর, মদ খাওয়া কেন?

কালি। গাওনা বাজনা ত হবেই। এটা কেবল বাড়্‌তির ভাগ। আর কি জান সাদা চোকে মজা হয় না। কেমন য্যান ফাঁকা ফাঁকা বোধ হয়। এ অমৃত যখন পেটে পড়ে তখন চারি দিক য্যান গম্‌ গম্‌ কর্‌তে থাকে। মন ডানা বের্‌ করে, মেজাজ্‌ গড়ের মাঠ হয়। সরস্বতি নাকে, মুখে

চকে, চারিদিকে বাসা কর্ত্তে আরম্ভ করেন। মদ না খেলে মজা মিইয়ে যায়, হাঁসি কাষ্ট হাঁসি হয়। মদের যে কত মহিমা তাকি বলে ওঠা যায়! (গ্ল্যাসের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) বাবা মদ! তোমার কি লাল চেহারা, তোমার কি শরল তরল ভাব, তোমাকে যে দেবতা তয়ের করেছে তার শ্রীচরণে আমি এই পোঁদ্ উপু্ করে নমস্কার করি।

দোয়ারি। ও কালি!

কালি। এমন দেব্তাকে আমি বার বার নমস্কার করি।

দোয়ারি। ও বেটা কালি!

কালি। কি বা--

দোয়ারি। আমাদের একটু একটু খেতে দিবি কি না তা স্পষ্ট করে বল্?

কালি। হচ্চে হচ্চে। "ওএল্ মাই সুইট্ হার্ট্ টেক্ এ সিপ্"।

হর। দাও দাও! ভারি আপদ!

কালি। "দ্যাট্স্ লাইক্ এ গুড্ গের্ল্"!

দোয়ারি। বাবা, তবে নাকি তুমি মদ খাওনা, বেশ ত চিনির পানার মত খাচ্চো?

হর। তোমাদের উপ্রোধে।

(সকলের মদ্যপান)

দোয়ারি। (তব্লায় চাটি মারিয়া) হর তোমাকে একটী গাইতে হবে।

হর। আমি গাইতে জানিনে।

দোয়ারি। এতেও ছেনালি?

কেদার। একটী গাওনা, তাতে দোষ নেই।

হর। আচ্ছা গাচ্চি, কিন্তু তোমরা ঠাট্টা কোরো না।

কেদার। না, না, কেউ ঠাট্টা কর্ব্বে না।

হর—(গীত)

রাগিণী বাহার বাগেশ্বরী তাল আড়াঠেকা।

না জানিয়ে প্রেম করে হায় বুঝি প্রাণ যায়।
আমি যারে ভাল বাসি সে না বাসিল আমায়॥
যৌবন তৃষার ন্যায়, হরিণী যুবক প্রায়,
দূরে থেকে জলাশয় মরিচিকা পিছে ধায়॥

কালি। বেশ বেশ! "ব্রাভো ব্রাভো"! তুমি অত্যন্ত টায়ারড্ হয়েছো, একটু ব্র্যাণ্ডি খাও।

হর। আবার! (পান)

কালি। দোয়ারি! "হেল্প ইওর্ সেল্ফ"।

দোয়ারি। "থ্যাঙ্ক্স"।

কালি। "ডোণ্ট মেন্শান্"। কেদার "ওব্লাইজ্ মি"।

কেদার। এস, (মদ্যপান)

কালি। (মদ্য পানকরিয়া) আমি বাবা একটা গাবো তুমি বাজাও।

দোয়ারি। আচ্ছা।

রগিণী কালেংড়া তাল আড়খেমটা।

কালি। (গীত) এত তার মনে ছিল ভাল বাসিতাম যারে.
বিচ্ছেদ্ আগুণ জল্‌চে দ্বিগুণ না হেরে তাহারে॥
মিষ্টি কথায় দুষ্টু হেঁসে, ঘন ঘন কাছে এসে,
রাগ্‌লে তার কোন দোষে সাধ্‌ত পায় ধোরে॥
তরি ভাসিয়ে দিয়ে জলে, সে পালাল আমায় ফেলে
এখন তরি ডুবে গেলে, দেখ্‌বেনা আমারে॥

(ভবর কলকে লইয়া প্রবেশ)

কালি। ভব, ব্র্যাণ্ডি বোলাও।

ভব। ওমা! এখন্ ব্র্যাণ্ডি কোথা পাব গো?

কালি। এই তিনটে টাকা নাও। তোমার এক টাকা, আর দু টাকার ব্র্যাণ্ডি নিয়ে এস। এক্ষুনি যাও।

(ভবর প্রস্থান)

কেদার। আমি বাজাব।

দোয়ারি। আমি গাব।

হর। আমি নাচ্‌ব।

কালি। "অল্‌রাইট্, ভেরিই-ই ওএল্"। আমি তোমার সঙ্গে নাচ্‌ব।

(কালি এবং হরকালীর নৃত্য)

রাগিণী ঝিঁঝিটখাম্বাজ তাল পোস্ত।

দোয়ারি। (গীত) অমন করে আমার দিকে আর তাকিওনা।
তোমার আঁখি ঠেরা দেখে প্রাণ আর বাঁচে না।
যে দিন অবধি করে, হেরিলে ও আঁখি ঠেরে,
আছি আমি প্রাণে মরে, আর জ্বালিও না॥

কালি। বা-বা-বেশ্! বেশ্! বেটি-বেশ্!

রাগিণী সিন্ধু তাল আড়খেম্‌টা।

দোয়ারি। (গীত) বড় আশা ছিল মনে তাই তব বাসাতে আসা।
সুখে থাক এই বাসনা, চাইনে তব ভালবাসা॥
তোমার যে প্রিয় আছে, সুখে থেকো তার কাছে,
কিন্তু বলি বলা মিছে, করোনা তার এমন দশা॥

দোয়ারি। আমি আ-আর গাইতে পারিনে। (শয়ন)

হর। ব্র্যাণ্ডি ব্র্যাণ্ডি! (মদ্যপান)

কালি! (দণ্ডায়মান হইয়া) "লেডিজ, এণ্ড, জেণ্টেলমেন্" ! সকলে ওঠ, আমাদের দেশের কি দুরবস্থা! দেখ বোতলে এক ফোটাও মদ নেই! (উদ্গার) এইবার বঙ্গদেশ ছার খার হয়। ঐ বুঝি শমন এলো।

(ভবর প্রবেশ।)

ভব। ওগো অন্ধকার কেন?

কালি। ঐশালা শমন এসেছে, মার শালাকে! (প্রহার)

ভব। (ক্রন্দন করিতে করিতে) মাগো। গেলেম গো! সর্ব্বনাশির বেটা, মেরে ফেল্লে গো!

কেদার। কিও কালি! কিও কালি!

কালি। বেটা শমন। মার বেটাকে!

হর। কি হ—হলো, অন্ধকার কেন?

ভব। আঁটকুড়ির বেটা খুন কল্লে গো!

হর। ও—কালি? কি হয়েছে! কি হয়েছে!

কেদার। কালি, ছেড়ে দাও। আর মেরোনা!

(চৌকিদারের প্রবেশ)

চৌকিদার। "কেয়া হুয়া"!

(যবনিকা পতন)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

হরিহর বাবুর অন্দর গৃহ।

(কুসুম, কামিনী, বামাসুন্দরী আসীন)

বামা। তবে এখন আসি।

কামিনী। ঠাকুরঝি বসো না?

বামা। না ভাই—আমি তোমার মার কাছে একবার যাই। নেমন্তন্যে এসেছি বলে কেবল যে খেতেই হবে, এমন্ ত কথা নয়। দেখি তিনি কি কচ্চেন।

কামিনী। তিনি বুঝি রান্না ঘরে আছেন।

বামা। আমিও যোগাড় দেইগে।

(বামাসুন্দরীর প্রস্থান।)

কুসুম। কামিনী! তোমার ঠাকুরঝি ভাই খুব্ কাজের লোক, না?

কামিনী। তাতে খুব! একদণ্ডও বসে থাক্‌তে পারেন না।

কুসুম। তুমি বুঝি সমস্ত দিন্ বসে বসে পড়?

কামিনী। আমাদের তো কাজ কিছু বেশি নয় যে, আমাকে দেখ্‌তে শুন্‌তে হবে; তা বলে কি সারাদিন পড়ি, না সমস্ত দিন কখনো পড়া যায়?

কুসুম। আমি শুনিচি, তুমি খালি খাবার সময় আর কাপড় কাচ্‌বার সময় নিচে নাব, তা না হোলে সারাদিন উপরে বসে পড়।

কামিনী। না তা নয়; তবে প্রায় উপরে থাকি বটে। কখন পড়ি, কখন বা ঘুমুই। আর যখন মনমোহিনী কি থাক

আসে, তখন হয় গল্প করি, নয় তাস্ খেলি।

কুসুম। মনমোহিনী, থাকমণি কি, প্রায়ই তোমাদের বাড়ী আসে?

কামিনী। আসে বৈ কি। আমাদের বাড়ীর পাশেই ওদের বাড়ী কি না; আমাদের পাচ্ দোর দিয়ে আসা যায়; তাই ওরা প্রায় আসে। আচ্ছা কুসুম! তুমি এখন কি পড়্ছ?

কুসুম। আমি এখন ভূগোল পড়্ছি, ব্যাকরণ, রত্নসার আর "ফাষ্টবুক্ অফ্ রিডিং" পড়্ছি।

কামিনী। তোমাকে কে পড়া বলে দ্যায়?

কুসুম। ঠাকুরপো বলে দ্যায়। নলিনীতে আর আমাতে এক বই পড়ি।

কামিনী। সুবোধ কি তোমাদের মনোযোগ করে পড়া বলে দেন?

কুসুম। মনোযোগ করে! তিনি যে যত্ন করে আমাদের পড়ান, তাতে বোধ হয় তাঁর যেন আর কিছু কাজ্ নেই। ঠাকুরপোর মত লক্ষ্মণ দ্যাওর কোথাও দেখিনি। আপনার মার পেটের ভায়ের চেয়েও আমাকে যত্ন করেন, আর ভাল বাসেন।

কামিনী। তুমি ভাই খুব সুখী! রামের মত ভাতার, লক্ষ্মণের মত দ্যাওর, আর কৌশল্যের মত শাশুড়ি পেয়েছ।

কুসুম। কামিনী, আমার দ্যাওর লক্ষ্মণের মত বটে, আমার শাশুড়িও কৌশল্যের মত বটে, কিন্তু আমার স্বামীর বিষয় তুমি কিছু জান না। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পুর্ব্বক) আমি হেঁসে খেলে বেড়াই বলে, লোকে ভাবে আমি খুব সুখী। তা সে সকল কথা যাক্। তোমাদের বাড়ীতে এসেছি,

দুদণ্ড আমোদ প্রমোদ করা যাক্, ও সকল কথা কয়ে দুঃখু বাড়িয়ে কি হবে!

কামিনী। কুসুম! তুমি যার কাছে এসেছ, তার আমোদ প্রমোদ সব শুকিয়ে গিয়েছে! তার দুঃখু তোমার চেয়েও অনেকগুণে বেশি।

কুসুম। সে কি কামিনি! এও কি কখন সম্ভব হয়, আমার চেয়েও দুঃখিনী কি ভারতে আছে! যার রাত্রে ঘুম হয় না, পৃথিবীর কোন জিনিস খেতে পত্তে ইচ্ছে হয় না, যার পক্ষে দিন্ রাত কাঁদা সহজ হয়ে পড়েছে; যার যৌবন কালে সোয়ামী বেঁচে থাক্তে বিধবাদের মত শরীরে অযত্ন; যে মা বাপ ভাই বন্ধু, সকল ত্যাগকরে এক জনের হাতে জীবন যৌবন সমর্পণ করেছে, কিন্তু সেজন তার দিকে এক বার ফিরেও তাকায় না। কামিনি, বল দেখি এমন হত ভাগিনীর মত দুঃখিনী পৃথিবীতে কে আছে?

কামিনী। আমি জান্‌তেম্ না যে, তোমার এত দুঃখু। কিন্তু এখন আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে কি জন্যে তোমার সঙ্গে আর কালী বাবুর সঙ্গে এত বিচ্ছেদ হয়েছে। তা সে যাহোক্ তবুও তোমার চেয়ে দুঃখু আরো অনেকের আছে।

কুসুম। আমার ত বোধ হয় আমার মত এত দুঃখু কারো নেই।

কামিনী। ওঁকথা ভাই তুমি বলতে পার না। দেখ, যারা গেরোস্ত লোক তারা মনে করে, তারা অত্যন্ত গরীব। যারা তাদের চেয়েও গরীব, তারা মনে করে যে, আমরা সকলের অপেক্ষা গরীব। কিন্তু সত্যি সত্যি তাদের চেয়েও অনেক গরীব আছে, যেমন ভিকিরি! এই রকমি সমুদায় সংসার। কিন্তু যারা দিনে খেতে পায় না, রাতে রাস্তায় রাস্তায় ঘুমোয় তাদের চেয়েও গরীব আছে, যেমন আমি।

কুসুম। ভাই, এখন ঠাট্টার সময় নয়।

কামিনী। কুসম, আমি কি ভাই এত নিষ্ঠুর যে তোমার দুঃখের কথা শুনে ঠাট্টা কর্‌বো! আমার মনে কি দয়ার লেষ মাত্র নেই! আমি কি স্ত্রীলোক নৈ!

কুসুম। তবে ভাই তোমার এত কি দুঃখু, যে যারা খেতে ও পায়না জায়গার জন্যে ঘুমুতে পায়না, তারাও তোমার চেয়ে সুখী?

কামিনী। তুমিকি আমার দুঃখু শুন্তে সাহস্ কর?

কুসুম। লোকের দুঃখু শুন্তে কি আর সাহস দরকার করে।

কামিনী। করে বৈ কি? আমার মনের ভাব যদি তোমাকে প্রকাশ করে বলি, তাহলে অজাগর বিজনবনে হঠাৎ একটা ভয়ানক বাঘ দেখ্‌লে তোমার যেমন সেটাকে ভয়ানক বলে বোধ হয়, আমাকে তোমার তার চেও ভয়ানক বলে বোধ হবে। কিন্তু আমার মনের কথা যদি তোমার শুন্তে ইচ্ছে হয়, তাহলে তোমাকে বলি।

কুসুম। ভাই, কেন তুমি আমাকে তোমার মনের কথা বল্‌বে।

কামিনী। কুসম, আমি যদি তোমাকে এক তিলও অবিশ্বাস কত্তেম তা হলে তোমাকে এমন কোন চিহ্ন দেখাতেম না, যাতে তুমি বুঝ্‌তে পাত্তে যে আমি অসুখী।

কুসুম। তুমি যে আমাকে এত বিশ্বাস কর, এ শুনেও আমি যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হলেম তা বলে জানাতে পারিনে। দেখ ভাই! তোমাকে আর নলিনীকে আমি যত ভাল বাসি এত আর কাকেও বাসিনে। আমার যদি মার পেটের কেউ থাক্‌তো তাহলে বোধ হয় তোমাদের চেয়ে ভাল বাস্‌তে পাত্তেম না। কিন্তু ভাই তুমি যেকালে আমাকে তোমার মনের কথা বলতে চাচ্চো, তখন আমার মনের

দুঃখু সব তোমাকে জানাবো।

কামিনী। দেখ ভাই! আমি একটা কথা বলি, য্যান আর কেউ জান্‌তে না পারে।

কুসুম। ভাই কামিনি! তুমি আমাকে তোমার মনের কথা বলো আর নাই বলো, কিন্তু তোমাকে আমি বলচি যে বিশ্বাসঘাতক হয় সে সব কত্তে পারে। ভাই, আমি দিব্বি কচ্চি যে, কাকেও তোমার কথা বল্‌বো না।

কামিনী। তোমার দিব্বি কত্তে হবেনা।

কুসুম। আমার মনের কথা ভাই আমি আগে তোমাকে বল্‌বো।

কামিনী। আচ্ছা।

কুসুম। তবে ভাই গোড়াথেকে বলি। আমি যখন প্রথম ঘর কর্‌তে এলেম আমার সোয়ামী তখন একটু একটু মদ খেতেন, কিন্তু বাড়ীর কেউ জান্তো না। এক দিন রবি-বারে আমি ঘরে বসে পান সাজ্‌ছিলেম, উনি টল্‌তে টল্‌তে ঘরের ভেতর এলেন। এসে বিছানায় শুয়ে পড়ে ন্যাকার কর্‌তে নাগ্‌লেন। আমি মুখে মাথায় জল দিয়ে পাকার বাতাস কত্তে লাগলেম। কিন্তু যখন পাকার বাতাস কচ্ছিলেম তখন তাঁর কষ্ট দেখে আমার মনে ভারি দুঃখু হয়ে ছিল, তাই কেঁদে ছিলাম। আমার কান্না শুন্তে পেয়ে উনি ধড়্‌ফড়্‌ করে বিছানা থেকে উঠে আমার হাত ধল্লেন। আমার মনে একটু ভয় হয়ে ছিল, কেননা শুনেছিলেম লোকে মদ খেলে পাগোলের মত হয়। তাই আমি ঘরথেকে পালাবার চেষ্টা করেছিলেম। কিন্তু পুরুষ মানুষের জোরে পার্কো কেন ভাই, তাই তার হাত ছাড়াতে পাল্লেম না। উনি আমার হাত আরো কোশে ধল্লেন, আর বল্‌তে লাগলেন পালাবি কোথা শালি, আজ তোকে

মদ খাইয়ে তবে আমার আর কাজ।” আমার মনে বড় ভয় হলো। আমি বল্লেম “আমাকে ছেড়ে দাও আমি ঠাকরুণের কাছে যাই। আমি কখন মদ খাইনি, আমাদের বাড়ীতে কেউ মদ খায় না, আমি কেমন কোরে মদ খাবো? তোমার দুটী পায়ে পড়ি আমাকে ছেড়ে দাও।” তিনি একটা খারাপ কথা কয়ে বল্লেম” দূর শালি।” এই সকল কথা শুনে আমার ভারি ভয় হল, দুঃখুও হল, রাগও হলো। আমি চেঁচিয়ে কাঁদ্দে লাগ্‌লেম। তারপর উনি চেঁচিয়ে কাঁদ্দে দেখে, আমাকে চিৎ করে ফেলে আমার মুখের ভেতর আঁচোল পুরে দিলেন। আমি মনে কল্লেম, চেঁচাই। কিন্তু চেঁচাবারও যো ছিল না; তারপর কি হয়েছিল আমি জান্তে পারিনি। যখন আমার হুঁস হলো, তখন দেখি না নলিনী আমার গলা জড়িয়ে কাঁদ্‌চে, আর ঠাকরুণ “কি হলো! কি হলো! সর্ব্বনাশ হলো!” বলে কপালে চাপড় মাচ্চেন। আর ঠাকুরপো আমার মুখে জলের ছিটে দিচ্ছেন। আমি প্রথমে এ সকলের কারণ কিছুই বুঝতে পাল্লেম না। তারপর ক্রমে ক্রমে আমার সব মনে পড়্‌লো। আমি ঠাকরুণের পা জড়িয়ে ধরে কাঁদ্দে লাগলেম। তিনি “মা! মা! আমার ঘরের লক্ষ্মী,” বলে কাঁদ্দে কাঁদ্দে আমাকে কোলে নিলেন। ঠাকুরপো চোক মুচ্‌তে লাগলেন আর বলতে লাগলেন “একটু চুপ কর, এখন কেঁদো না।” বোলে বাতাস কত্তে লাগলেন। (চক্ষু মুছিতে ২) দেখ ভাই কামিনি, শাশুড়ি যেমন হতে হয় তেমনি হয়েছে, দেওরও যেমন হতে হয় তেমনি হয়েছে কেবল এক দুঃখে আমার হাড় কালি হলো। (ক্রন্দন)

কামিনী। (কুসুমের হস্ত আপনার হস্তে লইয়া) কুসম, কেঁদোনা বোন্ কেঁদোনা, দুঃখু কল্লে কি হবে? পরে সকলি ভাল হবে এখন ত তোমার সোয়ামী তেমন করেন না?

কুসুম। তা হলে আর ভাবনা ছিল কি? সেই পর্য্যন্ত ভাই আমার ভাতার ওপরে শোয় না। হয় বাইরের বৈটক-খানায় শোয়, তা নইলে ওয়াঁর হরকালি বলে এক জন ঢেমনি আছে তার কাছে পড়ে থাকে। তা দেখ ভাই সোয়ামী থাকতে সোয়ামী নেই, এর চেয়েও দুঃখু কি আর আছে! (ক্রন্দন)

কামিনী। কাঁদো কেন ভাই কুসম, তুমি তোমার সোয়ামীকে ভাল বাস। কত দিন তাঁর সঙ্গে ঘর করেছ। তিনি যখন বাড়ির ভেতর এসে শোবেন তখন তোমার কোন দুঃখু থাকবে না। কিন্তু আমার বিষয় একবার ভেবে দেখো দিকি। সেই যে সোয়ামীর সঙ্গে চার চক্ষুর মিলন হয়ে ছিল সেই পর্য্যন্ত, আর কখন তাঁকে দেখিনি।

কুসুম। অমন কথা বলোনা কামিনি। বিয়ে হওয়া পর্য্যন্ত তুমি তোমার ভাতারকে দেখনি? সে কি!

কামিনী। তা নইলে বলচি কি? আবার শোনো যদি এখন আমার সোয়ামি আমার ঘরে রাত্তিরে আসে, তা হলে আমি গলায় দড়ি দিই।

কুসুম। কি বল কামিনি! (সচকিতে)

কামিনী। কুসম, ইরি জন্যে বল্‌ছিলেম আমার দুঃখের কথা শুন্‌লে তোমার গায় কাঁটা দেবে।

কুসুম। সত্যি কামিনি এ কখনো হতে পারে? তোমার সোয়ামী তোমার কাছে এলে তুমি কোথা সুখী হবে না তুমি মর্ত্তে চাও? তুমি বুঝি ঠাট্টা কচ্চো?

কামিনী। আমি ঠাট্টা কচ্চিনে, আমি তোমাকে ঠিক কথা বল্‌চি। যখন আমার বিয়ে হয় তখন চার চোকের মিলনের সময় আমি যেরূপ দেখেছিলাম, তা এখনও আমার মনে হলে বুকের ভেতর ধড়্ ফড়্ করে, আর রক্ত জল হয়ে আসে। এমন ভয়ানক কদাকার রূপ আমি কখন দেখি নি।

কুসুম। ভাই সোয়ামির নিন্দে কত্তে নেই। কথায় বলে ভাতা-রের নিন্দে কল্লে নরোকে ভুগ্‌তে হয়।

কামিনী। যাকে আমি কখন ছুইনি আর কখন ছোবও না, যার কাছে কখন শুইনি আর কখন শোবও না, যার সঙ্গে কখন কথা কইনি, আর কখন কবও না, সে আবার আমার সোয়ামী কি?

কুসুম। ও মা! অমন কথা বল্‌তে আছে কামিনী? তুমি কি পাগোল হয়েছ না খেপেচ? অমন কথা বলোনা ভাই। ছি! তোমাকে আম্‌রা আমাদের মধ্যে ভাল বলে জানি, তুমি এত লেখা পড়া শিখেছ, তোমার এত বুদ্ধি, তুমি কি না এখন পাগোলের মত কথা কও? ছি ভাই!

কামিনী। কুসম, আমার ওপর রাগ করো না। আমার ওপর বিরক্ত হয়ো না। তুমি যদি আমাকে না ভাল বাস, তাহলে আর আমাকে কে ভাল বাস্‌বে? মা বাপ আমার হাত পা ধরে জলে ফেলে দিয়েছেন। সকলে আমাকে ঘৃণা করে, তাচ্ছল্য করে, কেবল তুমি আর নলিনী আমাকে ভাল বাস, আমার ওপর বিরক্ত হয়ো না (ক্রন্দন)

কুসুম। ভাই দিদি আমার, কামিনি! আমি তোমার ওপর কেন রাগ কর্ব্বো? তুমি আমার কি করেছো? তুমি হাজার দোষ কল্লেও তোমার ওপর রাগ কর্ব্বো না, কেননা আমি

তোমাকে না ভাল বেসে থাক্‌তে পার্ব্বো না। তুমি নাকি বল্লে যাঁর সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছে তিনি তোমার সোয়ামী নন, তাই আমি বল্লেম, অমন কথা বলতে নেই।

কামিনী। ভাই কাকে ও তুমি বলো না কিন্তু আমি তোমাকে বল্‌চি আমি তাকে আদতে ভাল বাসি নে। তাকে আমি ঘেন্না করি ভয় করি। তাকে দেখ্‌লে আমার অসুখ করে।

কুসুম। আমিও আমার সোয়ামীকে সেই পর্য্যন্ত চোকে দেখ্‌তে পারিনে। আচ্ছা ভাই কামিনি! আমাদের দুজনার কপালে কি এই ছিল! (উভয়ের ক্রন্দন)

কামিনী। (চক্ষু মুছিয়া) আচ্ছা আমাদের বিয়ে হয়ে কি সুখ হোলো? চিরকাল এমনি করে কাটান কি কখন সম্ভব হয়? তবু নাকি আমরা মেয়ে মানুষ, তাই সহ্য করি, পুরুষ মানুষ হলে কখন পারত না।

কুসুম। পুরুষের কি ভাই? একটা না হয়ত আর একটা। এই যে আমার ভাতার, আমার কাছে আসে না, কিন্তু চেম্‌নির বাড়ি পড়ে থাকে। কিন্তু আমাদের পোড়া কপালে নোড়ার বাড়ি। এ বাঁদিপানা করতেই হবে। ঐ সোয়ামীর পায়ে তেল দিতেই হবে, তিনি লাতিই মারুণ আর ঝেঁটাই মারুণ।

কামিনী। আর বাপ্‌ মার কি আক্কেল! পাত্তোর কেমন না দেখে, আগে ঘর খোঁজেন। কুল মান কি পেটের মেয়ের চেয়েও বড় হলো? মেয়েদের কি সুখের ইচ্ছে নেই, তাদের কি রক্ত মাংসের শরীর নয়? তারা কি সকল সুখে জলাঞ্জলি দেবে, আর পুরুষ মানুষের ইচ্ছে হলে, গাড়ি ঘোড়া চড়ে গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে যাবে,

যটা ইচ্ছে ততা বিয়ে কর্ব্বে, এ সওয়ায় বিবি নিয়ে বাই নিয়ে মজা কর্ব্বে? আর মেয়ে মানুষে সেই উনুনে মুখ দিয়ে পড়ে থাকবে, বাসন মেজে ঘর গোবোর দিয়ে হাতে কড়া পড়বে। আরো সকলের মুখ নাড়া খেয়ে খেয়ে প্রাণটা যাবে? এমন পোড়া কপাল পুড়িয়েও আমরা মেয়ে জন্ম ধারণ করেচি! ধিক! ধিক! আমাদের জন্মকে ধিক!!

কুসুম। কিন্তু ভাই, সত্যি কথা বলতে কি এর জন্যে তোমার যত কষ্ট হয়, আমার তত হয় না। আমার বাইরেও বড় যেতে ইচ্ছে করে না, গাড়ি ঘোঁড়া চড়তেও ইচ্ছে করে না। আমার ইচ্ছে করে খালি রোজ রোজ সকলের সঙ্গে দেখা করি, আর আমোদ আহ্লাদ করি।

কামিনী। পাখীরা যেমন খাঁচার ভেতর থাকে, তেমনি ভাই আমরা ছেলেব্যালা অবধি এই দেয়াল ঘেরা আছি। দেয়ালের বাইরে গেলেই বোধ হয় য্যান, কি ভয়ানক পাপ কল্লেম। কিন্তু তাই বলে কি আমাদের বাইরে যেতে ইচ্ছে করে না, না বাইরের জিনিস্ দেখতে মন যায় না? রান্না ঘরে ঘোমটা ঢাকা অনেক কোনের বৌ দেখতে পাবে, যারা ঘোমটা আড়াল দিয়ে তাদের দুঃখের ভাবনা ভাবে, চোকের জলে ভেসে যায়, আর পরমেশ্বরকে সাক্ষি রেখে তাদের দেশকে গালাগালি দেয়!

কুসুম। আচ্ছা ভাই আমাদের দেশে ত এত বড় বড় লোক আছেন, তাঁরা কেন আমাদের যাতে ভাল হয় তার চেষ্টা করেন না?

কামিনী। থাকবেন না কেন, এমন অনেক বড় লোক আছেন বটে কিন্তু তাঁদের যত চেষ্টা করা উচিৎ তা তাঁরা করেন না

কুসুম। কি জান ভাই, আমরা হলেম্ মেয়ে মানুষ, আর তাঁরা

হলেন পুরুষ মানুষ, আমাদের জন্যে চেষ্টা কর্‌তে তাঁদের কি মাথা ব্যথা পড়েছে?

কামিনী। ও কথা বল্লে ভাই অন্যায় বলা হয়। কেন না অনেকে এমন আছেন, আমাদের কিসে ভাল হবে এই ভেবে তাঁদের রাত্রে ঘুম হয় না। কিন্তু তাঁরা কিছু করে উঠ্‌তে পাচ্চেন না। অধিকাংশ লোকেরি কি না এ সকল বিষয়ে অমনোযোগ, তারির জন্যে কিছু হয়ে উঠ্‌ছে না। সেদিন এক খানা বাঙ্‌লা কাগচে দেখ্‌লেম এক জন ভদ্দর লোক কি নামটী ভাল – কি সাগর –

কুসুম। উত্তর সাগর?

কামিনী। (ঈষৎ হাসিয়া) না না।

কুসুম। দক্ষিণ সাগর?

কামিনী। তিনি জলের সাগর না ভাই, তিনি বিদ্যার সাগর। তা সে যা হোক্‌ আমি বল্‌ছিলেম যে তিনি নাকি বিধবা বিবাহ দিয়ে দেউলে হয়ে পড়েছেন।

কুসুম। তবেত ভাই সাগর বাবু খুব ভাল লোক! আর অনেকে ত ভবে স্ত্রী লোকের যাতে ভাল হয় তারির চেষ্টা কচ্চেন!

কামিনী। দু এক জন চেষ্টা কচ্চেন বৈকি। কিন্তু দু এক জনের চেষ্টাতে কি হতে পারে? তোমাকে একটা কথা বলি, আম্‌রা লেখা পড়া শিখে আমাদের কষ্ট যাতে দূর হয় তার চেষ্টা না কর্‌লে, চিরকালটাই আমাদের এই কষ্ট সহ্য কর্‌তে হবে।

কুসুম। সে কেমন করে হতেপারে? আম্‌রা কি জানি? কিছুই জানিনে। আম্‌রা ঘরের ভেতর থেকে কেমন করে চেষ্টা কর্‌ব? আমাদের টাকা নেই, সাহস নেই, স্বাধীনতা নেই, আম্‌রা কেমন করে কি কর্ব্বো?

কামিনী। কেন? আমাদের যত দুঃখু সমুদয় কাগচে লিখ্‌ব। আমাদের মা বাপ যার তার সঙ্গে বিয়ে দেন, আমাদের ইচ্ছে আছে কি না জিজ্ঞাসা করেন না। শশুরবাড়ীতে আমাদের চাক্‌রাণির মত ব্যবহার করে। আমাদের কখন বাইরে বেরুতে ইচ্ছে হলে আমাদের দুশ্চরিত্র বলে নিন্দে করে, আর গালাগালি দেয়। আম্‌রা লেখা পড়া শিখ্‌লে আমাদের উপহাস করে, আর ঘেন্না করে। বিধবাদের বনের জন্তুর চেয়েও কষ্ট দেয়; তাদের ভাল জিনিস্‌ খেতে দেয় না, ভাল কাপড় পর্‌তে দেয় না, তাদের মাচ খেতে দেয় না, একাদশীর দিন তেষ্টাতে ছাতি ফেটে গেলেও এক্‌ ফোঁটা জল খেতে দেয় না; যদি কোন লোকের প্রথম বিয়ে করে (তারদোষেই হোক্‌ আর তার স্ত্রীর দোষেই হোক্‌) ছেলে না হয়, তাহলে সে আর একটা বিয়ে করে, ছোট স্ত্রীকে ভাল বাসে, আর বড় স্ত্রীকে ছোটর চাক্‌রাণির মত করে রেখে দেয়। আমাদের এই সকল দুঃখু যখন দেশ দেশান্তরে জানাব, তখন কি কেউ আমাদের দুঃখু দূর কর্‌তে চেষ্টা কর্ব্বে না? ইংরেজেরা এই ভয়ানক নিষ্ঠুরতা দেখে কি কথাটীও কবে না? যারা এই সকল অত্যাচার করে, তারাও কি আমাদের চীৎকার শুনে ভয় পাবে না? কুসুম! আমি তোমাকে বল্‌চি আমাদের চেষ্টা না হলে কিছুই হবে না।

কুসুম। তুমি ঠিক্‌ কথা বলেচ ভাই। এবার অবধি আমি খুব মনোযোগ কোরে পড়্‌ব আর যাতে কাগচে লিখ্‌তে পারি তারি চেষ্টা কর্ব্বো।

(বামাসুন্দরীর প্রবেশ।)

বামা। কিলো কি কচ্চিস্‌? তোরা কিন্তু ভাই বেশ সুখী।

কামিনী। কেন?

বামা। কেমন মনের মত সঙ্গিনী পেয়েছিস্, মনের কথা কচ্চিস্, সুখে আছিস্।

কুসুম। তোমার কি মনের মত সঙ্গিনী নেই?

বামা। আমাদের আর সঙ্গিনী তার আবার কথা। আর যদিও কারুর সঙ্গে দুটা পাঁচটা কথা কই, সে কেবল দুঃখের কথা। তাতে দুঃখু বই আর সুখ হয় না। সে সকল কথা যাক্, এখন তোরা একটু তাস টাস খেল্‌বি কি না বল্।

কামিনী। উদিকের কত দূর?

বামা। উদিকের এখনও অনেক দেরি। আমিও তবু একটু আদ্‌টু গুচিয়ে দিয়ে এলেম্।

কুসুম। তিন জনে কি তাস্ খেল্‌বে?

বামা। কেন নকশো?

কুসুম। কড়ি কোথায় পাবে?

(কাদম্বিনীর প্রবেশ)

কাদ। কিগো গেরস্তোরা, কি হচ্চে?

কামিনী। এই যে কাদু দিদি, কখন্ এলে?

কাদ। কেন আমাতে বৌতে যে এক সঙ্গে এসেছি!

কামিনী। তবে এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

কাদ। নিচে মনমোহিনীর সঙ্গে আর থাকমনীর সঙ্গে কথা কচ্ছিলেম।

কামিনী। মনমোহিনী থাকমনী এসেছে?

কাদ। এসেছে বৈ কি। তুমি কেবল ওপরে বসে এয়ার্ কি দেবে বৈ ত নয়। তোমাদের বাড়ী হলো কাজ্, আর তুমি রইলে ওপরে বসে।

কামিনী। না তোমাদের বোর সঙ্গে নাকি অনেক দিন পরে দেখা হয়েছে তাই দুটা পাঁচটা কথা কোচ্ছিলেম।

বামা। তোর ভাতার না আজ্ এসেছে? তবে যে তোকে ছেড়ে দিলে?

কাদ। ভাতার অনেক দূর।

কুসুম। দূর আর কি? কামিনীদের বাড়ী ত আমাদের বাড়ী থেকে বড় দূর নয়, তা এ বাড়ীতে না থেকে তিনি তোমাদের বাড়ীর চৌকাটে বসে পথ পানে চেয়ে আছেন, তুমি বাড়ী গেলেই পাল্কি থেকে নাব্তে না নাবাতেই তোমায় কোলে করে নিয়ে গিয়ে দরজা দেবেন।

কাদ। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করত) তা হলে আর ভাবনা ছিল না। আজ্কে বল্তে এসেছিল যে আর ছমাস বাড়ী আসতে পার্ব্বে না। ওদের আপিস বুঝি শিম্লে পর্ব্বতে উঠে গিয়েছে তাই সেই খানে যাবে।

কামিনা। তবেত ভাই তোমার ভারি কষ্ট!

কাদ। কি কর্ব্বো দিদি, পোড়া নারি জন্মত আর ঘুঁচ্বে না।

বামা। তুই যদি ভাই অত দুঃখু করিস্, তা হলে আমরা ত আর বাঁচিনে। তুই তব ছমাস পরে তোর ভাতারের কোল জুড়ুবি, কিন্তু আমাদের ও চাঁদ একেবারে উঠে গিয়েছে।

কাদ। সত্যি সত্যি ভাই তোমাদের কি কষ্ট! আমি এখন টের পাচ্চি রাঁড়েদের কত কষ্ট। এই ছ মাস যেন আমার এক যুগ বোধ হচ্চে। তবে ভাই তোদের কি না কষ্ট হয়!

বামা। দুঃখের কথা বলিস্ নে দিদি দুঃখের কথা বলিস্ নে। (চক্ষুঃ মুছিয়া) দুঃখে দুঃখে হাড় মাটি হলো। আমাদের যে কত দুঃখু তা আর কাকে বল্ব বল। আর কেবা আমাদের দুঃখু বুঝ্তে পার্ব্বে? কথায় বলে না, "যার জ্বালা সেই জানে, জানিবে কি পরে. প্রসব বেদনা কি বাঁঝা

জানিতে পারে ? আমাদের যে কত কষ্ট সে ভগবানই জানেন। আমাদের দুঃখু দেখেও কেউ দেখে না, শুনেও কেউ শোনে না। আগে আগে আমাদের সকলে কত যত্ন কর্‌ত, স্নেহ মমতা কর্‌ত, এখন আমাদের দাসীর মত ব্যবহার করে। কেউ ফল দেখ্‌লে, কারু ছেলে হলে, কারুদের বাড়ীতে জামাইষষ্ঠিতে জামাই এলে, সকলে কত সাদ্ আহ্লাদ করে। আম্‌রা চখে দেখে, আমাদের আগেকার কত কথা মনে পড়ে, আর বুকে য্যান শেল বেঁধে, মনের দুঃখু মনেই থাকে, আর আড়ালে গিয়ে দু ফোটা চোকের জল ফেলি। শত্তুরও য্যান আমাদের মত দুঃখু পায় না। আমরা চির দুঃখিনী জন্মেছি, এখন তেমনিই থাক্‌তে হবে, তার পর এক সময়ে সব দুঃখু ঘুচে যাবে। (ক্রন্দন)

কামিনী। (বামা সুন্দরীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক) ঠাকুর্‌ঝি তোমার যত দুঃখু আমি বুঝ্‌তে পেরেছি। দেখ ভাই দুঃখু করে আর কি হবে বল দিকি ? যত ওসকল কথা মনে না পড়ে তারির চেষ্টা করা উচিত।

বামা। ওসকল কথা কি সাধ্ করে মনে আনি ? আপনা হতে আসে কি কর্ব্বো বল ?

কাদ। সত্যি সত্যি ভাই, ওদের কি সাধারণ দুঃখু ! দেখ খিদে পেলে দুবার ভাত খাবার যো নেই। লোকের পাতে মাচের মুড়ো, কিন্তু ওদের সাগ শুক্‌নি দিয়ে ভাত খেতে হবে। সকলে কত গহনা পাতি, কত ভাল ভাল কাপড় চোপড় পরে, ওদের চুড়ি গাছটীও হাতে দেবার যো নেই। আর সেই ঠ্যাঙে ওঠা থানফাড়া পর্‌তে হবে। একি কম্ কষ্ট বোন্ ?

বামা। কাদু তুই ভাই জানিস নে, খাওয়াতে পরাতে সুখ নেই। যত হয় ততই ইচ্ছে হয়, আরও হোক্। কিন্তু মনের সুখই সুখ। যার সোয়ামী নেই তার কে আছে বল দিকি? কোথায় গেলেই বা সে সুখ পায়? মা, বাপ, ভাই, বোন কেউ কারো নয়। যার সোয়ামী নেই তার কেউ নেই। যদি কেউ একটা অপমানের কথা বলে, তাহলে অম্নি মনে হয় আমার সোয়ামী নেই বোলে তাই আমাকে সকলে তাচ্ছল্লি ক্রচে। কিন্তু সোয়ামী থাক্লে কেউ কত্তে পারত না।

কাদ। তার আর কথা কি ভাই। কথায় বলে,"সোয়ামীধন বড় ধন।"

(মোক্ষদার প্রবেশ।)

মক্ষদা। হ্যাঁ কামিনি, বলি তোমার কি নিচে নাব্‌দে নেই মা? ওপরে বসে থাক্লে কি কোন কাজ হয়ে থাকে? হ্যাঁগা বামা! তোমার বাবা কি বাড়ী ফিরে এসেছেন?

বামা। কেন, তিনি ত কোথাও যান্ নি?

মোক্ষদা। ওমা, তুমি বুঝি কিছু খবর রাখোনা? তোমার বাপ যে পুলিষে গিয়েছেন?

বামা। (সচকিতে) সে কি!

মোক্ষদা। তোমাদের ভাই, কালি, আর বাঁড়্যোদের কেদার নাকি কাল রাত্তিরে কোথায় মারামারি করেছিল বলে, তাদ্দের পুলিষে ধরে নিয়ে গেছে, তাই তোমার বাপ, সুরো দের বাপ, আর আমাদের কর্ত্তা তাদের ছাড়িয়ে নিয়ে আস্‌-তে গিয়েছেন্।

কাদ। দাদারত এমন আগে ছিল না, কেবল পাঁচ জনে পড়ে ওয়াকে খারাপ কল্লে।

বামা। যে খারাপ হয় তাকে কি আর অন্য লোকে খারাপ করে, সে আপ্‌নিই হয়।

মোক্ষদা। এদেরত ফোপল্‌ দালালি দেখে বাঁচা যায় না! অন্য লোকে মারামারি করেছে তোর বাবু মাথা ব্যাথার দরকার কি? আর যাহোক্‌ বাড়ীতে যখন এমন একটী পুরুষ মানুষ নেই যে দেখে শোনে, এমন সময়ে বাড়ী ছেড়ে যেতে আছে গা? তবু ভাগিগস সুবোধ ছিলো তাই দেখ্‌চে শুন্‌চে, তা না হলে কি হতো বল দিকি?

(লক্ষ্মীর প্রবেশ।)

লক্ষ্মী। ওগো মাঠাকরুণ! মেয়েদের এখনও খাওয়ান দাওয়ান হয়নি বলে কত্তা ভারি রাগ কচ্চেন।

মোক্ষদা। এরা এসেছে নাকি?

লক্ষ্মী। কত্তা নিচে দাঁড়িয়ে আছেন।

মোক্ষদা। বামা একবার আয় মা, আমি এক্‌লা পেরে উঠিনে।

(মোক্ষদা এবং বামার প্রস্থান।)

(থাকমণি এবং মনমোহিনীর প্রবেশ।)

থাক। ওমা এইযে! আমরা বাড়ীময় খুঁজে বেড়াচ্চি, কোথায় কুসুম কোথায় কামিনী তোম্‌রা যে এখানে নরোক্‌কুণ্ড আল করে বসে আছ তা কে জানে ভাই।

কুসুম। আমাদের যেমন ভাগিগ। তোমাদের চাঁদ মুখ দেখে স্বর্গে যাব, এমন কপাল ত করে আসিনি, তার আর কি হবে বল?

থাক। হায়! হায়! কুসুম আবার এমন রসিক নারি হোলি কবে?

কামিনী। বোস না মনমোহিনী, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

কাদ। থাক, এ এয়ারিং করে গড়িয়েছ ভাই?

থাক। এই বার পূজার সময়।

কুসুম। বেশ্ এয়ারিংত!

মন। কেনা, না তৈয়েরি?

থাক। কেনা।

মন। দেখি দেখি! কাদু ভাইত লো এ তাবিজ্ গড়ালি কবে?

কাদ। দিন্ পাঁচ্ ছয়।

মন। দেখ থাকো কেমন সুন্দর তাবিজ দেখ, আচ্ছা ভাই এতে ক ভরি সোনা লেগেছে?

থাক। পনের ভরি।

মন। তোরা কিন্তু ভাই বেশ ভাতারকে বশ কর্ত্তে পারিস্। হুকুম কল্লিই অমনি নতুন নতুন গয়না পাস্। আম্‌রা খোসামোদ করে মলেও একটা মাকড়ি পর্য্যন্ত দেয় না।

কামিনী। মনমোহিনী তুমি এত মিথ্যা কথাও কইতে পার? এই সে দিন তুমি আমাকে বল্লে এক খানা ডাইমোন্ কাটা বাজু আর একটা গোঁপহার কত্তে দিয়েছ।

মন। অমন যদি ভাই দু এক খানা না হবে, তবে ত সুদু নোয়া হাতে দিয়ে থাকলেই হয়!

(মোক্ষদার পুনঃ প্রবেশ)

মোক্ষদা। ওমা তোরা এখন দাঁড়িয়ে গাল গপ্পো কচ্চিস্? সকলের যে খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এল। আয় মা আয়।

(সকলের প্রস্থান)

যবনিকা পতন।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

হরিশ বাবুর বাটী সুবোধ বাবুর বৈটক খানা

সুবোধ বাবু আসীন।

সুবোধ। (সম্মুখে পুস্তক খুলিয়া স্বগত) এতখানী পড়্‌লেম, কিছুই মনে নেই। আমার যে কপালে কি আছে তা কিছুই জানিনে। ভেবে ভেবে যে গেলেম! আর ভেবেই বা কি কর্ব্বো?

(পরাণ এবং প্রসন্নর প্রবেশ)

প্রসন্ন। কি হে সুবোধ কি হচ্চে?

সুবোধ। এস পরাণ! কোথা থেকে?

পরাণ। এই বরাবর তোমার কাছেই আস্‌চি।

প্রসন্ন। পথে তারক বাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল ওঁয়ারা বুঝি একটা চাঁদা করেছেন যত বিধবা তাদের বিবাহ দেবেন।

পরাণ। আচ্ছা তুমি কি বল বিধবা বিবাহ ভাল?

সুবোধ। সে আবার তুমি জিজ্ঞাসা কর্‌চ?

পরাণ। আমিতো বিধবা বিবাহকে বিবাহই বলিনে। যার বিবাহ হলো, সে তার স্বামীকে ভাল বাস্‌লে, সে আবার কখন অন্য পুরুষকে ভাল বাস্‌তে পারে?

প্রসন্ন। আর যার বিয়ে হয়েই স্বামী মরে গেল?

পরাণ। হ্যাঁ এমন যদি হয় তাহলে সেই বিধবার বিবাহ দেওয়া উচিৎ। কিন্তু যে স্ত্রীলোকের আঠার উনিশ বচরে স্বামী মরে যায়, তার আর বিবাহ করা উচিৎ নয়।

প্রসন্ন। তার মানে কি? তার যদি পুনরায় বিবাহ কর্ত্তে ইচ্ছে হয়?

পরাণ। সে ইচ্ছে ভাল নয়। যার ইচ্ছে হয় তার ভবে চরিত্র ভাল নয়।

প্রসন্ন। সে তোমার নিতান্ত ভ্রম।

সুবোধ। আমি একটা কথা বলি। বাঙ্গালীদের যে বিবাহ হয়, সে একটা 'কার্স' বল্লে চলে। কোনের বয়েস যখন আট বচ্ছোর, সে বিবাহের কি জানে? যখন বড় হয়, তখন হয়ত তার স্বামীকে 'লাভ' কর্ত্তেও পারে আবার নাও পারে। এমন যখন হচ্চে তখন বলা যায় না যে বিবা হলেই সকলেই সকলের স্বামীকে ভাল বাস্‌বে। ইরি জন্যে বাঙ্গালীদের ভেতর যে বিধবা বিবাহ কত্তে ইচ্ছে করে তার বিবাহ দেওয়া উচিত।

প্রসন্ন। আমিত বলি বাঙ্গালীদের ভেতর 'ট্রুলাভ' কখন হতে পারে না।

পরাণ। তুমি কখন ওকথা বলতে পার না। 'ট্রুলাভ তুমি কাকে বল?

প্রসন্ন। যদি কেউ কারু অভাবে ভয়ানক কষ্ট পায়, তাকে না দেখ্‌লে চারিদিক অন্ধকার দেখে, যার ভালবাসাতে আদতে 'সেল্‌ফিশ্‌নেস্‌' নেই, যে ভালবাসার পাত্র ছাড়া আর কারু দিকে মন্দ ভাবে তাকায় না; তার ভালবাসাকে আমি 'ট্রুলাভ' বলি।

পরাণ। তবে আমি বল্‌চি যদি কোন জাতের ভেতর 'ট্রুলাভ' থাকে তা হলে বাঙ্গালীদের ভেতর আছে। আমার স্ত্রীকে আমি আমার প্রাণের চেয়েও ভাল বাসি, আমি তাকে ছাড়া আর কাকেও চাইনে, তাকে না দেখ্‌তে পেলে আমি পৃথিবী অমাবস্যারাত্তিরের মত দেখি।

প্রসন্ন। আমি বল্‌চিনে যে, তুমি তোমার স্ত্রীকে ভাল বাস না।

এমন বাঙ্গালী অনেক আছে যারা বলে যে তারা তাদের স্ত্রী বৈ আর কারুকে জানে না, কিন্তু অনেক সময় ইংরেজ-টোলাতে বেড়াতে বেড়াতে তাদের স্ত্রীর নামও তাদের মনে থাকে না।

পরাণ। তা, প্রলোভন কি সকলে এড়াতে পারে?

প্রসন্ন। যদি কোন লোক কোন স্ত্রীলোককে যথার্থ ভাল বাসে তার অন্য দিকে মন যাওয়া অসম্ভব।

পরাণ। তবে, "রোমিও রোজে লাইন্‌কে লাভ" কোরে কেমন করে আবার "জুলিএট্‌কে লাভ" কর্‌লে?

প্রসন্ন। যখন "রোজে লাইন্ রোমিও"কে ভালবাসলে না, তখন রোমিওর রোজে লাইনের প্রতি ভাল বাসা অনেক কমে এল। তখন ভালবাসা ঘুঁচে গিয়ে অনেক্‌টা ঘৃণা, কিন্তু তবুও সম্পূর্ণ রূপে "রোজে লাইন্"কে ভুলে যেতে পারেনি। তাই কখন কখন দুঃখু করত। কিন্তু যখন সেই, নম্র শুশীল, সুন্দর 'জুলিএট' রোমিওকে দেখেই একেবারে তার সঙ্গে মনেমনে মাল্য বদল কর্‌লে, তখন "রোমিওরোজে লাইনের" অহঙ্কারি-চেহারা ভুলে গিয়ে একেবারে ধন, প্রাণ, মন, সমুদয় "জুলিএটের" পায়েতে সমর্পণ কর্‌লে।

পরাণ। আর ও সকল কথায় কাজ নেই। এখন তোম্‌রা যদি কেউ "বেথুন সোসাইটি"তে যাও তা হলে বল?

সুবোধ। ওখানে আজ্‌কাল প্রায় ছেলে ছোক্‌রা গিয়ে গোল করে।

পরাণ। প্রসন্ন যাবে?

প্রসন্ন। আমি একটু পরে যাচ্চি।

পরাণ। তবে আমি চল্লেম। "গুড্ ইভ্‌নিঙ্"!

সুবোধ। "গুড্ ইভ নিঙ"! (পরাণের প্রস্থান)

প্রসন্ন। তবে সুবোধ! বিবাহের কি হোল?

সুবোধ। আমার বিবাহ কত্তে ইচ্ছে নেই।

প্রসন্ন। কেন?

সুবোধ। তুমি যদি কারুকে না বল, তাহলে তোমাকে বলি।

প্রসন্ন। আমি "প্রমিস" কচ্চি কারুকে বল্‌ব না।

সুবোধ। দেখ প্রসন্ন আমি "অল্‌রেডি" আর কোন স্ত্রীলোক-
কে ভাল বাসি।

প্রসন্ন। সেকি! তোমার ত কখন মন্দ চরিত্র ছিল না!

সুবোধ। ভালই বল, আর মন্দই বল, আমি পাগলের মত হয়েছি। আমি মরে যাই সেও স্বীকার, তবু আমি যাকে ভাল বাসি, সে ছাড়া আর কোন স্ত্রীলোক্‌কে ছোঁব না।

প্রসন্ন। এমন স্ত্রীলোক কে?

সুবোধ। তুমি কি এখনও বুঝ্‌তে পার নি?

প্রসন্ন। না।

সুবোধ। তবে আর এক সময় বল্‌ব, এখন না।

প্রসন্ন। ভাই তুমি অমন মনে করো না। বিবাহ কর, তাকে ভালবাস, তাহলেই সব ভাল হবে।

সুবোধ। অসম্ভব!

(নেপথ্যে - ঠং — ৮টা বাজিল)

প্রসন্ন। ঐ আটটা বাজ্‌ল তবে ভাই আজ যাই, আর এক দিন তোমার সঙ্গে এই বিষয়ের কথা কব। হয়ত 'বেথুন সোসাইটীতে' লেক্‌চার আরম্ভ হয়েচে।

(সুবোধের হস্ত নাড়িয়া প্রসন্নের প্রস্থান)

সুবোধ। (স্বগত) বিবাহ! হে পরমেশ্বর! আমার মন এমন হোল কেন? যখন কামিনীর বিবাহ হোল তখন আমার দুঃখু হয়েছিল বটে, কিন্তু আর এক সঙ্গে খেলা কর্ত্তে পার্ব্বো

না, এক সঙ্গে বেড়াতে পাব না, ইরি জন্যে হয়েছিল। একি! এখন এ রকম কষ্ট হয় কেন? এমন মনের ভাব আমার কবে হলো? লোকে বলে সময়ে সকলে সকল্‌কে ভুলে যায়, কিন্তু কৈ আমি ত কামিনীকে আজ পর্য্যন্ত ভুল্‌তে পার্‌লেম না। বরোঞ্চ রোজ রোজ আরো বাড়্‌চে। সে ভদ্রলোকের বাড়ীর—পরিবার তার জন্যে আমার এত মন্দ ইচ্ছে হয় কেন? (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) আচ্ছা আমি শুনেছি কামিনী বিবাহ পর্য্যন্ত তার স্বামীর কাছে কখন শোয় নি, সে কি সত্যি? সত্যি বটে, ঝি যখন বলেছে (আর ঝি ওদের বাড়ীর সকল খবর জানে) তখন সে মিথ্যা হবে না। ঝিকেও দেখে আমার আহ্লাদ হয়, ঝি আমাদের দু জনকে মানুষ করে কি না। আহা! আগেকার কথা মনে পড়্‌লে যথার্থ কান্না পায়। তখন কত সুখে-ছিলেম, দু জনে কত মনের সুখে খেলা কত্তেম। (অশ্রু পতন) তখন মনে হতো না যে কখন বিচ্ছেদ হবে। মনে হতো চিরকাল এমনি কোরে হাত ধরা ধরি করে কাল কাটাব। এখন বালক কালের আশা কোথায় রইল! সে আমোদ প্রমোদ, সে শরলতা নির্ম্মলতা, কোথায় গেল! এখন সে সকল দিন আমার স্বপ্নের মত বোধ হচ্ছে। হা! মানব জীবন! এই জীর্ণ-তরী এক দুঃখু থেকে আর এক দুঃখে, এক ক্লেশ থেকে আর এক ক্লেশে, এম্‌নি কর্ত্তে কর্ত্তে শেষে ভয়ানক যাতনার কঠিন পাহাড়ে ঠেকে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে বিনষ্ট হয়! যৌবন কালে কত সকলে আহ্লাদ আমোদ করে, মনের সুখে কাল কাটায়, কিন্তু আমার রাত্রিতে নিদ্রা নেই, দিনে কর্ম্ম নেই, সমস্ত দিন ভাব্‌তে ভাব্‌তে দুঃখু কর্‌তে কর্‌তেই জীবন গেল! কেনই বা আমি জন্মে

ছিলেম। (কিঞ্চিৎ কাল ভাবিয়া) আচ্ছা যদি আমাকে নাই ভাল বাস্‌বে, তবে কেন রোজ স্কুলে যাবার আসবের সময়, কামিনী জানেলার কাছে বসে থাকে; বোধ হয় অবিশ্যি আমাকে ভাল বাসে। আর যে রকম কোরে আমার দিকে তাকায়, তাতে বেশ স্পষ্ট বোধ হয় যে, যে আগুণ আমাকে সমস্ত দিনরাতদগ্ধ কোচ্চে, সেই আগুণ কামিনীর কোমল অন্তঃকরণেও প্রবেশ করেছে। দেখলে য্যান বোধ হয়, আমাকে বলচে যে "আমাকে এই জ্বলন্ত আগুণ থেকে উদ্ধার কর"। কোন্ কঠিন নিষ্ঠুর প্রাণ, কোন্ নির্দ্দয় পামর, সেই কোমল আঁখির মনোগত ভাব বুঝ্‌তে পেরে, আপনার চক্ষের জলের ঝরনা খুলে দিয়ে তার দুঃখু মোচন করতে চেষ্টা না পায়? কে সেই সুন্দর, কিন্তু মলীন মুখ দেখে তাকে চুম্বন না করে, বরদাস্ত কর্‌তে পারে? তার ঠোঁট দেখ্‌লে বোধ হয় আমার সঙ্গে কথা কইতে আস্‌চে; কিন্তু লজ্জায় পাচ্চে না। কে সেই কোমল সুন্দর ঠোঁট্ দেখে আপনার ঠোঁটের সঙ্গে না মিশায়ে থাকতে পারে? কিন্তু আমি কি কর্চ্চি? আমার কি অধিকার আছে যে আমি অন্য লোকের স্ত্রীর বিষয়ে এমন মন্দ ভাব আন্দোলন করি? কিন্তু কামিনী কি কর্ব্বে! সে কিছু ইচ্ছে করে অমন যায়গায় বিবাহ করে নি। সে কখন দোয়ারিকে ভাল বাসে না, তা আমি নিশ্চয় জানি। দোয়ারিও তার স্ত্রীকে চায় না। আমরা ছেলে বেলা থেকে এক সঙ্গে খেলা করেছি, এক সঙ্গে মানুষ হয়েছি, তবে কেন আম্‌রা এখনও ভাল বাস্‌বো না? কেন আম্‌রাপরস্পর দু জনের সহবাস সুখভোগ কর্ব্বো না? আমাদের পিতা মাতা আমাদের পরস্পরের সঙ্গে বিয়ে দিলেন না বলে কি আম্‌রা চির

কালই এই বিচ্ছেদ যন্ত্রণাতে কষ্ট পাব? যদি বাঙ্গালীদের ভেতর, যার যাকে ইচ্ছে, তাকে বিবাহ কর্ত্তে না পায়; তবে আমরা বাঙ্গালীদের ভেতর থাকতে চাইনে। আমি আজকেই কামিনীকে চিটি দেব? (কিঞ্চিৎ কাল পরে) আচ্ছা কাকে দিয়ে পাঠিয়ে দিই। ঝি বইত গতি নেই। কিন্তু ওকেত কত দিন জেদ করেছি, ওত নিয়ে যেতে চায়না। এখন কি করি! তা সে যাহোক, আজ আমি ঝির পায় খুনো খুনি হব, তা হলে বোধহয়, সে নিয়ে যাবে। সে আমাকে যেমন ভাল বাসে, কামিনীকেও তেমনি ভাল বাসে। (মৌনাবলম্বন) আমি কি কর্‌তে উদ্দত হয়েছি! যদি কেউ টের পায়! যদি আমার নাম দেশ দেশান্তরে যায়! যদি লোকে আমার নাম কোরে ছেলেদের ভয় দেখায়! যদি আমি সুবোধ নামের কলঙ্ক কল্লেম বোলে আমাদের দেশ থেকে সুবোধ নাম উঠেযায়! তা আমি কি কর্ব্বো এ "সাস্‌পেন্‌সের" চেয়েও সকল দুঃখ ভাল। আমি আজ পর্য্যন্ত কামিনীর জন্যে সকল জলাঞ্জলি দিলাম! যাহয় তা হবে তা বলে আমি এত কষ্ট আর সহ্য করতে পারিনে। যাই ওপারে গিয়ে চিঠি খানা লিখিগে, এখানে আবার কেউ আস্‌বে? কাল বিকালে চিঠি খানা পাঠিয়ে দেবো।

(তারক বাবুর বৈটক খানা
তারক ও কেদার আসীন)

তারক। না আমি তা কোন মতেই শুন্‌ব না। তোমার বল্‌তেই হবে যে মদ আর আমি ছোঁব না।

কেদার। আচ্ছা তুমি যদি আমাকে বুঝিয়ে দিতে পার যে, মদ ছোঁয়াতে পাপ আছে, তাহলে তুমি আমাকে যা বল্‌তে বল্‌চো তাই বল্‌ব।

তারক। মদ ছোঁয়াতে যে পাপ এত কেউ বলে না। খেতেই দোষ। তা আমি অক্লেশে তোমাকে দেখিয়ে দিতে পারি যে, মদ খাওয়া ভয়ানক পাপ।

কেদার। যদি কেউ অল্প খায়?

তারক। অল্প খেলেত্ত পাপ।

কেদার। কেন?

তারক। অল্প খেলেই বেশি খেতে ইচ্ছে করে।

কেদার। কারু কারু করেও না।

তারক। আমার বোধ হয় এমন লোক আদতে নেই।

কেদার। আমি জানি অনেক আছে।

তারক। তা সে যাহোক, ওসকল কথায় আর কাজ নেই; কিন্তু তুমি আর মদ খেলে চলবে না।

কেদার। দেখ আমি জানি যে মদ খাওয়া অন্যাই, কেননা মদ খেলে শরীর খারাপ হয়, অন্যাই কেননা মানুষ মাতাল হয়ে আপনার ওপর আর অন্যের ওপর অনেক অত্যাচার করে, অন্যাই কেননা মিছি মিছি টাকা অপব্যায় কোরে পরিবার আর ছেলে পিলেকে কষ্ট দেয়, অন্যাই কেননা যারা মদ খায় কেবল মন্দ লোকদের সঙ্গে বেড়িয়ে শরীর মন নষ্ট করে, এর সওয়ায় আরো অনেক কারণ আছে যার জন্যে মদ খাওয়া অন্যায়। কিন্তু যদি কোন লোক কখোন বেশি না খায়, টাকা মিছি মিছি খরচ না করে, মন্দ লোকের সঙ্গে না বেড়িয়ে মনের মত ভদ্র লোকের সঙ্গে বেড়ায় তাহলে ত আমি মদ খাওয়াতে কোন দোষ দেখি নে।

তারক। কাজ কি খেয়ে? মদ না খেলে কি দিন কাটে না? এই যে আমরা মদ খাইনে, তাই বলে কি আমাদের মনে কখন আমোদ হয়, না না আহ্লাদ হয় না?

কেদার। হয়ত মদ খেলে তোমাদের আরো আমোদ হোত, আরো আহ্লাদ হোত; কিন্তু মদ খাওনা বলে হয় না। আর যদি কোন জিনিস খাওয়াতে দোষ না থাকে অথচ খেতে ইচ্ছে হয়, তবে কেনই বা খাবো না?

তারক। দেখ ভাই কেদার, তোমার সঙ্গে আমার ছেলে বেলা থেকে আলাপ। তোমার মন্‌ও খুব ভাল তাও আমি জানি, আচ্ছা তুমি আমার কথাতে কেন মদটা ছেড়ে দাও না?

কেদার। আমি তোমাকে বল্‌চি যে তোমার অনুরোধে আমি অনেক কাজ কত্তে পারি; কিন্তু যে কর্ম্ম আমি অন্যায় ভাব্বো, তা আমি কেমন করে করি? মদ খেতে নেই বোলে যে না খাওয়া, সে নিতান্ত দুর্ব্বল মনের কাজ। কিন্তু আমি বল্‌তে পারি যে, যত দিন পর্য্যন্ত মনের মত লোক না পাবো, তত দিন মদ খাবো না; আর যদি কখন খাই; তাহলে বেশি খাবো না।

তারক। আচ্ছা তুমি বল যে, পনের দিন তুমি আমাদের সঙ্গে বেড়াবে, আর পনের দিন তুমি মদ খাবে না। আর কালি কিম্বা দোয়ারির সঙ্গে বেড়াবেনা?

কেদার। পনের দিন কেন? আমি প্রতিজ্ঞা করচি যে এক মাস মদ খাবোনা, আর খালি তোমাদের সঙ্গে বেড়াব।

(মন্মথ এবং বিন্দু বাবুর প্রবেশ।)

মন। নমস্কার তারক বাবু!

তারক। নমস্কার! আসুন্ বিন্দু বাবু।

মন। কেদার বাবু কেমন আছেন?

কেদার। অম্‌নি এক রকম আছি মশাই! না ভাল, না মন্দ।

মন। এই বার কি 'এম্ এ' দেবেন?

কেদার। ইচ্ছেত আছে! দেখি কি হয়।

বিন্দু। তারক বাবু তবে আজ বিবাহতে নেমন্তন্ন রাখ্তে যাবেন্ত?

তারক। বিলক্ষণ! আমি হলেম মোতবর, আমি না গেলে চল্বে কেন?

কেদার। আচ্ছা, ব্রাহ্ম বিবাহ কি ঠিক ইংরেজদের মত?

তারক। তা নয়; কিন্তু আমাদের বিবাহ যে ভাষাতে হয়, সে সকলেই বুঝ্তে পারে। হিন্দু মতে বিবাহ যা হয়, সে ভাষা ভূতের বাবার সাদ্ধিতে নেই, যে বুঝ্তে পারে কেন না যখন ভশ্চাযি্যর মুখ দিয়ে সংস্কৃত বেরোয়, তার উচ্চারণও হয় না, আর মানেও থাকে না, তার কিছুই থাকে না। সে আর এক রকম ভাষা বোলে বোধ হয়।

কেদার। এই যে বিবাহটী হবে, এর বর কত বড়, আর কোণেরি বা বয়েস কত?

তারক। বরের বয়েস বচর চব্বিশ আর কোণের বয়েস চোদ্দ পোনেরর নিচে নয়।

কেদার। তবে এত খাসা বিয়ে!

তারক। আমার বোধ হয়; যে কএকটী ব্রাহ্ম বিবাহ হয়েছে, তাতে স্বামী আর স্ত্রী এমন সুখ লাভ করেছে, যা বিবাহতে ভারতবর্ষে অনেক দিন বাঙ্গালীর কপালে হয়নি।

কেদার। সে কথা মিথ্যা নয়। হিন্দু ধর্ম্মের মতে বিবাহতে আমাদের দেশ অল্প দিনের মধ্যেই ছার খার হয়ে যাবে। এখন স্ত্রীলোকের বয়েস বার তেরো হতে না হতেই, সে ছেলে পিলে হয়ে একেবারে বুড়িয়ে যায়।

মন। ও কথা মশাই বল্বেন না। আমার একটী ভগ্নী,

তার বয়েস তেরোর অধিক নয়, কিন্তু ইরি মধ্যে সে দুই ছেলের মা হয়েছে, আর তার শরীর এম্নি হয়েছে যে তাকে দেখ্‌লে দুঃখু হয়।

বিন্দু। ও হে! বিবাহতে যদি যেতে হয়, তবে আর দেরি করা উচিত হয় না।

তারক। যাবার সময় হয়েছে বটে।

মন। হ্যাঁ চলুন।

(সকলের প্রস্থান)

(যবনিকা পতন)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক॥

হরিহর বাবুর বাটী কামিনীর গৃহ।

(কামিনী আসীন)

কামিনী। (কপোল দেশে হস্ত বিন্যাস পূর্ব্বক স্বগত) যে বিরহ-যাতনা সহ্য করেনি, সে পৃথিবীর দুঃখুই সহ্য করেনি। মনের দুঃখু কারুকে বল্‌বার যো নেই; মনের দুঃখু মনেই রাখ্‌তে হয়। হে পরমেশ্বর! আমি তোমার কাছে কি এত ভয়ানক অপরাধ করেছি যে তুমি এত যাতনায় আমাকে নিমগ্ন কর্‌লে। উঃ! (দীর্ঘনিশ্বাস) আর যার জন্যেই আমার এত দুঃখু, তাকেই বা কেমন কোরে

কেদার। ইচ্ছেত আছে! দেখি কি হয়।

বিন্দু। তারক বাবু তবে আজ বিবাহতে নেমত্তন্ন রাখ্‌তে যাবেন্‌ত?

তারক। বিলক্ষণ! আমি হলেম মাতবর, আমি না গেলে চল্‌বে কেন?

কেদার। আচ্ছা, ব্রাহ্ম বিবাহ কি ঠিক ইংরেজদের মত?

তারক। তা নয়; কিন্তু আমাদের বিবাহ যে ভাষাতে হয়, সে সকলেই বুঝ্‌তে পারে। হিন্দু মতে বিবাহ যা হয়, সে ভাষা ভূতের বাবার সাদ্ধিতে নেই, যে বুঝ্‌তে পারে কেন না যখন ভশ্চাযিার মুখ দিয়ে সংস্কৃত বেরোয়, তার উচ্চারণও হয় না, আর মানেও থাকে না, তার কিছুই থাকে না। সে আর এক রকম ভাষা বোলে বোধ হয়।

কেদার। এই যে বিবাহটী হবে, এর বর কত বড়, আর কোণেরি বা বয়েস কত?

তারক। বরের বয়েস বচর চব্বিশ আর কোণের বয়েস চোদ্দ পোনেরর নিচে নয়।

কেদার। তবে এত খাসা বিয়ে!

তারক। আমার বোধ হয়; যে কএকটী ব্রাহ্ম বিবাহ হয়েছে, তাতে স্বামী আর স্ত্রী এমন সুখ লাভ করেছে, যা বিবাহতে ভারতবর্ষে অনেক দিন বাঙ্গালীর কপালে হয়নি।

কেদার। সে কথা মিথ্যা নয়। হিন্দু ধর্ম্মের মতে বিবাহতে আমাদের দেশ অল্প দিনের মধ্যেই ছার খার হয়ে যাবে। এখন স্ত্রীলোকের বয়েস বার তেরো হতে না হতেই, সে ছেলে পিলে হয়ে একেবারে বুড়িয়ে যায়।

মন। ও কথা মশাই বল্‌বেন না। আমার একটী ভগ্নী,

তার বয়েস তেরোর অধিক নয়, কিন্তু ইরি মধ্যে সে দুই ছেলের মা হয়েছে, আর তার শরীর এম্নি হয়েছে যে তাকে দেখ্‌লে দুঃখু হয়।

বিন্দু। ও হে! বিবাহতে যদি যেতে হয়, তবে আর দেরি করা উচিত হয় না।

তারক। যাবার সময় হয়েছে বটে।

মন। হ্যাঁ চলুন।

(সকলের প্রস্থান)

(যবনিকা পতন)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক॥

হরিহর বাবুর বাটী কামিনীর গৃহ।

(কামিনী আসীন)

কামিনী। (কপোল দেশে হস্ত বিন্যাস পূর্ব্বক স্বগত) যে বিরহ-যাতনা সহ্য করেনি, সে পৃথিবীর দুঃখুই সহ্য করে নি। মনের দুঃখু কাকেও বল্‌বার যো নেই; মনের দুঃখু মনেই রাখ্‌তে হয়। হে পরমেশ্বর! আমি তোমার কাছে কি এত ভয়ানক অপরাধ করেছি যে তুমি এত যাতনায় আমাকে নিমগ্ন কর্‌লে। উঃ! (দীর্ঘনিশ্বাস) আর যার জন্যেই আমার এত দুঃখু, তাকেই বা কেমন কোরে

মনের ভাব প্রকাশ করি? সে কখনই হতে পারে না। রোজ্ যখন তিনি স্কুলে যান্, তখন আমি এই জানালা দিয়ে দেখি। তাঁকে যতক্ষণ না দেখি, ততক্ষণ এক লহমাকে আমার এক যুগ বলে বোধ হয়। আমি চিরকাল কেমন কোরে এম্নি কোরে কাটাই? পৃথিবীতে যে এত ব্যায়রাম আছে, আকাশে যে এত বাজ আছে, তবে কেন আমি এ বিষম যন্ত্রণা থেকে ত্রাণ না পাই? হে পরমেশ্বর! কত লোকে তোমার কাছে কত কামনা করে, কিন্তু আমি তোমার কাছে এই কামনা কচ্চি যে, যে কালসাপ আমাকে সমস্ত দিন রাত কামড়াচ্চে, তার হাত থেকে তুমি আমাকে মুক্ত কর। আমার এ ছার জীবনে তবে কাজ নেই, আমাকে তুমি সকল যাতনা থেকে একেবারে উদ্ধার কর। (ক্রন্দন) আচ্ছা এতেই বা দোষ কি? ঈশ্বর আমাদের মন দিয়েছেন, সেই মোনে আমাদের যাকে ইচ্ছে হয়, তাকেই ভাল বাস্‌ব। আমি সুবোধকে ছেলে বেলা থেকে ভাল বাসি, আর কোন পুরুষকে কখনও ভাল বাসি নি, বাস্‌বোও না, যার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েচে, তার কথা মনে পড়লে আমার গা কাঁপে; তবে কেন আমি সুবোধকে আমার মনের ভাব প্রকাশ কোর্ব্বো না? আমি কি ভাবচি! আমি পাগোল হয়েছি নাকি? আমার পক্ষে এমন কাজ করা উচিত নয়!

(লক্ষ্মীর প্রবেশ।)

লক্ষ্মী। দিদি কি কর্‌চ?

কামিনী। ঝি নাকি!

লক্ষ্মী। হ্যাঁ, একবার দেখ্‌তে এলেম।

কামিনী। তোরত আর ভাবনা নেই। এখন আমাকে সকলে ত্যাগ করেছে!

লক্ষ্মী। ওমা! এ তোমার কেমন কথা ভাই? আমিত প্রায় আসি। তবে কি জান, সকল কাজ কর্ম্ম আমার কত্তে হয় কিনা, তাই সময় পাইনে। আর ভাত খেলেই গা যেন মাটি মাটি করে, একটু গড়াতে ইচ্ছে হয়। বুড় হয়েচি কিনা দিদি?

কামিনী। নে ঝি, তুই আর ঠাট্টা করিসনে। তোর আবার কিসের বয়েস।

লক্ষ্মী। সে কি কামিনি! আমার কি বয়েসের গাছ পাথর আছে? আর দিদি তুমিও যেমন, আর বাঁচতে ইচ্ছেনেই। এখন তোমাদের রেখে যেতে পাল্লেই বাঁচি!

কামিনী। মা কি কচ্চেন ঝি?

লক্ষ্মী। তোমার মা শুয়ে আছেন, আর নলিনী তাঁকে রামায়ণ পড়ে শোনাচ্চে।

কামিনী। ঝি, নলিনীর সম্বন্ধর কি হলো?

লক্ষ্মী। কেন তুমিত পর সুদিন বাড়ী গিয়েছিলে কিছু শোননি?

কামিনী। সে দিন খাওয়া দাওয়ার ভলো ছুলিতেকি কথা কবার সাবকাশ পেয়ে ছিলেম? মুকুয্যেদের বাড়ীতে কি, সম্বন্ধ স্থির হয়েছে?

লক্ষ্মী। সেখানে কোথাগো? আমাদের সুবোধের সঙ্গে যে নলিনীর সম্বন্ধ হচ্চে?

কামিনী। (সচকিতে) বলিস কি ঝি! না না তুই ঠাট্টা কচ্চিস।

লক্ষ্মী। না ঠাট্টা না, সত্যি সত্যি।

কামিনী। সুবোধ কি বিয়ে কর্ব্বে? ঝি ঠীক করে বল, সুবোধ কি বিয়ে কত্তে চেয়েছে?

লক্ষ্মী। কেন চাবেনা? সুন্দর বৌ হলে সকলেই বিয়ে কত্তে চায়?

কামিনী। সুবোধ কি বলেছে বল। ঝি তোর পায়ে পড়ি,

তুই আমার মাথা খা, সুবোধ কি বলেছে বল।

লক্ষ্মী। বালাই সেটের বাচা ষষ্ঠীর দাস। তোর বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পেয়েছে নাকি কামিনি? ও কথা কি বল্‌তে আছে?

কামিনী। তুই আমাকে যথার্থ করে বল, সুবোধ নলিনীকে বিয়ে কত্তে চেয়েছে কি না। আমি শুনেছিলাম সুবোধ আদতে বিয়ে কত্তে চ'য় না।

লক্ষ্মী। আমি কেমন করে জান্‌ব বল? আমিও শুনেছিলাম সুবোধ আদতে বিয়ে কর্ব্বে না। কিন্তু এখন্‌ত আবার শুন্‌চি তার সঙ্গে আর নলিনীর সঙ্গে সম্বন্ধ হচ্চে। আচ্ছা এর জন্যে তোমার এত ভাব্‌বার কারণ কি?

কামিনী। ঝি তোকে আর বল্‌ব কি? আমার চেয়েও দুঃখিনী আর পৃথিবীতে নেই।

লক্ষ্মী। একি বাছা তোমার কথা! হাতে নোয়া খয় যাক, পাকা মাথায় সিঁদুর পর, জন্ম এইস্তিরি হয়ে থাক, শ্বশুর শাশুড়ী বেঁচে থাক্, তোমার আবার দুঃখু কিসের? একথা কি বল্‌তে আছে।

কামিনী। আমার আর কিচ্ছু ইচ্ছে করে না, আমি যান এক্ষুণি মরি।

লক্ষ্মী। বালাই! আমার মাথায় যত চুল তত তোমার প্রমাই হোক। কামিনি, তোমার কি দুঃখু আমায় ভেঙে চুরে বল দিকি শুনি?

কামিনী। ঝি তোকে আর কি বল্‌ব? (ক্রন্দন)

লক্ষ্মী। আয় দিদি আমার কাছে আয় (কামিনীকে কোলে লইয়া) কাঁদিস্ নে মা, কাঁদিস্ নে। তোমার কান্না আমি দেখ্‌তে পারিনে। আমার পেটের মেয়ে ছেলে কিছুই নেই। তোকে আর সুবোধকে মানুষ করেছি। তোদের

আমি ঠিক্ পেটের ছেলের মত দেখি। তোর কি মনের দুঃখু আমাকে বল, তোর যাতে ভাল হয় তা আমি কর্ব্বো; এতে আমার প্রাণ যায় সেও স্বীকার।

কামিনী। (লক্ষ্মীর মুখের দিকে তাকাইয়া) ঝি তুই কি এখনও জান্তে পারিস নি?

লক্ষ্মী। তবে কি তোরা দু জনেই পাগোল হয়েচিস্?

কামিনী। সে আবার কি?

লক্ষ্মী। আজ্ আমাকে কে জেদ করে পাঠিয়ে দিয়েছে, জানিস?

কামিনী। কে?

লক্ষ্মী। সুবোধ।

কামিনী। তা তুই আমাকে এতক্ষণ বলিস্ নি কেন?

লক্ষ্মী। তুইও তার মত খেপেছিস্ কি না দেখ্‌ছিলেম।

কামিনী। ছি ঝি! আমাকে এতক্ষণ কেন বলিস নি? সুবোধ তোকে কেন পাঠিয়েছে? কি বলেচে? সুবোধ কেমন আছে?

লক্ষ্মী। গোড়া থেকে বলি শোন। আজ রাস্তায় কি ভীড় বাবু। মনে হলো বুঝি গাড়ী চাপা পড়ি।

কামিনী। সুবোধ তোকে কি বল্‌তে বলেছে?

লক্ষ্মী। বলি, একটা কাল দাড়ি ওয়ালা মিন্‌ষে কি না আমার ঘাড়ের ওপর দিয়ে চলে গেল! আমি

কামিনী। ঝি, আমি সে সকল কথা এর পরে শুন্‌ব। এখন তুই কি বল্‌তে এসেছিস বল্, শীগ্‌গির শীগ্‌গির বল্।

লক্ষ্মী। বটে গো বটে! আমি বুড় মানুষ অথর্ব্ব হয়ে পড়েছি, আমি যে রাস্তায় গাড়ী চাপা পড়ে মরি, সে ত তোমাদের ভালই লাগ্‌বেনা! তোমরা আপনাদের কাজই বেশ বোঝো।

কামিনী। ঝি, আর তোকে রাস্তায় হাঁট্‌তে হবে না। তুই এই বার অবধি পাল্‌কি কোরে আসিস, আমি পাল্‌কি ভাড়া দেবো। এখন তোর দুটী (পদ স্পর্শ করিয়া) পায়ে পড়ি সুবোধ তোকে কি বলেছে বল। বল ঝি বল, তোর পায়ে পড়ি বল।

লক্ষ্মী। (কামিনীকে চুম্বন করিয়া) ছি! দিদি আমার। আমি তোমার ঝি, তোমার চাক্‌রাণী; আমার পায়ে হাত দিতে আছে!

কামিনী। ঝি, আমি ত তোকে দাসীর মত দেখিনে, তোকে মার মত দেখি।

লক্ষ্মী। বেঁচে থাক মা! মা কালি তোমার ভাল করুণ। হাঁ কামিনি! এক দিন কালি ঘাটে মাকে দর্শন কত্তে যাবি?

কামিনী। ঝি আবার কেন দেরি কচ্চিস?

লক্ষ্মী। আঃ! তোর জ্বালায় আর বাঁচিনে (কামিনীর দিগে এক খানি লিপি নিক্ষেপ করতঃ) এই নে, বাছা নে।

কামিনী। ঝি একি! এ কার চিটি? কে লিখেছে?

লক্ষ্মী। তোমার জন্যে একজন খেপে উন্মাদ হয়েছে সেই লিখেছে, আবার কে লিখ্‌বে?

কামিনী। কার চিটি ঝি? (পত্রের দিগে অবলোকন)

লক্ষ্মী। পড়ে দেখনা? আমার মাতা খেয়ে লেখা পড়াত কম্‌ শেখনি? উতিইত সর্ব্বনাশ হয়।

কামিনী। আমাকে সুবোধ কোন চিটি লিখেচে? না বাছা, পড়্‌তে আমি চাইনে।

লক্ষ্মী। না পড়্‌তে চাওত তবে এতক্ষণ "ঝি বল কি বলেছে, ঝি বল কি বলেছে" বলে আমার মাতার ওপর টিক্‌ টিক্‌ কচ্ছিলে কেন? না পড়ত চিটি খানা আমাকে দাও। আমি

তাকে বলিগে তোমার চিটি পড়্লে না, টান্ মেরে ফেলে দিলে ; আর বল্লে আমি তার চিটি পড়্তে চাইনে।

(গমনোদ্যত)

কামিনী। বাঃ! আমি বুঝি তোকে ঐ কথা বল্লেম? ছি ঝি দাঁড়া দাঁড়া। একটা কথা বলি শোন।

(লক্ষ্মীর হস্ত ধারণ)

লক্ষ্মী। না! আমার ঢের কাজ আছে, আমি চল্লেম।

কামিনী। আঃ! বোস না ঝি, রাগ করিস্ কেন? আমার ওপর রাগ কর্ব্বি? দেখ ঝি, আমাকে আজ পর্য্যন্ত কেউ কখন চিটি লেখেনি তাই চিটি খানা পাবা মাত্র আমার গা কেঁপে এল, তাই আমি বলেছিলেম আমি পড়বনা, কিন্তু সত্যি সত্যি আমি সুবোধকে যত ভাল বাসি সুবোধ আমাকে তত বাসে না। ঝি এখন চিটি খানা দে।

লক্ষ্মী। চিটি ফেলে দিয়েছি।

কামিনী। কোথায় ফেলে দিয়েছিস? ও ঝি কি করেছিস্!

(ক্রন্দন)

লক্ষ্মী। না না! আছে আছে! এই নাও। কামিনি, বুড়ির কথায় রাগ করিসনে ভাই! আমি সব বুঝি, কেবল একটু রঙ্গ কচ্ছিলেম।

কামিনী। এ বিষয়ে তোর ঠাট্টা করা উচিৎ হয় নি। আমার যত কষ্ট হয় তার অদ্ধেকও যদি তুই টের পেতিস্, তাহলে তুই আমার বদলে সমস্ত দিন কাঁদ্দিস (অশ্রুপতন)

লক্ষ্মী। দিদি আমাকে মাপ কর। আর আমি এমন কখন কর্ব্বো না। দেখ, আমরা ছোট লোক, অত জানি নে। সে যা হোক এখন তুমি চিটি খানা পড়ে জবাব্ দাও।

কামিনী। তোকে সুবোধ আগে কি বল্লে বল?

লক্ষ্মী। বল্‌বে কি? মধ্যে মধ্যে আমার কাছে আস্‌তো, আর কাঁদতো, আর তোমাকে বল্‌তে বল্‌ত যে, সে তোমাকে বড় ভাল বাসে। কিন্তু আমি বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাকে এত দিন রেখেছিলেম। কিন্তু আজ সকালে আমার বাসাতে গিয়ে খুনো খুনি হবার যো কর্‌রে ছিলো। আর তাকে বুঝোনো যায় না, সে এবার সত্যি সত্যি পাগলের মত হয়েছে। তাই কি করি কাজে কাজেই ঐ চিটি খানা নিয়ে এলেম। কিন্তু যখন দেখ্‌লেম, তোমারও তার প্রতি মোন আছে, তবে তোমাকে চিটি দিয়েছি।

কামিনী। (পত্র পাঠ করিয়া চক্ষুঃ মুছিতে মুছিতে) সুবোধ যে আমাকে এত ভাল বাসে, তা আমি জান্তেম না। ঝি তুই জানিস্‌নে আম্‌রা কত কষ্ট পাচ্চি।

লক্ষ্মী। আমাকে তা বল্‌তে হবে না, আমি খুব্‌ জানি। কামিনি! আমিও এক সময়ে ঐ পোড়ান্‌তে পুড়ি।

কামিনী। আমি ত মনে করি আমাদের মত দুর্ভাগা ভারতে নেই।

লক্ষ্মী। তবে শোন বলি। আমি যখন চাকরাণী হয় নি, তখন আমি এক গেরোস্ত ঘরের বৌ ছিলেম। আমার যার সঙ্গে বিয়ে হয়, তারা পাঁচ ভাই ছিল। যে সকলের ছোট তার সঙ্গে আমার প্রথমে সম্বন্ধ হয়। যে মাসে তার সঙ্গে আমার বিয়ে হবার কথা হয়েছিল, তার দু মাস আগে তার বড় ভায়ের স্ত্রী মরে যায়। সেই জন্যে ছোটর সঙ্গে আমার বিয়ে না হয়ে বড়োর সঙ্গে হলো। সেটা বুড়ো, তার আবার কাশ রোগ ছিল। বচর ফিরে আস্‌তে না আস্‌তেই, সেটা গেল মরে। আমার শাশুড়ি মাগি ভারি বৌ কাঁট্‌কী ছিল। ছুতয় নাতায় আমার সঙ্গে ঝক্‌ড়া

কোরে আমাকে বক্‌ত, আর মারত। যার সঙ্গে আমার প্রথম সম্বন্ধ হয়, সে আমাকে বড় ভাল বাসতো। আর লুকিয়ে ছাপিয়ে আমাকে অনেক জিনিস দিতো। ক্রমে ক্রমে আমারও মোন তার ওপর পোড়লো। শাশুড়ী মাগি আমাদের সন্দেহ কোরতো আর আমাকে যন্ত্রনা দিতো। এক দিন বোঁট দিয়ে আমায় কাট্‌তে এসেছিল তার পর আমরা দু জনে পরামর্শ কোরে, কোলকাতায় পালিয়ে আসি। এখানে এসে, তার ওলাউঠো হলো। আমি পথ ঘাট কিছুই চিন্তাম না। চিকিচ্ছেও হলো না তিন দিনের মধ্যেই সে-(ক্রন্দন) সেই অবধি আমি তোমাদের বাড়ী আছি।

কামিনী। (লক্ষ্মীর হস্ত ধারণ করিয়া ক্রন্দন করতঃ) ঝি, পাছে আমাদের ঐ রকম হয়!

লক্ষ্মী। শেঠের বাছা ষষ্ঠির দাস! অমন কথা বলতে আছে! কামিনি আমার পোড়া কপাল, তাই আমার অমন ঘটেছিল তোদের অমন কেন হবে? আর জন্মে যে কত পাপ করেছিলেম, কত গরু মানুষ হত্যা করেছিলেম; তাই বিধি এখন আমাকে এত জ্বালান জ্বালাচ্চে তা না হোলে, তোরা পরের মেয়ে পরের ছেলে তোদের জন্যেই বা আমার এত কষ্ট হবে কেন? (অশ্রুপাতন)

কামিনী। ঝি তোর পায়ে পড়ি, কি করি বল? আর আমি কষ্ট সহ্য করতে পারিনে। তোর কামিনি আর বাঁচে না।

লক্ষ্মী। ছি দিদি, অমন অস্থির হলে কি কোন কাজ হয়ে থাকে? এ সব তো আর মুখের কথা নয় যে মনে কল্লেই হবে। এতে কত চালাকি, কত বুদ্ধি দরকার করে। ও তা ড়া তাড়ির কাজ নয়।

কামিনী। তুই আমার সুবোধকে এনে দে। আমি আজকেই তাকে একবার দেখ্‌ব। কাল সমস্ত দিন আমি তাকে দেখিনি, সে বোধহয় কাল ইস্কুলে যায় নি।

লক্ষ্মী। ওমা! তুই খেপেছিস না কি। আজ্‌কে একে এই রাত্তির প্রায় হলো, তাতে আবার উয্যুগ্‌ সুযুগ চাই সে কেমন করে আসে বল দেখি। আর কোথাদিয়েই বা আসে!

কামিনী। ঝি তবে কি হবে?

লক্ষ্মী। দোস্‌ ভাবি। দুষ্টুমী বুদ্ধি না হোলে এ সব কাজ হয় না।

কামিনী। ঝি আমি কখন দুষ্টুমী বুদ্ধি জানিনে। সুবোধ ছাড়া কখন কোন পুরুষ মানুষকে ভাবিনি। বয়েস প্রায় শোল শতের হতে চল্লো কখন মন্দ ইচ্ছে আমার মনে হয় নি। আর যদিও এই ভয়ানক কর্ম্ম কত্তে সাহোস কচ্চি বটে। কিন্তু লোকে যা বলুক আমিত একে কখন পাপ বল্‌বো না। ঝি আমি কিছু জানিনে, তুই আমার হয়ে সব কর। তুই আমাকে কি কত্তে হবে বল। আমার শরীর যান সব অবশ হয়ে পড়েছে। আমার হাত পা বকুচে না।

লক্ষ্মী। কামিনি! তোমার কত কষ্ট হচ্চে, তা আমি বুঝ্‌তে পাচ্চি। তোমাকে সন্তুষ্ট কত্তে আমি সাদ্ধিমত চেষ্টা কর্ব্বো। তুমি আর কারুকে কিছু বলোনা। খুব হেঁসে খেলে বেড়িও। যে দিন সুবোধ আস্‌তে চাবে আমি তোমাকে বলে যাবো তুমি একটু সাবধানে থেকো।

কামিনী। সুবোধ কি করে আসবে, তাতো তুই কিছু বল্লিনে; যদি এপার দিয়ে আসে তা হলে যে সকলে টের পাবে?

লক্ষ্মী। তাইত! তবেত মুস্‌কিল!

কামিনী। ঝি, তবে কি হবে! সুবোধকে কি ভবে আমি দেখ্‌তে পাবনা? (ক্রন্দন)

লক্ষ্মী। কেঁদোনা মা, দেখ্‌চি। (ভাবিয়া) হয়েছে!

কামিনী। বল! বল কি হয়েছে!

লক্ষ্মী। একটা দড়ির সিঁড়ি আমি কাল তোমাকে দিয়ে যাবো। যখন সুবোধ আস্‌বে, তুমি জানালা দিয়ে ঐ সিঁড়িটা ঝুলিয়ে দেবে। সুবোধ তাই বেয়ে উঠে তোমার ঘরে আস্‌বে।

কামিনী। আমি কেমন করে টের পাব যে, সুবোধ আসবে?

লক্ষ্মী। সুবোধ এসে তোমার জানালার নিচে থেকে বাঁশি বাজালে কি শিশ্‌ দিলে, তুমি টের পাবে।

কামিনী। আমি তোকে কি দেবো ঝি? আমার এমন বুদ্ধি কখন যোগাত না। ঝি তোর কাছে আমি আজ পর্যন্ত চির কালের জন্যে বাধিত হয়ে রইলাম। তুই আমার মার চেয়ে আমার উপকার কর্‌লি। মা আমাকে জন্ম দিয়েছেন বটে, কিন্তু জীবন ধারণের কোন উপায় করে দেন নি। ঝি, তুই আমাকে আজ প্রাণ দান দিলি, তোর কামিনী আজ পর্য্যন্ত তোর মেয়ে হলো। আজ অবধি তোকে আমি মা বলে ডাক্‌বো। (অশ্রুপতন)

লক্ষ্মী। (কামিনীকে কোলে লইয়া চুম্বন করতঃ) মা তুমি বেঁচে থাক, সুখে থাক এই আমার ইচ্ছে। তুমি আমাকে মা বল, আর নাই বল, আমি তোমাকে আমার পেটের মেয়ের চেয়েও ভাল বাসি। আমি আর কদিনই বা বাঁচ্‌বো। তোমরা দুজনে সুখে থাক এই দেখে যান আমি মরি। যখন আমি মরে যাবো, আর যখন তোম্‌রা দুজনে সুখে থাক্‌বে, তখন এক এক বার তোমাদের এই বুড়োঝিকে মনে করো।

কামিন। ঝি অমন কথা বলিস নে; তোর আগে যেন আমি

মরি। তুই মরে গেলে আমার দশা কি হবে! (ক্রন্দন)

লক্ষ্মী। না মা এখনও আমি মচ্চিনে। বিধাতা যে কত দুঃখু আমার কপালে লিখেচে, কে বল্‌তে পারে? তবে এখন আমি যাই, তা না হোলে তোমার মা আমাকে বোক্‌বে। বিছানা পাতা হয় নি, দুদ্ জ্বাল দেওয়া হয়নি, সব কর্ম্ম এখনও বাকী আছে।

কামিনী। ঝি তুই আমার এই দুছড়া তাবিজ নিয়ে যা ভেঙ্গে দানা গড়াস্।

লক্ষ্মী। ছি কামিনি! অমন কথা বলোনা, হাত থেকে গয়না খুল্‌তে নেই। দেখ দেখি তোমার হাতে কেমন দেখাচ্চে; আমি কি এমন সুন্দর হাত থেকে তাবিজ খুলে নিতে পারি?

কামিনী। (বাক্সর নিকট গমন করিয়া) তবে তুই এই টাকা কটা নিয়ে যা।

লক্ষ্মী। না মা, আমি টাকা নিয়ে কি করবো! আমার কেউ নেই যে বাড়ী পাঠিয়ে দেব। তোমার খরচের টাকা তুমি খরচ করো।

কামিনী। তোর নিতেই হবে (লক্ষ্মীর হস্তে টাকা অর্পণ) এই চিঠির জবাব আমি আজ রাত্রে লিখে রাখ্‌বো, তুই কাল এসে নিয়ে যাস। আর অম্‌নি দড়ির সিঁড়ি আনিস।

লক্ষ্মী। সে আর তোমাকে বোলতে হবে না। (গমনোদ্যত)

কামিনী। আর দেখ্ ঝি! আজ্‌কে সুবোধের সঙ্গে দেখা করিস, আর সব বলিস্।

লক্ষ্মী। বল্‌বো বল্‌বো!

কামিনী। ঝি শোন্ শোন্! কি বলবি বল দেখি?

লক্ষ্মী। বলবো যে, কামিনী তোমাকে দেখ্‌বার জন্যে অস্থির হয়েচে, আর কাল তোমাকে নিশ্চিন্ত হয়ে দেখা করে যেতে

বলেচে। (গমনোদ্যত)

কামিনী। তা বলিস্‌নে, তা বলিস্‌নে! বলিস্‌যে তোমার চিঠির জবাব কাল দেবে।

লক্ষ্মী। আর নাচ্‌তে বসে ঘোম্‌টা দেবার দরকার কি?

(গমন)

কামিনী। ঝি! ও ঝি! ওলো শুনে যা শুনে যা!

(ঝির প্রত্যাগমন)

লক্ষ্মী। যা বল্‌বি বাছা একেবারে বল্, আমার রাত্রি হয়ে গেল।

কামিনী। দেখ সুবোধকে বুঝিয়ে বলিস্, সে য্যান মনে দুঃখু না করে; আর সে যে বলেচে বাড়ী থেকে পালিয়ে যাবে, তা য্যান না যায়। (লক্ষ্মী গমনোদ্যত) দেখ তুই য্যান বলিস্‌নে, আমি তোকে বোলে দিয়েচি। তুই এম্‌নি কোরে বোল্‌বি যেন তুই তাকে বারণ কচ্চিস্, বুঝেচিস? আচ্ছা ঝি তুই এখন যা, কিন্তু কাল্‌কে আস্‌তে ভুলিসনে।

লক্ষ্মী। না না — (প্রস্থান)

কামিনী। স্বগত) কালকে সিঁড়ি আস্‌বে। সুবোধ যদি কাল্‌কে না আস্‌তে পারে, পোরশু তো আস্‌বেই। সে এলে আমার এত যাতনা, সব্‌দূর হবে। (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) তবু আমার মনে এত কষ্ট হচ্চে কেন? সে যা হোক্, আমি আর ভাব্‌বো না। এখন আমি কাপড় কাচ্‌তে যাই। আজ কাল দু দিন চোক কান বুজে থাকি। পোরশু দিন মনস্কামনা পূর্ণ হবে (কপোল দেশে হস্ত বিন্যাস পূর্ব্বক চিন্তা) যা হবার তাই হবে, এখন আমি যাই। (প্রস্থান)

(যবনিকা পতন।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

হরিশ বাবুর বৈটক খানা।

হরিশ বাবু এবং সুবোধ আসীন।

হরিশ। হরিহর বাবুর কন্যার সঙ্গে।

সুবোধ। আমি তা জানতেম না।

হরিশ। সে কি! প্রায় পোনের দিন হলো যে হরিহরর ভায়ার সঙ্গে এই বিষয়ের কথা স্থির হয়ে গেছে।

সুবোধ। আমি কখন স্বপ্নেও ভাবিনি যে এমন হয়েচে।

হরিশ। তুমি যে দেখ্‌চি আকাশ থেকে পোড়্‌লে? বাড়ীর ভিতর এ কথা তোমাকে কেও বলে নি?

সুবোধ। আমি ত বাড়ীর ভিতর প্রায় যাই নে। কেবল যদি নলিনী পোড়্‌তে আসে, তা হলে বৌকে আর নলিনীকে পড়া বোলে দিতে যাই।

হরিশ। তোমরা বয়ে গিয়েছ যাও, বৌ ঝি গুলোকে কেন আর বইয়ে দাও। মেয়ে মানুষের আবার পড়া কি? সে যা হোক বোধ হয় এখন তোমার বিবাহ কর্‌তে কোন আপত্তি নেই?

সুবোধ। আগে আমার বিয়ে কোর্‌তে যত অনিচ্ছা ছিল এখন তার চতুর্গুণ বেশি হয়েছে।

হরিশ। এখন ত আর বল্লে চলবে না। কথা ধার্য্য হয়ে গিয়েছে।

সুবোধ। তবে আর আমাকে কেন জিজ্ঞাসা কোর্‌চেন?

হরিশ। দেখ্‌ছিলেম তোমার এই সম্বন্ধে মন আছে কি না?

সুবোধ। আমার মন নেই।

হরিশ। বাবা একটা কথা বলি শোন। আমি বুড়ো হয়েচি, কবে মরে যাব; আমাকে আর কেন জ্বালাস্, তোর বিবাহ হলেই আমি নিশ্চিন্ত হই।

সুবোধ। বাবা! আমি আজ পর্য্যন্ত কখন আপনার কথা অবহেলা করিনি। আপনি যাতে বিরক্ত হন, এমন কাজও কখন করিনি। ছেলেবেলা থেকে যা কোর্‌তে বলেছেন, তাই কোরে এসেচি। কিন্তু তবে কেন এত বড় হয়ে, বুদ্ধি হয়ে, জ্ঞান হয়ে, আপনার কথার প্রতিবাদী হচ্চি? বাবা তোমার দুটি পায়ে পড়ি আমার এই অনুরোধ রাখ্‌তে হবে! বিয়ে কোর্‌লে বড় কষ্ট পাবো, কখন সুখী হতে পার্ব্বো না আর চিরকালটা কষ্টে যাবে।

হরিশ। সুবোধ তুমি কি পাগোল হয়েচ? বিবাহ কোরে কেউ কখন চিরকালের জন্যে অসুখী হয়? ওসকল পাগ্‌লামী ছেড়ে দাও। বিয়ে কর, কাজ কর্ম্ম কর, মানুষের মত হও। ছি বাবা! অমন্ কি কর্ত্তে আছে? আমি তোমার বাপ্ হয়ে এত অনুরোধ কর্চ্চি, আমার কথা কি রাখ্‌তে নেই?

সুবোধ। আমি বিবাহ কোর্ত্তে পার্ব্বো না।

হরিশ। তবে তুই আমার সুমুক্ থেকে এখনি বেরো, আমি তোর মুখ দেখ্‌তে চাই নে (সুবোধ দণ্ডায়মান) এমন অবাধ্য সন্তান! এত কোরে বল্লেম, তবু কথা গ্রাহ্য হলো না?

সুবোধ। আমি বিয়ে কর্ত্তে পার্ব্বো না।

হরিশ। তবে বেরো? এখনি বেরো! বেরো! (সুবোধের অগ্রে অগ্রে গমন, হরিশের অনুগমন এবং উভয়ের প্রস্থান)

যবনিকা পতন।

——০ঃ*ঃ০

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

হরিশ বাবুর বাটী সুবোধ বাবুর বৈটক খানা

সুবোধ বাবু আসীন।

সুবোধ। (স্বগত) তা না হয় আমাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবেন, তা বলে আমি নলিনীকে কেন চিরকালের জন্যে দুঃখিনী করি? তাকে আমি বোনের মতন্ ভাল বাসি, স্ত্রীর মতন কখনো ভাল বাস্‌তে পার্ব্বো না। এক জনকে প্রাণের চেয়েও ভাল বাসি, অন্য স্ত্রীলোককে কেমন কোরে আমি বিবাহ কর্ব্বো? তাহলে কামিনী আমাকে কি বল্‌বে? আমিই বা এত বড় ভয়ানক নিষ্ঠুর পাপ্ কেমন কোরে কর্ত্তে পারি? এতে যদি বাবার কথা অবহেলা কর্ত্তে হয়, তাহলে চারা নেই। এতে উনি রাগই করুণ, আর যাই করুণ। আমি ত এক বছর পর্য্যন্ত ওঁয়াকে বল্‌চি যে, আমি বিবাহ কর্ব্বো না, তবে কেন উনি আমাকে জিজ্ঞাসা না করে সম্বন্ধের ঠিক কোরেচেন? সে যা হোক্ আজকে ত আমাকে কামিনীর কাছে যেতে হোচ্চিই; যদি দেখি এখানে থাক্‌লে নিতান্তই বিয়ে কর্ত্তে হয়, তাহলে ত নিশ্চয়ই আমি বাড়ী থেকে পালাচ্চি। তাহলে আবার কত দিন পরে যে কামিনীর সঙ্গে দেখা হবে, তাত্ত বলা যায় না। যদি আমি বাড়ী থেকে যাই, তাহলে ঝির নামে চিঠি দিলেই ঝি সেই চিঠি কামিনীকে দেবে, তাহলে কামিনী সব টের্ পাবে। যত দিন নলিনীর বিবাহ না হচ্চে, তত দিন আমি বাড়ী ফিরে আস্‌চি নে। কেমন কোরে এত দিন কামিনীকে না দেখে থাক্‌বো? এক উপায় আছে। আমি যদি বিদেশে

গিয়ে থাকি, তাহলে মধ্যে মধ্যে কোল্‌কাতায় আস্‌বো। আর যে দিনে আস্‌বো, তা ঝির চিঠিতে লিখে দেব। তাহলেই কামিনী জান্‌তে পার্ব্বে, আর কোন গোল থাক্‌বে না। আজ্‌কে আমি কামিনীকে আমার একখানা চেহারা দেব (বাক্স হইতে চেহারা বাহির করিয়া তাহার প্রতি দৃষ্টি করতঃ) আহাঃ কি চেহারা মরে যাই আর কি! কামিনী যে কেন আমাকে পছন্দ কোরেচে, তাত বলতে পারিনে। আজকে এই জামাটা পরি। একটু ল্যাবেণ্ডার মাখা যাক্। এই ধুতি হলেই হবে। হাপ্‌ষ্টকিং জোড়াটা পরা যাক্। (যদিও শুনিচি বাবা হাফষ্টকিংনের উপর ভারি চটা)। চুল্‌টা বড উস্ক খাস্ক হয়ে রয়েচে, একটু আঁচড়ান যাক্, আর দেরি কর্ব্বো না। হয়ত কামিনী আমার জন্যে অপেক্ষা কর্‌চে (প্রস্থান)

(যবনিকা পতন)

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

হরিশ বাবুর বাটী কালি বাবুর বৈটক খানা।

কালি আসীন।

কালি। (এক খানা পত্র পাঠ করিতে করিতে স্বগতঃ) হুঁ ভায়া বড় চালাক্ হয়েচেন। ভারি ধার্ম্মিক, বিদ্বান্ ছেলে, ? (পত্র পাঠ) "আমি অাজ কলিকাতায় গমন পূর্ব্বক

এক বন্ধুর বাটীতে থাকিব, রাত্রি দুই প্রহর, বা একটার সময় তোমার গৃহে গমন করিব। তুমি উক্ত সময়ে প্রস্তুত থাকিবে। দেখ! আমাকে নৈরাশ করোনা।"

তোমার সুবোধ"।

হ্যাঁ, তার জন্যে তোমার বড় ভাব্‌তে হবে না; উত্তম লোকের হাতেই পড়েচ, যাতে আজ তুমি কামিনীর কাছে গিয়ে মজা কর্তে পার, তার জন্যে আমি যৎপরোনাস্তি চেষ্টা কর্ব্বো এখন। বাবা আমাকে তেজ্য পুত্র করেছেন, আর এই সুবোধ সুশীল ছেলেকে সমুদায় বিষয় দেবেন! বুড়োর তিন কাল গিয়েছে এক কালে ঠেকেচে, এখনও মানুষ চিন্তে পারেন্ না! আচ্ছা তিনি যেমন আমাকে বরাবর তাচ্ছল্য করে সুবোধকে আমার চেয়েও ভাল বেসেচেন, আমিও তেম্নি তাঁকে জব্দ কর্ব্বো। দোয়ারি এই চিঠি দেখ্‌লেই, আমার ভায়ার মনস্কামনা সিদ্ধি হবে। এখন দোয়ারিকে কেমন কোরে খবর দেওয়া যায়। কিন্তু দোয়ারি এলে, একথা একেবারে বলা হবে না; তাহলে হয়ত আমাকেই সে মেরে বস্‌বে। সে যে গোঁয়ার! (দোয়ারির প্রবেশ) এই যে নাম কর্ত্তে কর্ত্তেই এসেচিস্। তুই ভাই অনেক দিন বাঁচ্‌বি।

দোয়ারি। কেন! আমার জন্যে তোমার এত ভাব্‌বার কারণ কি?

কালি। বাবা! তোর্ নাম করে না, এমন লোক কি পৃথিবীতে আছে?

দোয়ারি। কেদার কোথায়? তুই যে এক্‌লা ঘরে চুপ্ করে বোসে আছিস্?

কালি। তুই জানিস্‌নে? কেদার যে ব্রহ্ম জ্ঞানী হয়েচে।

দোয়ারি। বলিস্ কিরে!

কালি। হ্যাঁ! তার গৌরাঙ্গের ভাব উদয় হয়েচে। তিনি ব্রহ্ম-জ্ঞানীদের সঙ্গে মিশেচেন, মদ ছেড়ে দিয়েছেন, আবার সমাজে গিয়ে চোক বুজে ধ্যান করা হয়। দেখচিস্ কি? কেবল তুই আর আমি নরকে যাবো; আর সকলেই সোনার সিঁড়ী বয়ে স্বর্গে চলে যাবে, আম্‌রা কেবল জুল্ জুল্ করে চেয়ে থাক্‌ব।

দোয়ারি। ফের কেদার যদি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আবার না ফেরে, তা হোলে আমি ব্রাহ্মণের ছেলে নই। কত শালা মদ ছেড়ে দিয়ে দুদিনের জন্যে ব্রহ্মজ্ঞানী হয়। আবার তেমন পাল্লায় পড়্‌লে যে কে সেই।

কালি। একটু মদ খাবি?

দোয়ারি। দোষ কি।

(কালি আলমারি হইতে মদের বোতল এবং গেলাস বাহির করিয়া উভয়েরমদ্যপান)

দোয়ারি। ওরে আজ্‌কাল আমি কেমন 'গুড্‌বয়' হয়িচি, তা জানিস্‌নে বুঝি?

কালি। কি রকম!

দোয়ারি। যহর ত ভাই একখানা জড়োয়াগহনার জন্যে ভারি পেড়া পিড়ি কর্‌চে। আমার হাতে ত এক পয়সাও নেই। কাজে কাজেই বাড়ীথেকে ফাঁকি দিয়ে নিতে হবে। তাই এখন বাড়ীতে রাত্রিতে শুতে আরম্ভ করিচি। এক আদ বোতলের বেশি খাইনে। গুলিটা নাকি না খেলে চলেনা, তাই কাজে কাজেই খেতে হয়। কিন্তু আমাদের দেশের লোকে গাঁজা গুলির ওপর অতো চটা নয়, যত

মদের ওপর। তাই এখন বাড়ীতে সকলের এক রকম বিশ্বাস হয়েচে যে, আমি শুধ্‌রে উঠিচি, আর ভয় নেই।

কালি। আর একটু খা। আচ্ছা তুই এখন তোর স্ত্রীর কাছে রাত্রে শুস্‌তো?

দোয়ারি। কি জানিস ভাই, এক দিন আমি বাড়ীর ভিতর খেতে যাচ্ছিলেম, অমনি আমার স্ত্রীকে দেখ্‌তে পেয়েছিলেম। দেখ্‌লেম মন্দ নয়, তাই এক দিন রাত্রে বাড়ীর ভিতর শুতে গিয়েছিলেম। শালি আমার কাছে শুতে আস্‌তে হবে বলে, এম্‌নি চিৎকার করে কাঁদতে লাগ্‌লো, যে বাবা পর্য্যন্ত টের পেলেন্। আর বাবা বারণ কল্লেন্ বোলে, কাজে কাজেই আমাকে বাইরে গিয়ে শুতে হলো। আচ্ছা বাবা, সে কেমন মেয়ে আমি দেখ্‌ব। আমি বাঘ না ভাল্লুক; সে আমার কাছে শুতে চায় না। সে বেটী হচ্চে আমার স্ত্রী, আমি তাকে যা বল্‌বো, তা তার শুন্‌তেই হবে। আচ্ছা আগে আমি টাকা গুণো হাত করি; তার পর তাকে নাকের জলে চকের জলে কর্‌বো। তিনি জানেন না, তাঁর কেমন লোকের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে!

কালি। তুই নাকি বিয়ে পর্য্যন্ত আদতে তার কাছে শুস্‌নি, তাই তোকে দেখে তার ভয় হয়েছিল। প্রথমে অমন হয়।

দোয়ারি। কেন হবে! আমার যখন ইচ্ছে হবে, তখন আমি তার কাছে শোব। এর প্রথম আর শেষ কি?

কালি। হয়ত তোর স্ত্রীর আর কারুর উপর মন পড়েচে।

দোয়ারি। তা টের পেলেত হয়! তা হলে শালিকে একবার ঘুগ্‌রো বাণ দেখিয়ে দিই!

কালি। আমি যা বল্‌চি তা হতেও পারে। কেন না লোকে বলে, পুরুষমানুষের চেয়েও মেয়ে মানুষের রিপু অনেক

গুণে বেশি। তাতে মনে কর্, তোর স্ত্রীর বয়েস প্রায় পোনের শোল হতে চল্লো।

দোয়ারি। ও সকল কথায় কাজ নেই।

কালি। ভাই! আমার ওপর রাগ করিস্‌নে, আমি যা তোকে বল্‌ছি, তা কেবল তোর ভালর জন্যে। আমি যদি তোর "বুজুম ফ্রেণ্ড" না হতেম, তা হলে কোন্ শালা তোকে এ সকল কথা বল্‌তো? আর একটু মদ খা। তোর সঙ্গে আমার কথা আছে।

দোয়ারি। (মদ্য পান করিয়া) কি কথা?

কালি। আচ্ছা এই চিঠি খানা পড় দিকি। (লিপি প্রদান)

দোয়ারি। (পত্র পাঠ করিয়া) তুই এ চিঠি কোথায় পেলি?

কালি। হরিহর বাবুর বাড়ীতে এক ঝি আছে তার নাম লক্ষ্মী। সে কামিনীকে আর সুবোধকে মানুষ করেছিল। সেই ঝির নাম, আমাদের এক নতুন ঝির নামে এক; সুবোধ হয়তো তা জান্ত না। কামিনীর ঝির হাতে এই চিঠি না পোড়ে আমাদের ঝির হাতে পড়ে। সে ত পড়্‌তে জানে না, তাই আমাকে পড়ে দিতে বলেছিল। চিঠি পড়ে ভায়ার বিদ্যে সমুদয় জান্তে পাল্লেম। দেখ দেখি ছোঁড়ার কতো দুষ্টমী বুদ্ধি! আমরা বেশ্যালয়ে গিয়ে থাকি, এ ছোঁড়া আবার ভদ্র লোকের ঝি বৌ বের কত্তে আরম্ভ করেছে!

দোয়ারি। এই চিঠি পড়ে, আমার তোর পর্য্যন্ত হাড় ভাঙ্‌তে ইচ্ছে হচ্চে।

কালি। আমি ভাই তোমার কি করিছি? সুবোধ আমার ভাই, তার দোষ আমার ঢাকা উচিত; কিন্তু আমি তোমার এম্‌নি বন্ধু, যে এই ঘটনা টের পেয়েই, তোমার কাছে সমুদয় ব্যক্ত কল্লেম।

দোয়ারি। কিন্তু আমার মনে যা আছে তাই আমি কর্কো।

কালি। সচ্ছন্দে! তোর মনে যা আছে তাই তুই করিস্! আগুণ খায় যে, আঙরা হাগবে সে, তা আমাদের কি?

দোয়ারি। আজ রাত দুকুর একটার সময় যাবে, না?

কালি। তাই ত লিখেছে।

(উভয়ের মদ্যপান)

দোয়ারি। আচ্ছা কোথা দিয়ে ঢোকে, বলতে পারিস?

কালি। বোধ হয় তোদের চাকোর চাকরাণিদের হাত কোরেছে।

দোয়ারি। তা যেখান দিয়ে যাগ, আজ তো যাবেই; তা হলেই হলো।

কালি। তোর স্ত্রী কোন ঘরে শোয় জানিস তো?

দোয়ারি। সেই রাস্তার ধারের ঘরটা। আর একটু ঢাল খেয়ে যাওয়া যাগ্।

(মদ্য পান করিয়া প্রস্থান)

কালি। (স্বগত) বোধ হয় ছোঁড়া আমার মাগের সঙ্গেও নষ্ট! শুনেছি রোজ তাকে পড়াতে যায়। যা হোক, যেমন বাবা তাকে ভাল বাসে, আর সকলে ত রে ভাল বলে জানে, তেমনি আজকে সকলে তার গুণ টের পাবে। দোয়ারি যেমন গোঁয়ার, তাকে কিছু দক্ষিণে না দিয়ে ছেড়ে দেবে না। সকলেই বলে "আহাঃ! সুবোধের মত ছেলে দেখিনি" কিন্তু উদিকে যে সুবোধের পিঁপুল পেকেছে, তাতো কেউ জানে না। সে আবার আমার চেয়েও এক কাটী সরেশ্। তাই বোলি, ছোঁড়া বিয়ে কত্তে চায় না কেন? ভেবেছিলেন বুঝি বিয়ে করা পাপ, মেয়ে মানুষের গায়ে হাত দেয়া দোষ,তাই বুঝি ভায়া ঘর বাড়ী ছেড়ে পালালেন। উদিকে ভায়া শোড়োঙ্গো কেটে বোসে আছেন, তা কে

জানে বলো ? যা হোক্ ছোঁড়া বেঁচে থাক ; কাজের লোক বটে। আমরা এতদিন টাকা খরোচ কোরে বদ্‌নাম কিনে, হরো বই যুটলোনা। ও একেবারে নির্ব্বিঘ্নে এক বড়ো মানুষের বাড়ীর অন্দর মহলে গিয়ে উপস্থিত। বেঁচে থাক বাবা! "লঙ লিভ্ দি হ্যাপি পেয়ার" (মদ্য পান করিয়া) যাই হরোর কাছে যাই, আমার কামিনীও নেই, কিছুই নেই। যদিও এক কুসুম আছেন বটে, আগে আগে কাছে গেলে একটু একটু গন্ধ পাওয়া যেতো ; কিন্তু এখন একেবারে শুকিয়ে গিয়েছেন (টলিতে টলিতে প্রস্থান)

(যবনিকা পতন)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(রাম নারায়ণ বাবুর বাটীর সম্মুখস্থিত রাস্তা

দোয়ারি। (রাস্তায় গমন করিতে করিতে স্বগত) আমার যে ঘরে একখানা আছে, তাতেই হবে। একটু পরিস্কার করে নিলিই হবে। এখনও তার আসবের দেরি আছে, আর বাড়ীর কেউ কেউ জেগে আছে। (চৌকিদারের প্রবেশ)

চৌ। সেলাম্ বাবু সাব্! হাম্ লোগ্‌কো বক্সিস্ বহুত রোজ্‌সে নেহি মিলা।

দোয়ারি। আচ্ছা বক্‌সিস্ মিল্‌যাগা। সবেরে হাম্‌কো পাস্ আও, সব ঠিক্ হো যাঙ্গে। আচ্ছা তোম হাম্ কো এক বাত্ বল্‌নে সেক্‌তা ?

চৌ। কোন্ বাত্ মহারাজ?

দোয়ারি। কই বাবু রাত্‌কো হাম্ লোগ্‌কোঁ বাড়ীপর আও-তেঁ হেঁ?

চৌ। হাঁম্‌নে কুছ্ নেহি জান্তে হেঁ মহারাজ!

দোয়ারি। আচ্ছা! (বাটীর ভিতর প্রবেশ)

চৌ। (স্বগত) কৈ সুরৎসে এ বাবুকোতো সব মালুম হুয়া। আচ্ছা! ল্যাকেন হাম্ আজ্ সুবোধ বাবুকো উপর্ মে নেহি যানে দেঙ্গে। (প্রস্থান)

(সুবোধের প্রবেশ।)

সুবোধ। (স্বগত) ঝি বোধ হয় কামিনীকে চিটি দেখিয়েছে। আমি চিটিতে লিখেছিলেম, একটার সময় যাবো। এখন তো দুকুর বেজেছে। দেখি দিকি কামিনী জেগে আছে কি না? (বংশীধ্বনি)

নেপথ্যে। গীত –

রাগিণী বিভাস—তাল আড়াঠেকা।

হোল রজণী অবসান প্রাণকান্ত এলোনা।
সহেনা যাতনা আর বিরহ-যাতনা॥
কি জানি এ অধিনীরে, নয়নেতে নাহি ধরে,
বুঝি সখা ঘৃণা করে, করিল তাই প্রবঞ্চনা॥

(সুবোধের বংশীধ্বনি)

ঐ ঐ বুঝি সখা, অবশেষে দিল দেখা,
নতুবা ওকার ডাকা, কার বাঁশীর স্বর॥
হায়রে ব্যাকুল মন, বৃথা করো আকিঞ্চন,
সুবোধ প্রাণের ধন, কৈ বলো এলোনা॥

(সুবোধের বংশীধ্বনি এবং উপর হইতে দড়ির সিঁড়ি পতন)।

(চৌকিদারের পুনঃ প্রবেশ)

চৌ। বাবু সাব্ আজ আপ্ জানে নেই সেকোগে।

সুবোধ। কায় নেই? সো রোজতো তোম্‌কো হাম্ রোপেয়া দেয়াথা, আওর তোম্ বোলা যে হাম্‌কো কুছ্ নেই বোলেঙ্গে?

চৌ। সো ঠিক্! ল্যাকেন্ আজ এই বাড়ীকা এক বাবু হাম্‌কো পাস্ আপ্‌কো বাৎ বোল্‌তাথা। আওর উস্‌কো কৈ গমসে সব্ মালুম্ হুয়া।

সুবোধ। তোম এই দো রোপেয়া লেও, আওর মত্ গুল্ করো।
(দড়ির সিঁড়ি দিয়া কামিনীর গৃহে গমন)

চৌ। (স্বগত) আজ্ হাম কো মালুম হোতা যে কুছ গুল হোগা। কেয়া করে রোপেয়াতো মিল গেয়া, আওর কেয়া? (উচ্চৈঃস্বরে) হৈঃ। (প্রস্থান)

(যবনিকা পতন)

— ০:*:০ —

পঞ্চম অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ॥

রামনারায়ণ বাবুর বাটী – কামিনীর গৃহ।

(কামিনী এবং সুবোধ আসীন ॥)

সুবোধ। (কামিনীকে আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন করতঃ) ভাই; আমি যে কি কষ্টে ছিলাম, তা আমি বোলে জানাতে পারিনে। এখন আমি হাত বাড়িয়ে স্বর্গ পেলেম।

কামিনী। মিথ্যা কথা কও কেন ভাই বল না? কেন আমাকে পচন্দ হয় না বোলে কি কোলকাতা ছেড়ে বিদেশে চলে গিয়েছ?

সুবোধ। তুমি বুঝি জান না বৰ্দ্ধমানে গিয়েছি?

কামিনী। আমি ভাই কেমন কোরে জানব?

সুবোধ। এত দিন যদি বাড়ী থাকতেম, তা হলে আমার বিবাহ হয়ে যেত। (কামিনীর চিবুক ধরিয়া) তা আমার কামিনি! তোমার সুবোধ কি এমন চাঁদের মত মুখ ছেড়ে আর কাৰুকে বিয়ে কর্ত্তে পারে? কি আশ্চর্য্য! আমাদের কি মনে ছিল এমন সুখ হবে! ভাগ্যের কথা কেউ বলতে পারে না। এই এখন এত সুখে আছি, হয়ত এখুনি ভয়ানক বিপদও হতে পারে।

কামিনী। তোমার ভাই দুটী পায়ে পড়ি, তুমি দুঃখের ভাবনা ভেবোনা। যখন দুঃখু হবে, তখন হবেই। তাই বলে যখন সুখ হচ্চে, তখন দুঃখের ভাবনা ভেবে সুখ নষ্ট কর কেন?

সুবোধ। (কামিনীকে চুম্বন করিয়া) তুমি ঠিক কথা বলেছ। কিন্তু আমার নাকি দুঃখের ভাবনা ভেবে মনে কালি পড়েছে, তাই যখন আমার সুখ, সূর্য্যের আলোর মত এসে চারি দিক আহ্লাদে পরিপূর্ণ করে, তখনও কোথা থেকে এক২ বার কালো মেঘ এসে, এই সূর্য্যকে ঢেকে ফেলে, আর অন্ধকারে আমার মন আচ্ছন্ন হয়।

কামিনী। আমি কি কখন দুঃখু সহ্য করিনি? তোমার জন্যে কি আমাকে সমস্ত রাত কাঁদ্দে হয় নি? সমস্ত দিন তোমার মুখ মনে করে যাতনাতে শরীর মন পুড়ে যায় নি? সুবোধ! তোমার জন্যে আমাকেও অনেক সহ্য কর্‌তে হয়েছে। কিন্তু যখন তুমি আমার পাশে বসে আছ, তখন আমার কি দুঃখু? আর আমাকে চাতক পাখীর মত জল জল কর্‌তেই বা হবে কেন? চাতক মনের মত জল পেয়েছে।

সুবোধ। কামিনি! আমি যদি একশটা প্রাণ পেতাম, তা হলে তোমার পায়ের তলায় বিসর্জ্জন কত্তেম।

কামিনী। ছি একি ভাই! (মৌনাবলম্বন)

সুবোধ। না না আমার ঘাট্ হয়েছে, আমি আর ও রকম কথা বলবো না। তুমি যে গান্‌টী গাচ্ছিলে, সেটী কি তোমার তয়েরি?

কামিনী। কেন?

সুবোধ। বলোনা? আমি অমন মিষ্টি গলা, আর ভাল গান কখন শুনিনি।

কামিনী। তোমার রাত্তিরে এখানে আস্‌বের কথা থাক্, আর নাই থাক্, আমি রোজ রাত্তিরে এই জানালার কাছে বসে থাকি। যখন কিছু নড়ে, কি বাঁশীর শব্দ শুনি; তখন মনে হয়, বঝি তুমি এলে। কিন্তু তুমি অনেক সময়

এসো না। এক রাত্তিরে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তুমি এলেনা দেখে মনে ভারি কষ্ট হলো, তাই ঐ গানটী তয়ের করেছিলেম।

সুবোধ। (কামিনীকে আলিঙ্গন করিয়া) ভাই কামিনি! দেখচো ত আমি স্বাধীন নয়। তা যদি হতেম তা হলে সমস্ত দিন তোমার ঐ সুন্দর মুখের দিকে চেয়ে থাকতেম। এই সময় বৈ আর আসবের উপায় নেই, আর রোজও আসতে পারিনে। আর পাছে সকলে টের পায় বলে, সাবধান হয়ে চলতে হয়।

কামিনী। আমি জানি তোমার কোন দোষ নেই। তুমি কি কর্ব্বে? সকলি আমার কপালের দোষ। আর মধ্যে একটা ঘটনা হয়ে গিয়েছিল, সেও বড় সাধারণ নয়!

সুবোধ। (সচকিতে) কি রকম?

কামিনী। তুমিত জান আমার সঙ্গে যার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল সে কখন বাড়ীতে থাকে না। মধ্যে সে বাড়ীতে আসতে আরম্ভ করেছে।

সুবোধ। বল কি! বল কি!

কামিনী তোমার ভয় পাবার কোন প্রয়োজন নেই, কেন না প্রাণ থাকতে সে কখন আমার কাছে এগুতে পার্ব্বেনা। যাহোক একদিন সে আমার ঘরে আসবার জন্যে পোড়া-পিড়ি। আমি এমনি চীৎকার করেছিলেম, যে শ্বশুর র্য্যন্তপ ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। তার পরে সেটাকে বাইরে যেতে বল্লেন। সেই পর্য্যন্ত সে বাইরে শোয়। কিন্তু গতিক বড় ভাল নয়।

সুবোধ। কামিনি! তুমি আমার ওপর রাগ কোরোনা; কিন্তু তুমি আমাকে সত্যি করে বল দিকি, দোয়ারি কখন তোমার কাছে শুয়েছে কি না?

কামিনী। (ক্রন্দন করিতে করিতে) সুবোধ! তুমি আমাকে এত অবিশ্বাস কর? আমি তা হলে কি তোমাকে বলতেমনা? তা তুমি আমাকে সন্দেহ কর্তে পারো বটে; কেন না আমার সোয়ামী থাকতে আমি এমন কাজ কর্তে উদ্যত হয়েছি।

সুবোধ। (কামিনীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক) কামিনি! আমার মাথা খাও চুপ কর। কামিনি! আমার ঘাট হয়েছে। আমি আর কখন তোমাকে সন্দেহ কর্ব্বো না। আমার দিকে একবার তাকাও।

কামিনী। তা বলেছ বলেছ, তাই বলে কি আমি তোমার ওপর রাগ কর্ব্বো? কিন্তু ভাই তুমি জেনো, যদি তোমার জন্যে নিতান্ত পাগোলের মত না হতেম, তা হলে পৃথিবীর কোন পুরুষই আমার গায় হাত দিতে পার্ত্তো না।

সুবোধ। সে যাহোক, এখন যখন দোয়ারি বাড়ীতে আসতে আরম্ভ করেছে, আর যখন তোমার ঘরে আস্তে উৎপাৎ করেছে; তখন আমার মতে তোমার এখানে থাকা উচিত নয়।

কামিনী। তা আমি জানি। কিন্তু কোথায় যে যাই, তাত এখনও ভেবে ঠিক কত্তে পারিনি।

সুবোধ। দেখ ভাই, বর্দ্ধমান আমি এক ইস্কুলের মাষ্টারি কর্চি। চল আমরা বর্দ্ধমান বেরিয়ে যাই, ঝি আমাদের সঙ্গে যাবে। সেখানে কারুকে ভয় কত্তে হবেনা, চির কাল সুখে থাকা যাবে। তুমি এতে কি বল?

কামিনী। যখন আমি এমন কর্ম্ম কত্তে নিযুক্ত হয়েছি, তখন কখনো না কখনো কলঙ্ক হবে। তা বাড়ী বসে থেকে লোকের গঞ্জনা না শুনে, যদি বেরিয়ে যাওয়া যায়, তাহলে ভাল বৈ মন্দ হয়না। কিন্তু সুবোধ, আমার কপালে কি এই ছিল!

(ক্রন্দন)

সুবোধ। কেঁদোনা ভাই কেঁদোনা। কি কর্ব্বে বল? যদি আমার সঙ্গে তোমার বিবাহ হোত, তাহলে আমি যেখানে যেতেম, তুমিত আমার সঙ্গে যেতে?

কামিনী। সুবোধ! সে কথা মিথ্যা নয়। বিয়ে হোলে তোমার সঙ্গে যেখানে যেতাম; এখনও সেখানে যাব। কিন্তু বিয়ে হয়ে হাজার দূর দেশে সোয়ামীর সঙ্গে থাক্‌লেও ইচ্ছে হলে কখনও না কখন, মা বনের সঙ্গে দেখা হোত। এখন যদি তোমার সঙ্গে যাই, তাহলে সকলের কাছ্‌থেকে একেবারে জনমের মত বিদায় নিতে হবে।

সুবোধ। কামিনি! তুমি যাতে সুখে থাক্‌বে তাই কর। তুমি যাতে সুখে থাকবে, নিশ্চয় জেনো আমিও তাতে সুখে থাক্‌বো। যদি তুমি বোঝ বিদেশে গেলেপরে তোমার মনে কষ্ট হতে পারে, তবে আমি তোমাকে কখন বাড়ীছেড়ে আর কোথাও যেতে বলিনে।

কামিনী। সুবোধ! দেখ যদি তোমার সঙ্গে যাই, তবে কার কার জন্যে আমার দুঃখ হবে বটে; কিন্তু তোমাকে দেখ্‌তে পেলে আমার সকল দুঃখু দূর হবে। দেখ, এখানেত আমি আর থাকতে পারিনে। সে দিন য্যান ওর বাপ, ওকে মুখ কল্লে বলে চলে গেল; যদি আর এক দিন জোর করে আমার ঘরে ঢুক্‌লে, তাহলে আমি কি কর্ব্বো! আমি মেয়ে মানুষ, ওর জোরেত পার্ব্বোনা!

সুবোধ। তোমার যা ভাল বোধ হয়, তাই তুমি কর্ব্বে।

কামিনী। তোমার কি ভাল বোধ হয়?

সুবোধ। আমার বোধ হয় এখানে থাকা আর উচিত নয়। কেননা বিদেশে থেকে লুকিয়ে কোলকাতায় এসে তোমার সঙ্গে দেখা করা খুব সম্ভাবনা। যদি এবিষয় প্রকাশ হয়ে পড়ে;

তাহলে তোমার সঙ্গে আমার সঙ্গে আর দেখা হবেনা।
যখন আশ্চিলেম চৌকিদার বেটা বল্‌ছিল যে, তোদের বাড়ীর কোন লোক টের পেয়েছে। যদিও আমার বোধ হয় সে কেবল টাকা পাবার লোভে মিছে মিছি আমাকে ভয় দেখাচ্ছিল; কিন্তু সেত অসম্ভব নয় হতও পারে।

কামিনী। তবে আর আমাদের এখানে থাকা উচিত হয়না।

সুবোধ। আমি যে ঝির নামে তোমাকে একখানা পত্র দিয়াছিলো, সে কি তুমি পেয়েছ?

কামিনী। ঝির অসুখ করেছে, তাই বোধ হয় আস্‌তে পারেনি।

সুবোধ। আচ্ছা আমরা যদি একটা বাড়ী ভাড়া করে থাকি, আর ঝিকে নিয়ে যাই; তা হলে আমরা কি সুখী হই?

কামিনী। তাহলে আমাদের কোন ভাবনা থাকবেনা, নিন্দের ভয় থাকবেনা, অার কোন কথাই থাকবেনা। আর তোমাকেও রাত্তিরে এত কষ্টকরে আস্‌তে হবেনা।

সুবোধ। আচ্ছা ঝিকে তুমি এ কথা বলেছ?

কামিনী। বলিছি, ঝি বলেছে আমরা যেখানে যাব, ঝি আমাদের সঙ্গে যাবে।

সুবোধ। কামিনি! তুমি সমস্ত দিন কি কর?

কামিনী। সমস্ত দিন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া তোমাকে ভাবি! (সুবোধের কামিনীকে চুম্বন) আগে আগে পড়্‌তেম, এখন আর পড়া শুনোতে মন নেই। এখন খালি ময়না পাখীর মত, এক জনকার নাম পড়ি। আর তুমি যে তোমার চেহারা খান দিয়েছ, সেইখানা সমস্ত দিন দেখি।

সুবোধ। আমি কি করি জান? সমস্ত দিন খালি কাগচ আর রং নিয়ে তোমার চেহারা আঁকি। (জামার পাকেট হইতে

এক খানি প্রতিমূর্ত্তি কামিনীর হস্তে অর্পণ) দেখ দিকি এখানি তোমার চেহারার মত হয়েছে কিনা ?

কামিনী। অনেক হয়েছে বটে, কিন্তু ঠিক হয়নি। আমার চোক এত ভাল নয়, নাকত এত টিকোলো নয়; গালআর ঠোঁটত এত রাঙ্গা নয়। তোমার চেহারা ভাল আঁকা হয়নি।

সুবোধ। তুমি যদি কালো হতে, তা হলে তোমাকে এক বার দেখবার জন্যে আমি বর্দ্ধমান থেকে কোল্‌কাতায় আসতম না। এত সহজ কথা, কিন্তু তোমাকে দেখ্‌তে যদি এ্যাট্‌ল্যাণ্টিক মহাসাগর পার হওয়া আবশ্যক হয়, তাহলেও নিশ্চিন্ত হয়ে সাঁতার দিয়ে আমি পার হই; যদি হিমালয়ের বরাফ ঢাকা পর্ব্বতে উঠে তোমার এই চাঁদ মুখ খানি দেখতে পাই, তাহলেও সে খানে যাই। কামিনি! চিরকালের জন্যে তোমার চরণে বাঁধা হয়ে পড়েছি।

কামিনী। আমিও চিরকালের জন্যে তোমার দাসী হয়ে পড়েছি।

সুবোধ। তুমি দাসী! তুমি আমার প্রাণের প্রাণ, অন্তরের অন্তর। তুমি আমার শরীরের রক্ত, তুমি আমার আত্মার পরমাত্মা। কামিনি! বল দিকি, এ সময়ে পৃথিবীর মধ্যে কে সুখী ?

কামিনী। তুমি আর আমি!

সুবোধ। (কামিনীকে চুম্বন করতঃ) আচ্ছা আমাদের ভেতর বেশি সুখী কে ?

কামিনী। আমি।

সুবোধ। এইবার ভাই তোমার হলো না। মনে কর এক জন চাষা সমস্ত দিন রোদে তেতে পুড়ে যখন বাড়ী আসে, আর তার ছেলে তাকে এক ছিলিম তামাক সেজে দেয়, তার স্ত্রী

তাকে এক খোরা পান্তা ভাত দেয়। তখন যদিও চাষার স্ত্রী আর ছেলে তাকে দেখে সুখী হয় বটে, কিন্তু তামাক খেয়েই হোক, পান্ত ভাত খেয়েই হোক, আর সমস্ত দিনের পর স্ত্রী আর ছেলের মুখ দেখেই হোক, চাষা যে ...ন সকলের চেয়েও সুখী হয়, এ স্বীকার করতেই হবে। ...নি যদিও তুমি আমাকে দেখে সুখী হয়েছ বটে; কিন্তু ... কত দূর থেকে এসে, কত কষ্ট পেয়ে, কত বিপদ ...কে এড়িয়ে এখন তোমার কাছে এসে সুখ হলো। তোমার কোমল হাত ছুয়ে আমার শ্রান্তি দূর হলো, (চুম্বন করিয়া) তোমার মুখে চুম খেয়ে আমি গায়ে জোর পেলেম, আর তোমার কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে, আমি চোক কান বুজে সুখে ডুব দিলাম।

কামিনী। সুবোধ! আমি তোমার মত অত বকতে পারিনে, আমার কষ্ট হয়, কিন্তু (সুবোধকে চুম্বন করিয়া) এ কত্তে আমার কষ্ট হয় না।

(নেপথ্যে দ্বারে আঘাত)

... (সচকিতে) কেও!

কামিনী। চুপ কর চুপ কর! আমি দেখ্‌চি।

সুবোধ। কে ঠেল্‌চে জেনে, তবে দরজা খুলে দিও?

(নেপথ্যে দ্বারে আঘাত।)

কামিনী। সুবোধ! তুমি খাটের নিচে লুকোও! আমি দরজা টা খুলে দিই।

সুবোধ। (মৃদুস্বরে) কে দরজা ঠেল্‌চে, কিছু টের পেলে?

কামিনী। (মৃদুস্বরে) বোধ হয় ঝি, কি ঠাকুর ঝি।

সুবোধ। আমি কোথায় লুকোব?

কামিনী। খাটের নিচে। (নেপথ্যে দ্বারে আঘাত।)

ওখানে থাক্‌তে পার্ব্বেত, কষ্ট হবে না?

সুবোধ। না।

কামিনী। কপাট খুলি?

সুবোধ। খোল!

(কামিনীর দ্বার উদ্‌ঘাটন এবং দোয়ারির তরবারি হস্তে প্রবেশ;

দোয়ারি। [কামিনীর কেশ ধারণ পূর্ব্বক] তবে রে শালি!
(তরোয়াল দ্বারা আঘাত)

কামিনী। মা গো! সু সুবোধ! (পতন)

সুবোধ। (নিভৃত স্থান হইতে বাহির হইয়া) শালা পাজি! কি কর্‌লি! (দোয়ারির হস্ত হইতে তরোয়াল কাড়িয়া লইবার চেষ্টা এবং উভয়ের পতন। পরে দোয়ারির হস্ত হইতে অস্ত্র লইয়া দোয়ারিকে আঘাত)

দোয়ারি। মেরে ফেল্লে রে! গো লা—(মৃত্যু)

সুবোধ। (কামিনীর নিকট গমন পূর্ব্বক) কামিনি! ও কামিনি! ভাই আমার! এক বার কথা কও! তোমার সুবোধ ডাক্‌চে?

কামিনী। ভাই আমি মরি! আমাকে ব্যান মনে থাকে! আমাকে এক বার চুম খাও! (সুবোধের চুম্বন) আর আমি উঠ্‌তে পারি নে! বড় কষ্ট হচ্চে! সুবোধ! [illegible] নীকে এক এক বার মনে করো! আমি যাই! [illegible]

সুবোধ। (কামিনীকে কোলে লইয়া) কামিনি! আমাকে [illegible] যেতে পার্ব্বে না! কামিনি! (মূর্চ্ছা—পরে চেতন [illegible]) কি! কামিনী কোথায়! এই যে কামিনী! তোমার [illegible] কইতে হবে না। আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, তোমার [illegible] হচ্চে। ভাই একবার তাকাও! তোমার সুবোধের [illegible] কেউ নেই! কামিনি! আমাকে বাড়ী থেকে [illegible] দিয়েচে। তুমি বল, ভাল হলে বর্দ্ধমানে যাবে [illegible]

কামিনীর চেহারা এমন হয়ে গেল কেন? কামিনি! তুমি খালি বল, এখনও বেঁচে আছ! নতুবা এই আমিও তোমার সঙ্গে চল্লেম। (বুকে তরোবারি দ্বারা আঘাত এবং মূর্চ্ছা।) কিঞ্চিৎ কাল পরে চেতন পাইয়া) হাঃ! দেশের প্রথা! হাঃ নিষ্ঠুর পিতা মাতা! হাঃ দেশের নিষ্ঠুর লোক! হা! হতভাগা বঙ্গ ভূমি! তুমি কত কাল আর কুসংস্কারে আবৃত থাকবে! কত দিনে তোমার সন্তানগণ ন্যায়ানুগত ব্যবহার কর্ত্তে শিখ্‌বে! কত দিনে যথার্থ বিবাহ প্রণালী জেনে আত্মীয়গণকে সুখসাগরে ভাসমান্ কর্‌বে! কত দিনে এই কুৎসিৎ দেশাচার এখান হোতে অন্তর্হিত হোয়ে যাবে! কত দিনে ভ্রমান্ধ জনগণের অন্তরে জ্ঞান ভানু বিরাজিত হোয়ে অজ্ঞানান্ধতা বিলুপ্ত কর্বে! হায়! এমন দিন কবে হবে, যে দিনে, বঙ্গবাসীরা যথার্থ সুখসাধনে আত্মারে কৃতার্থ কর্ত্তে সমর্থ হবে! যে দেশের লোকদের দয়া মায়া নেই, ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান নেই, মান অপমানের প্রতি কটাক্ষ নেই, আপন সন্তান গণের উপর যথার্থ স্নেহ মমতা নেই; সে দেশে যেন মনুষ্য মাত্রেই জন্ম গ্রহণ না করে! রে বিবাহের রীতি প্রণালী! এই তোদের কাজ! তোর এই প্রথার জন্যে আমার মত কত শত লোকে প্রাণত্যাগ কচ্চে কেউ ভ্রূক্ষেপও কচ্চে না! আহা! তারা যদি আমাদের কষ্ট একটুও বুঝতে পারে; তা হলে এই কুৎসিত বিবাহের প্রথা একেবারে উঠে যায়। উঃ! কি যাতনা! ঈশ্বর করুণ যান বঙ্গবাসীগণের মন আরো দয়ালু হয়। আর আমার মত যান, আর কেউ না মরে। আর আমার দেরি নেই; মা! তোমার সুবোধকে একবার এই সময়ে দেখ্‌তে পেলে না. কি কর্বে? বাবা তোমার কথা অবহেলা করে, তোমার মনে

ত কষ্ট দিয়েছি ; একবার দেখা হলে মাপ্ চাইতাম ! দিদি !
মি আমাকে কত ভাল বাসতে, মরণের সময় একবার শেষ
দখা হলো না ! ভাই প্রসন্ন ! তোমার মত বন্ধু আর পাবনা,
রে কি তোমার সঙ্গে দেখা হবে ? যদি এই পৃথিবীর পর
আর কোন পৃথিবী থাকে তাহলে আবার দেখা হবে। মা !
তোমাকে একবার দেখতে বড় ইচ্ছে হচ্চে। আমি ছোট
ছেলে বলে কত ভাল বাসতে। মা ! যখন শুনবে তোমার
বৌ মরে গিয়েছে, যখন এই রক্ত মাখা মরা শরীর
সুমুখে নিয়ে যাবে, তখন তোমার কত কষ্ট হবে।
। তুমি কি করবে ? আমাদের দেশের ইচ্ছে এই !!!
(পদের শব্দ) ঐ সকলে এই ঘরে আসছে
। আমি দেরি করবো না। কামিনি ! আর একবার
তোমার মুখ খানি দেখে নেই ; তাহলেই আমার হলো।
মুখ চুম্বন করিয়া পুনরায় আপন বক্ষঃস্থলে অস্ত্রাঘাত)
কামিনি ! আমাকে নাও ! এই যে কামি—নী। (মূর্চ্ছিত
হইয়া ভূমিতে পতন এবং মৃত্যু)